আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

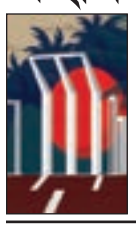
The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ২১ || সোমবার || ফাল্গুন ৬ || ১৪২৯ || রজব ২৭ || ১৪৪৪ || Vol. 27 || Issue 21 || 20 February || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

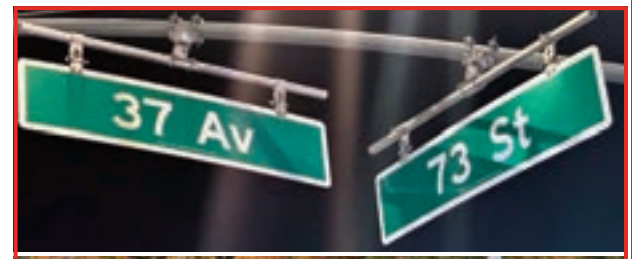
মহান ভাষার মাস



ঢাকা ডেস্ক: একুশের বইমেলার সূচনা করেছিলেন দেশের অন্যতম পেশাদার প্রকাশক মুক্তধারার চিত্তরঞ্জন সাহা। প্রকাশক হিসাবে তার পেশাদারিত্বের সঙ্গে ছিল সৃ **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

চিনির সাথে হৃদ রোগের যোগসূত্র, নতুন গভেষণা

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ আপনি কি চিনি খেতে খুব ভালোবাসেন ? তাহলে আপনার জন্য দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে সাম্প্রতিক একটি গবেষণা। প্রচুর পরিমাণে শর্করা খেলে তা আপনার শরীরের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে, এমনকি এটি কার্ডিওভাসকুলার রোগ হওয়ার ঝুঁকিও বাড়িয়ে তুলতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনুসারে, প্যাকেটজাতীয় খাবার বানানোর সময়, খাদ্যের কোষীয় কাঠামো ভেঙে দিতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সময় চিনি বা শর্করা জাতীয় উপাদান ব্যবহার করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে -সিরাপ, মধু, ফলের জুস, পিউরিস, পেস্ট এবং অনুরূপ পণ্য। বিএমসি মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত নতুন গবেষণা অনুসারে, কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ এবং কার্ডিওভাসকুলার **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**





ভূমিকম্পের জন্য কী প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব?

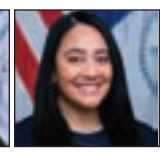
ঢাকা ডেস্ক: তুরস্ক ও সিরিয়ায় সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে দায়ী করা হচ্ছে ভবন নির্মাণ এবং নির্মাণপরবর্তী তদারকি কাজে তুরস্ক সরকারের দুর্নীতির **(বাকি অংশ ২০ পাতায়**

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে রেজুলেশন পাশ

২১ ফেব্রুয়ারীকে মাদার ল্যাংগুয়েজ ডে ঘোষণা

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ২১ ফেব্রুয়ারীকে 'মাদার ল্যাংয়েজ ডে' হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি বিল বৃহস্পতিবার (১৬ ফেব্রুয়ারী)





সিটি কাউন্সিলে পাশ হয়েছে। বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রক্সের পার্কচেস্টার এলাকা থেকে নিবাচিত কাউন্সিলওম্যান আমান্দা ফারিয়াস উত্থাপিত **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

তুরস্কে ভূমিকম্পে নিহত সংখ্যা ৪৫ হাজারের উপরে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: তুরস্কে ভূমিকম্পের ২৯৬ ঘণ্টা পর ধসে পড়া ভবন থেকে শিশুসহ তিনজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দক্ষিণ তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্পের ১২ দিন পার হওয়ার পর তাদের উদ্ধার করা হয়। তুরস্কের গণমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

কানাডায় পাঁচ বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় ১৮ বাংলাদেশী নিহত

টরন্টো (কানাডা): কানাডার অন্টারিওর ডান্ডাস স্ট্রিট সাউথবাউন্ড হাইওয়েতে গত ১৩ সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ বাংলাদেশী শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। তারা হলেন-শাহরিয়ার খান (২০), এঞ্জেলা বাড়ৈ (২০) ও আরিয়ান দীপ্ত (১৭)। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন সঙ্গীতশিল্পী কুমার বিশ্বজিতের একমাত্র ছেলেটি। ২০২১ সালের অক্টোবরে নিহত হয় ১৭ বছর বয়সী টরন্টোর **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**



ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা আর নেই

ঢাকা ডেস্ক: চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন তৃণমূল বিএনপির চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা। তিনি রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিটের নাম হলো 'বাংলাদেশ স্ট্রীট

বিশেষ প্রতিনিধি: অবশেষে নিউইয়র্ক সিটি হলে পাশ হলো বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিটের নাম 'বাংলাদেশ স্ট্রীট' হওয়ার প্রস্তাব। জ্যাকসন হাইটস ও এলমহার্স্ট এলাকার নতুন সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণানের আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় এই সংক্রান্ত বিলটি বৃহস্পতিবার (১৬ ফেব্রুয়ারী) দুপুরে সিটি কাউন্সিলের মূল চেম্বারে ৪৭-০ ভোটে পাশ হয়। ফলে জ্যাকসন হাইটসের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারণে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
• TAX Liens Charge-Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

www.banglapa-

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

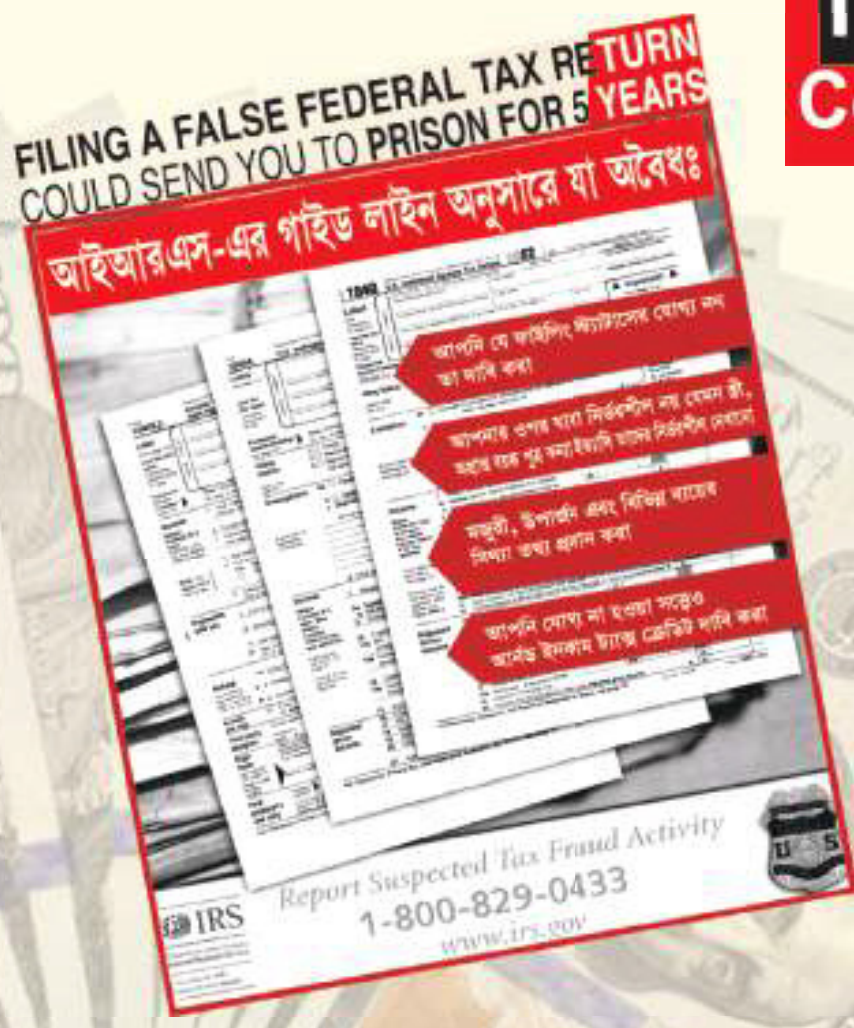
কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika // Monday // Febuary 20 // 2023

সাইকেলে কাশ্মীর থেকে বাংলাদেশে ভারতীয় তরুণী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাইকেল চালিয়ে ভারতের কাশ্মীর থেকে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে ৪ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশ এসেছেন ভারতীয় তরুণী ছাবিতা মাহাত। দিনাজপুরের হিলি সীমান্তের ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে শনিবার দুপুরে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন তিনি। পরে ইমিগ্রেশনের সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে জয়পুরহাটের উদ্দেশে রওনা দেন। ভারতীয় শিক্ষার্থী ছাবিতা মাহাত জানান, তার বাড়ি কাশ্মীর তিনি নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা ভ্রমণ শেষে এবার বাংলাদেশে এসেছেন। প্রতিদিন ১৫০ কিলোমিটার পথ সাইকেলে পাড়ি দেন তিনি। হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বদীউজ্জামান বলেন, আমরা ইমিগ্রেশনের সব কার্যক্রম শেষ করে বাংলাদেশ ভ্রমণে তাকে সহযোগিতা করেছি।

ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম

জালালাবাদের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামকে অব্যাহতি

নিউইয়র্ক: গত ১২ ফেব্রুয়ারী, রোববার, দুপুর ২ ঘটিকায় নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসস্থ নিরব রেস্টুরেন্টে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র বোর্ড অফ ট্রাস্টি ও কার্যকরি কমিটির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে এবং সহ সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন, বোর্ড অফ ট্রাস্টি অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, বদরুন নাহার খান মিতা, ছদরুন নূর, কওছারুজ্জামান কয়েছ, সংগঠনের সহ-সভাপতি সফিউদ্দিন তালুকদার, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলিম, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আলম, ক্রীড়া সম্পাদক মান্না মুনতাসির, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক হোসেন আহমেদ, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বুরহান উদ্দিন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জাহিদ আহমেদ খান, কার্যকরী সদস্য শামীম আহমদ, মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন মানিক।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র শোকজ প্রাপ্ত বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলামকে গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ৬ ধারা ৭ (ক), অনুচ্ছেদ - ৯ (গ) (ঘ), অনুচ্ছেদ ১৬ (৬) ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘণের দায়ে তাহাকে সংগঠন বিরোধী কর্মক্রমের দায়ে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় সাবেক সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজকে গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ৬ ধারা ৭ (ক), অনুচ্ছেদ - ৯ (গ) (ঘ), অনুচ্ছেদ ১৬ (৬) ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘণ এবং সংগঠন বিরোধী কার্যক্রম ও সংগঠনের অর্থ তসরুফের দায়ে তাদের আজীবন সদস্য পদ বাতিল কেন করা হবে না? এ মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নতুন কার্যকরী কমিটির উপরে রেখে যাওয়া বিদায়ী কমিটির নিউজার্সিস্থ কবরস্থানের মর্গেজ পেমেন্ট আগামীতে জালালাবাদবাসীর স্বার্থে কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং কার্যকরী কমিটির কাছ থেকে অর্থ আদায় করে আগামীতে পেমেন্ট দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

জীবনের বাকিটা সময় ধর্মকর্ম করে কাটাতে চান জিমি কার্টার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার হাসপাতালের পরিবর্তে জীবনের বাকিটা সময় বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে এবং ধর্মকর্ম করে কাটাতে চান। শনিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে এমন ইচ্ছা পোষণ করেছেন নোবেলজয়ী এ প্রেসিডেন্ট। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে হোয়াইট হাউস ছাড়ার পর অন্য রাষ্ট্রপতির চেয়ে বেশি দিন বেঁচে আছেন ৯৮ বছর বয়সি এ প্রেসিডেন্ট। তিনি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে ছিলেন ডেমোক্র্যাটিক দলের এ নেতা। এদিকে প্রেসিডেন্টের এমন সিদ্ধান্তে পরিবার ও চিকিৎসকরা পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন। তবে বিষয়টি কাউকে না জানানোর জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন এ প্রেসিডেন্ট। এর ফলে মিশর-ইসরাইলের মধ্যে শান্তি স্থাপন হয়। ১৯৮০ সালে হলিউড অভিনেতা এবং ক্যালিফোর্নিয়ার সাবেক গভর্নর ও রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী রোনাল্ড রিগ্যানের কাছে বিপুল ভোটে হেরে যান তিনি।





সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে সিলেট প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইকবাল মাহমুদ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: সিলেট প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, একাত্তর টেলিভিশনের সিলেট ব্যুরো প্রধান এবং অনলাইন পোর্টাল সিলেট ওয়াচ এর সম্পাদক ইকবাল মাহমুদ সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। গত ১০ ফেব্রুয়ারী ক্যাথে প্যাসিফিক এয়ারলাইন্স এর একটি ফ্লাইটে তিনি নিউইয়র্ক আসেন। তার স্ত্রী স্কুল শিক্ষিকা নাছিমা আক্তার এবং দুই কন্যা সন্তান ওয়াজিহা সাফা ও মুমতাহিনা মারওয়া তার সফরসঙ্গী রয়েছেন।



ইকবাল মাহমুদ সিলেট শহরের জালালাবাদ থানার অন্তর্গত কুমারগাঁও এলাকার বাসিন্দা।

সিলেটের সাংবাদিকতা অঙ্গনে মেধাবী প্রজন্মের এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি ইকবাল মাহমুদ। সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউ-নিভার্সিটি থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রিধারী ইকবাল মাহমুদ প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক, অনলাইন সহ গণমাধ্যমের সব শাখায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন। ইতোপূর্বে তিনি দৈনিক সিলেটের ডাক, আমার দেশ, দ্যা ডেইলি সান, দ্যা ঢাকা ট্রিবিউন, দ্যা ফিন-ানশিয়াল এক্সপ্রেস এবং দৈনিক জালালাবাদে সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তার সম্পাদনায় ইংরেজি ভাষায় সিলেটের প্রথম অনলাইন পত্রিকা সিলেট টুডে ডটকম এর সম্প্রচার শুরু হয়।

সাংবাদিকতার একাডেমিক নানা দিক নিয়ে তার বেশ কিছু রিসার্চ ওয়ার্ক দেশে-বিদেশে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ২০১৬ সালে নতুন প্রজন্মের জন্য সাংবাদিকতার কাঠামোগত কলাকৌশল নিয়ে তিনি রচনা করেন্ড গল্পে গল্পে সাংবাদিকত্ব নামে একটি বই। বইটি বাংলাদেশে ব্যাপক পাঠকপ্রিয় হয়।

সত্যনিষ্ট সাংবাদিকতার পাশাপাশি গণমাধ্যম কর্মীদের সংকট-সম্ভাবনা নিয়ে বহুদিন ধরে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালণ করছেন ইকবাল মাহমুদ। ২০১৮-১৯ সালে তিনি সিলেটের শতাধিক বছরের সাংবাদিকতার স্মারক প্রতিষ্ঠান সিলেট প্রেসক্লাবের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি এ প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত সহ সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালণ করেন। সাধারণ সম্পাদক থাকাকালে সিলেট প্রেসক্লাবে তার নেতৃত্বে বাস্তবায়িত বহু সৃজনশীল কর্মসূচি দেশে বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। এছাড়া, সিলেট অনলাইন জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন-ওজাস এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি।

ইকবাল মাহমুদ ২০১৮ সালে পোল্যান্ডে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন কাভার করেন। এছাড়া, পেশাগত ও ব্যক্তিগত কর্মসূচিতে তিনি ইতোমধ্যে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানী, স্পেন, পর্তুগাল, সৌদি আরব, কাতার, দুবাই, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভারত, নেপাল, তুরষ্ক ও সাইপ্রাস সফর করেছেন।



NYC
স্মল বিজনেস
অপরচুনিটি ফান্ড

কম সুদের হার ও বিনামূল্যে
ব্যবসা সংক্রান্ত সহায়তা

- কোন ন্যূনতম ক্রেডিট স্কোরের প্রয়োজন নেই
- 4% হারে $250K পর্যন্ত ঋণ
- আবেদন করা সহজ

SBSopportunityfund.nyc-এ
অনলাইনে আবেদন করুন

NYC স্মল বিজনেস অপরচুনিটি ফান্ড নিম্নলিখিতদের সাথে পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে:

NYC Small Business Services | careers businesses neighborhoods
CRF USA
one MILLION BLACK WOMEN

nystateofhealth™
The Official Health Plan Marketplace

আপনার স্বাস্থ্য বীমার
সাথে সংযুক্ত থাকুন।

NY State of Health এর সাথে আপনার যোগাযোগের তথ্য আপডেট করুন যাতে আপনি জানতে পারেন কখন পুনর্নবীকরণ করতে হবে!

nystateofhealth.ny.gov
1-855-355-5777 | টিটিওয়াই(TTY) 1-800-662-1220

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

মহান একুশে ফেব্রুয়ারী

একুশে ফেব্রুয়ারী'র প্রক্কালে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ২১ ফেব্রুয়ারীকে 'মাদার ল্যাংয়েজ ডে' হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি বিল বৃহস্পতিবার (১৬ ফেব্রুয়ারী) সিটি কাউন্সিলে পাশ হয়েছে। বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রক্সের পার্কচেস্টার এলাকা থেকে নিবাচিত কাউন্সিলওম্যান আমান্দা ফারিয়াস উত্থাপিত একটি রেজুলেশন গহীত হয়েছে। (রেজুলেশন ০৪৭৪)। এই জুলেশনের কো-স্পন্সর ছিলেন ব্রুকলীন থেকে নির্বাচিত বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত শাহানা হানিফ। রেজুলেশনটি স্পন্সর করে সিটি কাউন্সিলের 'কমিটি অন কালচারাল এ্যাফেয়ার্স ও লাইব্রেরীজ এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারগ্রুপ রিলেশন্স'। এই রেজুলেশনের অন্য স্পন্সররা হলেন কাউন্সিল সদস্য যথাক্রমে টিফানি ক্যাভান, জুলি ওয়ান, কৃস্টাল হাডসন, শেখর কৃষ্ণান, এরিক ডাইনোউইটজ, নাতাশা উইলিয়ামস, চি ওসি, অ্যালেক্স এ্যাভাইলস, ক্রিস্টোফার মার্টি, ফারাহ লুইস, জুলি মেনিন, পিয়েরিনা এ্যানা স্যানচেজ, কারলিনা রিভেরা, মারজোরি ভেলাজকুয়েজ ও জেমস জিনারো। রেজুলেশনে বলা হয়, ২১ ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্ক সিটিতে 'মাদার ল্যাংয়েজ ডে' হিসাবে পালিত হবে। বাংলাদেশী বাঙালী কমিউনিটির কাছে বাংলা ভাষার প্রতি যে গুরুত্ব তাকে সম্মান প্রদর্শন করাই এই ঘোষণা দেয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। পাশাপাশি নিউইয়র্ক সিটিতে যে কালচারাল ডাইভারসিটি বা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র রয়েছে তাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা। অভিনন্দন সংশ্লিস্ট সবাইকে।

বাঙালীর আবেগ, ভালোবাসা, আত্মপরিচয়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া এক প্রেরণার উৎস একুশে ফেব্রুয়ারী। বাঙালীর আত্মশক্তির উত্থান দেখা গিয়েছিল ১৯৫২ সালের এই দিনটিতে। সেদিন মাতৃভাষা বাংলার সম্মান রক্ষার তাগিদে বুকের তাজা রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করেছিলেন বাংলার দামাল ছেলেরা। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিতে দিতে তাঁরা ঘাতকের বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রভাষার জন্য প্রকাশ্যে আন্দোলন করে শহীদ হওয়ার পূর্বদৃষ্টান্ত আর নেই। অমর সেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাংলাদেশে তো বটেই, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে থাকা বাঙালীরা আজ ছুটে যাবে শহীদ মিনারে। ফুলে ফুলে ভরে যাবে শহীদ মিনার। ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে লাখো মানুষের ঢল নামবে। শহীদ মিনার রূপ নেবে স্মৃতির মিনারে। আজ সেই মহান শহীদ দিবস। শুধু আমরা নই, সারা বিশ্বই আজ এই দিবসটি পালন করবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। স্মরণ করবে, শ্রদ্ধা জানাবে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি। আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি ভাষা আন্দোলনের জানা-অজানা সব শহীদকে।

মাতৃভাষায় যত সহজে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, অন্য কোনো ভাষায় তা করা যায় না। মাতৃভাষা ছাড়া জ্ঞানচর্চাও পূর্ণাঙ্গতা পায় না। দুঃখ-জনক হলেও সত্য, মাতৃভাষার চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছি, যা ভাষা আন্দোলনের চেতনার সঙ্গেও সংগতিপূর্ণ নয়। আদেশ-নির্দেশ দিয়ে সেটি করা সম্ভব বলেও অনেকে মনে করেন না। এ জন্য প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে শাণিত করতে হবে, পরিভাষা, অভিধানসহ সম্ভাব্য সব উপকরণ সহজলভ্য করার মাধ্যমে ভাষাচর্চার পরিবেশ তৈরি করতে হবে এবং বিজাতীয় মন-মানসিকতা থেকে বিনা প্রয়োজনে বিদেশি ভাষা ব্যবহারের অপচেষ্টাকে নিরুৎসাহ করতে হবে।

আমাদের মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে পৃথিবীর ভাষা সংরক্ষণের মতো বিশাল কাজ আমরা করতে পারব না। তবে আন্তর্জাতিক পন্ডিতদের সহায়তায় গবেষণা করে প্রস্তাব করতে পারি বিভিন্ন দেশ কী পদক্ষেপ নিতে পারে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্রজাতিসত্তার মাতৃভাষা সংরক্ষণের পদক্ষেপ নেওয়া আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। সরকার এর মধ্যে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে; কিন্তু সে প্রচেষ্টা আরো জোরদার করা প্রয়োজন। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা আরো বেশি জরুরি। বাংলাদেশের এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের গর্ব। একই সঙ্গে মাতৃভাষার চর্চাটা খুবই দরকার। সবাই মিলে বাংলা ভাষার চর্চা করব, তাতে আমাদের আত্মসম্মান বাড়বে, আমরা পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসব, একে অপরকে বুঝব, আমাদের শিক্ষাদীক্ষা একই রকম হবে। বৃদ্ধি পাবে সামাজিকতা তথা মনুষ্যত্ব।

পৃথিবীতে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার জন্য আত্মাহুতি দেওয়ার বিরল দৃষ্টান্তের অধিকারী আমরা। এ জন্য জাতি হিসেবে আমরা গর্বিত। বাংলা ও বাঙালীর ভাষিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে এগিয়ে নেওয়ার সার্বক্ষণিক চেষ্টাই করতে হবে আমাদের। আর তার মাধ্যমেই ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা সম্ভব হবে।

ভূমিকম্প সম্পর্কে যে বিষয়টি জেনে রাখা জরুরি

॥ মিফতাহুর রহমান ॥

যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপের তথ্যমতে, গত ৬ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় সময় ভোর ০৪:১৭টায় তুরস্কের গাজিয়ানতেপ শহরের নিকটবর্তী প্রায় ১৭.৯ কিলোমিটার গভীরে রিখটার স্কেলে ৭.৮ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্প এবং সেই সঙ্গে ১০০টি আফটার শক রেকর্ড করা হয়েছে। প্রথম ভূকম্পনের পর ১২ ঘণ্টার মধ্যে আরেকটি ভূমিকম্প তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আঘাত হানে। রিখটার স্কেলে ৭.৫ মাত্রার দ্বিতীয় ভূকম্পনটির উৎপত্তিস্থল ছিল এলবিস্তান জেলার কাহরামানমারাস প্রদেশে। ভূমিকম্পের সঙ্গে তুষারপাত ও বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট মহাবৈরী আবহাওয়ায় মৃতের সংখ্যা এ পর্যন্ত ৪১ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

এখানে বলা বাহুল্য যে, রিখটার স্কেল হলো একটি ১০ ভিত্তিক লগারিদমিক পরিমাপ। এ পরিমাপে ৬ মাত্রার ভূমিকম্পের চেয়ে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প ১০ গুণ শক্তিশালী। তেমনিভাবে ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের চেয়ে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প ১০ গুণ শক্তিশালী। সিসমোলজিষ্টদের মতে, রিখটার স্কেলে ৭.৮ মাত্রার ভূকম্পনটি তুরস্কের এযাবৎকালের সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প।

ইউএস ভূতাত্ত্বিক জরিপের ম্যাপ থেকে প্রতীয়মান, এ ভূমিকম্পটি তুরস্ক-সিরিয়ার সীমান্তবর্তী তুরস্কের গাজিয়ানতেপ, কাহরামানমারাস, হাতে, ওসমানিয়া, আদিয়ামান, মালাতিয়া, সানলিউরফা, দিয়ারবাকির ও কিলিস এবং সিরিয়ার আলেপ্পো, হামা ও লাকাতিয়া শহরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিসাধন করেছে। সিরিয়া সীমান্তবর্তী শহর গাজিয়ানতেপ ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল, যা তুরস্কের অন্যতম শিল্প এলাকা।

শক্তিশালী এ ভূমিকম্প লেবানন, সাইপ্রাস ও মিসরের কায়রোতেও অনুভূত হয়। প্রায় ২০ লাখ জনবসতিপূর্ণ গাজিয়ানতেপ শহরে অনেক সিরীয় নাগরিক বসবাস করে, যারা ২০১১ সালে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের উদ্বাস্তু। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের ভূকম্পনবীদ স্টিফেন হিকসের তথ্য অনুসারে, ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় ৩০ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

প্রচন্ড ঠান্ডা ও তুষারপাতের মধ্যেই উদ্ধারকাজে ৬৫টি দেশের মোট ৩০০০ স্বেচ্ছাসেবী দল তুরস্ক ও সিরিয়ায় ত্রাণকার্য অব্যাহত রেখেছে। এ ছাড়া তুরস্ক ও উত্তর সিরিয়ার প্রায় ৮০ হাজার উদ্ধারকর্মী হাজার হাজার ধসে যাওয়া ঘরবাড়ি, স্কুল ও হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ ও আহতদের উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যে তুরস্কের ওসমানিয়া শহর, যা ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের কাছে অবস্থিত; সেখানে রাতে বিদ্যুৎ সরবরাহও বিঘ্ন ঘটেছে বলে বিবিসির মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক এক সাংবাদিক জানিয়েছেন। ভূমিকম্পের পর উদ্ধারকাজে সরকারের ভূমিকা নিয়ে জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হলেও ধ্বংসস্তূপে আটকাপড়াদের উদ্ধার চালিয়ে যাচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা।

ইতোমধ্যে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান ক্ষতিগ্রস্ত শহর কাহরামানমারাস পরিদর্শন করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন, এ ধরনের বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আগে থেকে প্রস্তুত থাকা অসম্ভব।

এখানে একটি বিষয় স্বভাবতই আমাদের মনে আসে যে, বাংলাদেশ ভূমিকম্পে কতটুকু ঝুঁকিপূর্ণ? আমরা কি এ ব্যাপারে কোনো দূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি? আর্থ অবজারভেটরি সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের অবস্থান ইন্ডিয়ান, ইউরেশিয়ান ও বার্মার টেকটনিক প্লেটের সংযোগস্থলে।

আমরা জানি, টেকটনিক প্লেটের একটি থেকে অন্যটির হঠাৎ পিছলে পড়ার বিশাল মুক্ত শক্তিই ভূকম্পন হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। ঘন জনবসতিপূর্ণ দুর্বল অবকাঠামো দিয়ে তৈরি বাংলাদেশের শহরগুলো ভূমিকম্পে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বিল্ডিং কোডের নানারকম ব্যতিক্রম ঘটিয়ে প্রয়োজনীয় মাটি পরীক্ষা ও সঠিক ভিত্তি স্থাপন না করে বহুতলবিশিষ্ট বিল্ডিং একটির পাশে আরেকটি নির্মাণ বাংলাদেশের প্রতিটি শহরকে ভূমিকম্পকালীন জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় সম্পূর্ণ অনুপযোগী করেছে বলে আমার অভিমত।

জরুরি অবস্থায় বহুতল ভবন থেকে লোকজন বের হয়ে আসার প্রয়োজনীয় সিড়ি না থাকায় সব বিল্ডিংই ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া জরুরি অবস্থায় পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি চলাচলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থার অভাবে ভূমিকম্পকালীন আহত ও মৃতের উদ্ধার কাজ কোনোভাবেই সম্ভবপর হবে না।

বিল্ডিং ও ফ্লাইওভারসহ সবরকম অবকাঠামোতে এক বা একাধিক তরঙ্গমালা তৈরি হতে পারে। ভূমিকম্পের সময় এ তরঙ্গমালার কোনো একটি যদি ভূমিকম্পের তরঙ্গমালার সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে এর ফলস্বরূপ তা রেসোনেন্স (অনুরণন) হয়ে বিশাল শক্তির তরঙ্গমালা তৈরি করে যে কোনো অবকাঠামো ভেঙে ফেলতে সক্ষম। এ কারণে উড়োজাহাজের ডিজাইনের ক্ষেত্রেও এটা দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, এর পাখার তরঙ্গমালার কোনো একটির সঙ্গেও যেন ইঞ্জিনের কোনো তরঙ্গমালার মিল না থাকে।

থাকলে সম্পূর্ণ উড়োজাহাজ ভেঙে পড়বে। ১৯৮৫ সালে সংঘটিত ৮.১ মাত্রার ভূমিকম্পে মেক্সিকো সিটির বিল্ডিংগুলো ভেঙে যাওয়ার মূল কারণ রেসোনেন্স হওয়া। প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূর থেকে আঘাত হানা সিসমিক তরঙ্গ মেক্সিকো সিটির তেমন ক্ষতি করতে পারত না, কিন্তু পুরোনো আমলে তৈরি মেক্সিকো সিটি লেইক বেডের উপর হওয়ায় রেসোনেন্স ত্বরান্বিত হয় এবং এর ফলে প্রায় সব ভবন ভেঙে পড়ে বিপুল ক্ষতিসাধন করে।

এক্ষেত্রে ১৯৮৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে সংঘটিত ভূমিকম্পের পর্যালোচনা ও অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া দরকার। সানফ্রান্সিসকোর এ ভূমিকম্প লোমা প্রিয়েটা ভূমিকম্প নামে পরিচিত। এতে ৬৩ জনের প্রাণহানি হয়, ৩৮০০ লোক আহত হয় এবং আনুমানিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ সম্পদের ক্ষতি হয়।

ভূমিকম্প শুরু হয় স্থানীয় সময় বিকাল ৫টায়, যা সান আন্দ্রিয়াস ফল্টের টেকটনিক প্লেটের পিছলে যাওয়ার ফলে সংঘটিত হয়। এ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল 'ফরেস্ট অব নিসেনে মার্কস স্ট্রেইট পার্ক', যা সান্তাক্রুজ পর্বতমালার লোমা প্রিয়েটা শৃঙ্গে অবস্থিত। ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৬.৯ এবং স্থায়িত্ব ছিল ১৫ সেকেন্ড। সানফ্রান্সিসকোর মারিয়ানা ডিস্ট্রিক্ট সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ এর বিল্ডিং, মহাসড়ক ও ফ্লাইওভারগুলো তৈরি হয়েছে কাদামাটি দিয়ে খাদ ভরাট করে। এ ছাড়াও সান্তাক্রুজের অনেক ইট-বালুর বিল্ডিং ৫০ থেকে ১০০ বছরের পুরোনো হওয়ায় তা সম্পূর্ণ ভেঙে যায়।

১৯৮৯ সালে সানফ্রান্সিসকো-ওকল্যান্ডে সংঘটিত ভূমিকম্পে ফ্রিওয়ের উপরের তলা নিচতলার ওপর ভেঙে পড়ে অনেকে হতাহত হয়। এর প্রধান কারণ হলো এ ফ্রিওয়ের অংশটুকু মাডফিলের উপর তৈরি হয়েছিল। ফ্রিওয়ের এ অংশটুকুতে প্রয়োজনীয় রিইনফোর্সমেন্ট করার কারিগরি ভুলের খেসারত দিতে হয় অকারণ প্রাণহানির মধ্য দিয়ে।

সানফ্রান্সিসকোতে সংঘটিত এ ভূমিকম্প থেকে শিক্ষা নিলে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারব যে, ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি-যদি আমরা আমাদের ভবনগুলো মাডফিলের উপর কোনো ধরনের রিইনফোর্সমেন্ট ছাড়া শুধু ইট-বালুতে তৈরি করি। এ হিসাবে ধারণা করা যায়, ৬-৭ মাত্রার ভূমিকম্পে আমাদের রাজধানীর পুরান ঢাকার সব পুরোনো ভবনসহ দেশের অন্যান্য জায়গায় এ ধরনের স্থাপনাগুলো সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে এবং অগণিত প্রাণহানি, আহত ও সম্পদের ক্ষতিসাধন হবে।

আমাদের দেশে এ ব্যাপারে কোনো রকম সচেতনতা সৃষ্টির সঠিক প্রক্রিয়া ও পদক্ষেপ সরকারি বা বেসরকারিভাবে নেওয়া হচ্ছে কিনা আমার জানা নেই। লক্ষণীয়, এ ভূমিকম্পে বেশিরভাগ মানুষের মৃত্যু হয়েছে ধসে পড়া বিল্ডিংয়ে চাপা পড়ে। এ ধরনের বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের আওতার মধ্যে বিল্ডিং, মহাসড়ক ও ফ্লাইওভার নির্মাণে যথাযথ আগাম ব্যবস্থা গ্রহণে অত্যন্ত কঠোর ও সর্বাধুনিক নিয়ম-পদ্ধতি কার্যকর করতে হবে।

ঘনবসতিপূর্ণ এ দেশে তিনতলা বিল্ডিংয়ের বেশি বহুতল ভবন গড়ার প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থ যে কোনো আবেদন নাকচ করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। এ ছাড়া সরকারি উদ্যোগে জরুরি ভিত্তিতে সারা দেশের সব ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং, ব্রিজ ও বিভিন্ন অবকাঠামোর দ্রুত জরিপ করে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এ ছাড়া ভূমিকম্প সহনশীল পরীক্ষিত ও কার্যকর আধুনিক কারিগরি ব্যবস্থা ছাড়া কোনো বিল্ডিং, ফ্লাইওভার ও অন্যান্য অবকাঠামো তৈরি করার কঠোর নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের পরবর্তী ক্ষতি পূরণের আর্থিক ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা এককভাবে বিশ্বের খুব কম দেশেরই আছে। তবে আগাম ব্যবস্থাসংক্রান্ত নীতিমালায় আমরা কঠোর অবস্থান গ্রহণ করলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের পরবর্তী ক্ষতিপূরণ অনেকাংশেই কম হবে বলে আমার ধারণা।

লেখক: শিক্ষাবিদ, গবেষক, বিজ্ঞান ও কারিগরি পরামর্শদাতা

আমাদের দেশে এ ব্যাপারে কোনো রকম সচেতনতা সৃষ্টির সঠিক প্রক্রিয়া ও পদক্ষেপ সরকারি বা বেসরকারিভাবে নেওয়া হচ্ছে কিনা আমার জানা নেই। লক্ষণীয়, এ ভূমিকম্পে বেশিরভাগ মানুষের মৃত্যু হয়েছে ধসে পড়া বিল্ডিংয়ে চাপা পড়ে।

নামাজের সময়-সূচী

ফেব্রুয়ারি	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
ফজর	৫.২৭	৫.২৬	৫.২৪	৫.২৩	৫.২২	৫.২০	৫.১৯
সূর্যোদয়	৬.৪৩	৬.৪১	৬.৪০	৬.৩৯	৬.৩৭	৬.৩৬	৬.৩৪
জোহর	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৯
আসর	৩.৫৪	৩.৫৫	৩.৫৭	৩.৫৮	৩.৫৯	৪.০০	৪.০১
মাগরিব	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪৩	৫.৪৪
এশা	৬.৫৩	৬.৫৪	৬.৫৫	৬.৫৬	৬.৫৭	৬.৫৮	৬.৫৯

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

অঙ্গদান একটি মানবিক উপহার

॥ ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ ॥

স্ট্রোক, মস্তিষ্কে আঘাত, মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার বা অন্য কোনো কারণে যদি আমাদের ব্রেন স্টেমের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়, তখন একে বলা হবে ব্রেন ডেথ। ব্রেন স্টেম হলো মস্তিষ্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য। মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর (হৃদ্যন্ত্র, ফুসফুস ও অন্যান্য) নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র হলো ব্রেন স্টেম। ব্রেন স্টেম অকার্যকর হয়ে গেলেও আমাদের হৃদ্যন্ত্রের মাংসপেশির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে লাইফ সাপোর্ট যন্ত্রের সাহায্যে আরও কিছুদিন সেই মানুষটিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়।

যদিও তার বাকি অঙ্গগুলো অকার্যকর হয়ে যায় অল্প সময়ের মধ্যেই। একমাত্র নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আই-সিইউ) বিশেষ মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটর (লাইফ সাপোর্ট) যন্ত্রের মাধ্যমে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করা হয় এবং অন্য অঙ্গগুলো সচল রাখার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, ব্রেন ডেথ নিশ্চিত হয়ে গেলে সেই মানুষটি আর ফিরে আসবে না।

ক্যাডাভেরিক হলো যাদের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মস্তিষ্ক অচল হয়ে যায় এবং যাদের বাঁচার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় তাদের ক্যাডাভেরিক হিসাবে উল্লেখ করা হয়। যদি তারা ক্যানসার, হেপাটাইটিস, এইচআইভি বা অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত না হন, তাহলে তারা ক্যাডাভেরিক হিসাবে অঙ্গদান করতে পারেন।

মরণোত্তর অঙ্গদান আর ক্যাডাভেরিক অঙ্গদান এক বিষয় নয়। মানুষ মারা যাওয়ার পর শুধু তার কর্নিয়া (যা ৬ ঘণ্টার মধ্যে সংগ্রহ করতে হয়) প্রতিস্থাপন করার মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আইসিইউতে ব্রেন ডেথ রোগীর হার্ট ও অন্যান্য অঙ্গ সচল থাকে। ব্রেন ডেথ রোগীর ব্রেন ছাড়া সব সচল থাকে। এমন রোগী থেকে আটটি অঙ্গ নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্য মানুষের দেহে প্রতিস্থাপন করা যায়। আর ব্রেন ডেথ রোগী শুধু আইসিইউতেই পাওয়া যায়।

কোনো ব্যক্তি 'ব্রেন ডেথ' ঘোষিত হওয়ার পর কিডনি, হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয় ও খাদ্যনালির মতো অঙ্গগুলো দান করলে অন্য ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করা যায়। তবে হৃৎপিন্ড থেমে গেলেও কর্নিয়া, অস্থি, অস্থিমজ্জা ও চর্ম প্রতিস্থাপন করা যায়। এগুলোকে ক্যাডাভেরিক প্রতিস্থাপন বলা হয়।

একজন ব্রেন ডেথ মানুষের দেওয়া অঙ্গগুলোর মাধ্যমে মোট আটজন মানুষের জীবন রক্ষা করা সম্ভব। দুটি কিডনি, দুটি ফুসফুস, একটি হৃদ্যন্ত্র, একটি অগ্ন্যাশয়, পূর্ণাঙ্গ অন্ত্রনালি ও যকৃৎ। উন্নত দেশগুলোয় অনেক আগে থেকেই ব্রেন ডেথ রোগীর শরীর থেকে অঙ্গগুলো সংগ্রহ করে অন্যের জীবন রক্ষা করার কাজ প্রচলিত আছে।

মৃত্যু এক অবধারিত সত্য। তবে মানুষের ক্ষেত্রে এ মৃত্যুর ধরনে রয়েছে নানা মত। ঐতিহাসিকভাবে একজন মানুষকে তখনই শুধু মৃত বলা হতো, যখন তার হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। তবে ৫০-৬০ বছর ধরে মৃত্যুর আরেকটি রূপ চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেটি হলো ব্রেন ডেথ বা ব্রেন স্টেম ডেথ। এ ধারণাটি ব্যবহৃত হয় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশে।

আবার যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের মৃত্যুকে বলা হয় 'হোল ব্রেন ডেথ'। ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আইনের মাধ্যমে দুই ধরনের মৃত্যুকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। একটি হলো 'সারকুলেটরি ডেথ' (হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়াবন্ধজনিত মৃত্যু); অন্যটি 'হোল ব্রেন ডেথ' (মস্তিষ্কের পুরো কর্মকান্ড বন্ধ, কিন্তু হৃদ্যন্ত্র সচল থাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত)। সারকুলেটরি ডেথ ইংল্যান্ডেও প্রচলিত। তবে হোল ব্রেন ডেথ ইংল্যান্ডে ব্রেন ডেথ বা ব্রেন স্টেম ডেথ নামে সংজ্ঞায়িত।

আমাদের দেশের আইসিইউতেও অনেক সময় ব্রেন ডেথ রোগী ভর্তি হয়ে থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাদের সময়মতো ব্রেন ডেথ ঘোষণা করা যায় না। এর একটি কারণ হলো এ ধরনের মৃত্যুর ব্যাপারে মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব। তারা এ রোগীকে মৃত বলে মেনে নিতে চান না। কারণ, তখনও রোগীর হৃদ্যন্ত্র সচল থাকে। আবার কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসকরাও অনাহূত বিপদের আশঙ্কায় ব্রেন ডেথ ঘোষণা এড়িয়ে যেতে চান। অনেক হাসপাতালে হয়তো ব্রেন ডেথ ঘোষণাদানকারী কমিটি থাকে না। একজন সারাহ ইসলামের মাধ্যমে আলোকিত হয়ে উঠেছে ব্রেন ডেথের ধারণা। সারাহ ইসলাম ২০ বছরের এক তরুণী। তার মা শবনম সুলতানা একজন শিক্ষক। জন্মের মাত্র ১০ মাস পরেই ধরা পড়ে সারাহ ইসলাম টিউবেরাস স্ক্লেরোসিস রোগে আক্রান্ত। মৃত্যুর আশঙ্কা অনেক বেশি, বেঁচে থাকার সম্ভাবনা প্রায় নেই। তখন থেকে সারাহ ও তার পরিবারের যুদ্ধ শুরু হয় এ রোগটির বিরুদ্ধে। দীর্ঘ প্রায় ১৯ বছর সারাহ এ রোগটির সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। সারাহ ইসলাম মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। জটিল এ রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করেও তিনি সাফল্যের সঙ্গে এসএসসি ও এইচএসসি পাশ করে চারুকলায় স্নাতকে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি সুদক্ষ চিত্রশিল্পী ছিলেন। মানবতাবাদী ছিলেন। তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন। তাই তার মা শবনম সুলতানা তার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে এ অঙ্গদানে সম্মতি দিয়েছেন। সম্মতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করা হয় সঠিক অঙ্গগ্রহীতার খোঁজ।

প্রায় ২৪ ঘণ্টা ধরে ছয়জন সম্ভাব্য রোগীকে পরীক্ষা করে সেখান থেকে দুজনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। গত ১৮ জানুয়ারি রাত সাড়ে ১০টা থেকে জটিল এ অস্ত্রোপচার শুরু হয় এবং শেষ হয় পরদিন ভোর প্রায় ৫টার দিকে। আইন অনুযায়ী গঠিত প্রতিটি টিম এখানে সুদক্ষভাবে কাজ করেছে। প্রতিস্থাপন দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন ইউরোলজিস্ট ও ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন অধ্যাপক হাবিবুর রহমান। ইউরোলজিস্ট, নেফ্রোলজিস্ট, আইসিইউ বিশেষজ্ঞ, কিডনি ফাউন্ডেশন, সন্ধানী জাতীয় চক্ষুদান কমিটির সবাই সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে এ কাজে যুক্ত ছিলেন।

অন্তত তিনবার মৃত ব্যক্তির কিডনি পাওয়ার আগমুহূর্তে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের অনীহায় প্রতিস্থাপন করা যায়নি। মরণোত্তর দানের কিডনি প্রতিস্থাপনে নেতৃত্ব দিচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। এজন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতাল, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিইউর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় চুক্তি করেছে। সেখানে 'ব্রেন ডেথ' ঘোষিত আইসিইউর রোগীদের পরিবার সম্মতি দিলে কিডনি নেওয়া হবে। ছয় মাস ধরে বেশ কয়েকবার এমন কিডনি পাওয়ার ব্যবস্থা হলেও তা সংগ্রহ করা যায়নি। এক রোগী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইসিইউতে। ওই রোগীর পরিবার কিডনি দান করতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু আইসিইউ থেকে ওই রোগীর টিউব খুলে ফেলা হয়। এ কারণে আইসিইউ ব্যবস্থাপনায় থাকা ব্যক্তিদের ভুলে শেষ মুহূর্তে কিডনি সংগ্রহ করা যায়নি। একই ঘটনা ঘটে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরেক রোগীর ক্ষেত্রে। আগে নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতালে এক রোগী 'ব্রেন ডেথ' ঘোষিত হলে পরিবার কিডনি দিতে সম্মত হয়।

আমি উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে মৃত ব্যক্তির দান করা কিডনি প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নিই। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন লজিস্টিক সহায়তাসহ প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রিফ কাউন্সিলর (শোকার্ত মানুষকে মানসিক সহায়তাদানকারী) গঠন, অন্য হাসপাতালের সঙ্গে চুক্তি প্রভৃতি কাজ শুরু করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ প্রস্তুতির পর গত বছরের ডিসেম্বরে প্রথমবারের মতো মরণোত্তর দান করা কিডনি প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেই। জরুরি ভিত্তিতে কিডনি প্রয়োজন এমন ৫০ রোগীর তালিকা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।

এর মধ্যে অন্তত তিনবার মৃত ব্যক্তির কিডনি পাওয়ার আগমুহূর্তে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের অনীহায় প্রতিস্থাপন করা যায়নি। মরণোত্তর দানের কিডনি প্রতিস্থাপনে নেতৃত্ব দিচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। এজন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতাল, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিইউর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় চুক্তি করেছে। সেখানে 'ব্রেন ডেথ' ঘোষিত আইসিইউর রোগীদের পরিবার সম্মতি দিলে কিডনি নেওয়া হবে। ছয় মাস ধরে বেশ কয়েকবার এমন কিডনি পাওয়ার ব্যবস্থা হলেও তা সংগ্রহ করা যায়নি। এক রোগী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইসিইউতে। ওই রোগীর পরিবার কিডনি দান করতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু আইসিইউ থেকে ওই রোগীর টিউব খুলে ফেলা হয়। এ কারণে আইসিইউ ব্যবস্থাপনায় থাকা ব্যক্তিদের ভুলে শেষ মুহূর্তে কিডনি সংগ্রহ করা যায়নি। একই ঘটনা ঘটে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরেক রোগীর ক্ষেত্রে। আগে নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতালে এক রোগী 'ব্রেন ডেথ' ঘোষিত হলে পরিবার কিডনি দিতে সম্মত হয়। তবে ভোরবেলা রোগীর মৃত্যু হলে পরিবারটি মরদেহ নিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে যায়। হাসপাতাল থেকেও দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সারাহ ইসলামই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ব্রেন ডেথ থেকে মৃত্যুর আগে নিজের অঙ্গদান করে চারজন মানুষের জীবনে আশা জাগিয়ে গেলেন। সারাহ ইসলামের দিয়ে যাওয়া উপহার সবচেয়ে দামি উপহার। জীবনদায়ী উপহার। একজন মানুষ কতটা মহান হলে এ কাজ করতে পারেন! সারাহ দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে মৃত্যুকে পরাজিত করা যায়। মৃত্যুর পরও সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকা যায়। মৃত্যুর পরও কীভাবে অন্য মানুষের উপকার করা যায়। আমার কাছে সারাহ ইসলাম হলো মানবতার প্রকৃত ফেরিওয়ালা। নশ্বর দেহের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অপর এক প্রাণের নাম হলো সারাহ ইসলাম। বাংলাদেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে এ নাম চিরদিন খোদাই হয়ে থাকবে। মানবতার জগতে তিনি আমাদের কাছে এক অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবেন।

লেখক: উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়



ক্ষুধা সূচকে অবনমন কেন

॥ আবদুল লতিফ মন্ডল ॥

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (জিএইচআই)-২০২২', যা আমাদের কাছে বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক নামেও পরিচিত। বিশ্বের ১২১টি দেশের তথ্য এতে স্থান পেয়েছে। রিপোর্টের উপক্রমিকায় বলা হয়েছে, ÔThis year's Global Hunger Index (GHI) brings us face to face with a grim reality. The toxic cocktail of conflict, climate change, and the COVID-19 pandemic had already left millions exposed to food price shocks and uvlnerable to further crises. Now the war in Ukraine-with its knock-on effects on global supplies of and prices for food, fertilizer, and fuel is turning a crisis into a catastrophe. The 2022 global GHI score shows that progress in tackling hunger has largely halted.'

সংক্ষেপে এর অর্থ দাঁড়ায়, এ বিশ্ব ক্ষুধা সূচক আমাদের একটি নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি করেছে। বিভিন্ন ধরনের সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন এবং কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ইতোমধ্যেই লাখ লাখ মানুষকে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে সংকটে পড়তে হয়েছে। এখন ইউক্রেন যুদ্ধ, বৈশ্বিক খাদ্য সরবরাহ এবং খাদ্য, সার ও জ্বালানি মূল্যের ওপর এর বিরূপ প্রভাব সংকটকে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব ক্ষুধা সূচক-২০২২ থেকে প্রতীয়মান হয় যে বিশ্বে ক্ষুধা মোকাবিলায় অগ্রগতি অনেকাংশে থেমে গেছে।

বিশ্ব ক্ষুধা সূচক-২০২২ অনুযায়ী বিশ্বের ১২১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৪তম। গত বছর এ অবস্থান ছিল ৭৬তম। অর্থাৎ গতবারের তুলনায় বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক-২০২২-এ বাংলাদেশ ৮ ধাপ পিছিয়েছে। বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা পরিস্থিতি নিয়ে বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক-২০২২-এ উঠে আসা তথ্য ও ফাইন্ডিংস এবং এ সূচকে কেন বাংলাদেশের অবনতি হলো, তা পর্যালোচনা করাই এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক নির্ধারণে চারটি মাপকাঠি ব্যবহার করা হয়। এগুলো হলো-এক. অপুষ্টির হার, দুই. পাঁচ বছরের কম বয়সিদের মধ্যে উচ্চতার তুলনায় কম ওজনের শিশুর হার, তিন. পাঁচ বছরের কম বয়সিদের মধ্যে কম উচ্চতার শিশুর হার, এবং চার. পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুমৃত্যুর হার। ১০০ পয়েন্টের ভিত্তিতে প্রতিটি দেশের স্কোর নির্ধারণ করা হয়। ক্ষুধার তীব্রতা নির্ধারণে পাঁচটি লেভেল বা স্তর রয়েছে। স্তরগুলো হচ্ছে-নিম্ন (low), মাঝারি (moderate), গুরুতর (serious), ভয়ংকর এবং অতি ভয়ংকর (extremely alarming)। ৯.৯ বা এর নিচের স্কোর অর্থ ক্ষুধার তীব্রতা নিম্নপর্যায়ে। আর ১০-১৯.৯, ২০-৩৪.৯, ৩৫-৪৯.৯, ৫০ বা এর বেশি স্কোর বলতে যথাক্রমে মাঝারি, গুরুতর, ভয়ংকর ও অতি ভয়ংকর ক্ষুধার তীব্রতাকে বোঝায়। সূচকে সবচেয়ে ভালো স্কোর হলো শূন্য। স্কোর বাড়ার অর্থ হলো, সেই দেশের ক্ষুধা পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। আর স্কোর কমে যাওয়ার অর্থ হলো, সেই দেশের খাদ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

এবারের সূচকে ৫-এর নিচে স্কোর পেয়ে সবচেয়ে ভালো অর্থাৎ শীর্ষ অবস্থানে থাকা ১৭ দেশ হলো-বেলারুশ, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, চিলি, চীন, ক্রোয়েশিয়া, এস্তোনিয়া, হাঙ্গেরি, কুয়েত, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, মন্টিনিগ্রো, নর্থ মেসিডোনিয়া, রোমানিয়া, সার্বিয়া, স্লোভাকিয়া, তুরস্ক ও উরুগুয়ে। আর সূচকের তালিকায় সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে অর্থাৎ সবচেয়ে নিচে থাকা ৫টি দেশ হচ্ছে-ইয়েমেন, সেন্ট্রাল আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, মাদাগাস্কার, গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো ও চাদ।

দেশে বর্তমানে ক্ষুধার তীব্রতা গুরুতর বা ভয়ংকর স্তরে রয়েছে। জিএইচআই-২০১৪-এর তুলনায় ২০টি দেশে মাঝারি, গুরুতর বা ভয়ংকর স্তরে স্কোর বেড়ে গেছে। ঙ. দেশে দেশে ক্ষুধা ও অপুষ্টি মাত্রায় পার্থক্য বিরাজমান।

এদিকে পাঁচটি আন্তর্জাতিক সংস্থা-জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ), বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) প্রধানরা গত বছরের শেষদিকে এক যৌথ সতর্ক বার্তায় বলেছিল, ইউক্রেন যুদ্ধ, বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা, খাদ্যের উৎপাদন হ্রাস, পরিবহণব্যবস্থায় বিঘ্নসহ নানা কারণে আগামী দিনে বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট আরও তীব্র হবে। এর প্রভাবে বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তাহীন মানুষের সংখ্যা আরও বাড়তে থাকবে। এতে মানুষের মধ্যে পুষ্টির সংকট আরও প্রকট হবে, যা বিশ্বের একটি অংশকে মহামারির দিকে নিয়ে যাবে। এমন সম্ভাব্য দুর্যোগময় পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে তারা চার দফা সুপারিশ করেছে। এগুলো হলো-উৎপাদন ও বাণিজ্য বাড়াতে সহায়তা করা, স্বচ্ছতার উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং যৌথ পরিকল্পনা নিশ্চিত করা এবং খাদ্যব্যবস্থার রূপান্তরে বিনিয়োগ বাড়ানো। এর আগে গত জুলাইয়ের শেষদিকে ডব্লিউএফপি জানিয়েছিল, করোনা মহামারি, সংঘর্ষ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০১৯ সালের পর বিশ্বজুড়ে তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি বেড়ে সাড়ে ৩৪ কোটি ছাড়িয়েছে। সংস্থাটি বলেছে, করোনা মহামারি শুরুর আগে তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা মানুষের সংখ্যা ছিল সাড়ে ১৩ কোটি। এরপর এ সংখ্যা বেড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও সংঘর্ষের ফলে এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা রয়েছে। পরিবেশগত সমস্যার প্রভাবে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা খাদ্য ঘাটতি আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, যা বিশ্বব্যাপী পুষ্টিহীনতা সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের (ইফাদ) আর্থিক সহায়তায় এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) যৌথ উদ্যোগে তৈরি ও প্রকাশিত বাংলাদেশ আন্ডারনিউট্রিশন ম্যাপ বা অপুষ্টি মানচিত্র ২০১৪-এর ফাইন্ডিংসের মধ্যে রয়েছে-ক. গত দুই দশকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় উন্নতিসাধন হলেও, দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে কমে এলেও, প্রধান খাদ্য চালে স্বনির্ভরতা অর্জনে প্রায় সক্ষম হলেও, জন্মহার ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পেলেও এবং শিক্ষার হার বেড়ে গেলেও পুষ্টির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে বাংলাদেশ।

এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আসা যাক। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্ব ক্ষুধা সূচক-২০২২-এ বিশ্বের ১২১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৪তম, যা গত বছর ছিল ৭৬তম। অর্থাৎ গতবারের তুলনায় বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক-২০২২-এ বাংলাদেশ ৮ ধাপ পিছিয়েছে। সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের উপরে আছে শ্রীলংকা ও নেপাল। বাংলাদেশের নিচে রয়েছে পাকিস্তান, ভারত ও আফগানিস্তান। বাংলাদেশ শেষোক্ত ৩টি দেশের উপরে থাকলেও আমাদের আত্মপ্রসাদ লাভের সুযোগ নেই।

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের (ইফাদ) আর্থিক সহায়তায় এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) যৌথ উদ্যোগে তৈরি ও প্রকাশিত বাংলাদেশ আন্ডারনিউট্রিশন ম্যাপ বা অপুষ্টি মানচিত্র ২০১৪-এর ফাইন্ডিংসের মধ্যে রয়েছে-ক. গত দুই দশকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় উন্নতিসাধন হলেও, দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে কমে এলেও, প্রধান খাদ্য চালে স্বনির্ভরতা অর্জনে প্রায় সক্ষম হলেও, জন্মহার ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পেলেও এবং শিক্ষার হার বেড়ে গেলেও পুষ্টির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে বাংলাদেশ। মূলত ক্রয়ক্ষমতার অভাবে নিম্নমধ্যবিত্ত, দরিদ্র ও হতদরিদ্ররা প্রয়োজনীয় আমিষজাতীয় খাবার খাদ্য সংগ্রহ করতে পারছে না। ফলে তাদের পরিবারে, বিশেষ করে শিশু ও নারীদের মধ্যে অপুষ্টির হার বাড়ছে। 'দ্য স্টেট অব ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ইন দি ওয়ার্ল্ড-২০১৯' অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি ছয়জনের একজন অপুষ্টিতে ভুগছে। করোনা মহামারির কারণে আয় হ্রাস, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি প্রভৃতি কারণে বর্তমানে নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের পক্ষেও আমিষজাতীয় খাবার সংগ্রহ কষ্টকর হয়ে পড়ায় অপুষ্টির হার ইতোমধ্যে আরও বেড়ে গেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩৯টিতে খর্বাকৃতি শিশুর এবং ৫৫টি জেলায় কম ওজনের শিশুর হার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশি।

গত বছরের তুলনায় বাংলাদেশ বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক-২০২২-এ অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর তালিকায় ৮ ধাপ পিছিয়ে গেলেও ১৯.৬ স্কোর করে ক্ষুধার তীব্রতায় মাঝারি স্তরেই রয়েছে। তবে এতে আমাদের আত্মপ্রসাদ লাভের সুযোগ নেই। আফ্রিকার বেশকিছু দেশসহ উন্নত বিশ্বের দেশগুলো আমাদের চেয়ে অনেক ভালো অবস্থানে রয়েছে। তাদের কাতারে শামিল হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

লেখক: সাবেক খাদ্য সচিব, কলাম লেখক

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা সমমানের ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অর্জনে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
চলে যেতে ফেলশনীয় মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্যারালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

বনের রাজা বাঘ মরেছে

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

রাজা হওয়ার শখ খুব ছোটকাল থেকেই আমাকে পেয়ে বসেছিল। নানী-দাদীদের মুখে রূপকথার রাজা-রানী-রাজপুত্রদের আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ইত্যাদি শোনার পর অন্য সব শিশুর মতো আমিও রাজা হতে চাইতাম। বড় একটি রাজ্য- হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া এবং রাজ অন্তঃপুরে ভুবনমোহিনী রানীর আদরযত্নের কথা স্মরণ করে যারপরনাই শিহরিত হতাম। পোলাও-কোর্মা-কালিয়া-কোপ্তা-জর্দা-ফিরনির পাশাপাশি অঢেল আপেল-কমলা আঙ্গুর বেদানার লোভও আমাকে রাজা হতে প্রলুব্ধ করত। রাজার গলায় মুক্তার মালা, মস্তকে হীরকখচিত মুকুট, পরনে রাজকীয় রেশমি বস্ত্র, কোমরে তলোয়ার, পিঠে তীর নিয়ে রাজা সিংহাসনের সামনে পায়চারি করছেন আর লোকজন জাঁহাপনা জাঁহাপনা করছে- এমন দৃশ্য নাটক সিনেমায় দেখার পর রাজা হওয়ার বাসনা তীব্রতর হলো এবং মানবিক সত্তার সহজাত প্রবৃত্তির কারণে নানামুখী চিন্তা-চেতনা, মন-মস্তিস্কে ঘুরপাক খেতে থাকল।

গল্পকারদের বয়ান অনুসারে জানলাম যে, রাজা হওয়ার জন্য অনেক পন্থা রয়েছে। প্রথমত, রাজার ঘরে জন্ম নেয়া অথবা রাজকন্যা বিয়ে করা। সাধারণ পরিবার থেকে রাজা হওয়ার জন্য দুটো উপায় রয়েছে। প্রথমটি হলো কপালে রাজটিকা থাকা এবং দ্বিতীয়টি হলো তলোয়ারের মাধ্যমে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়ে সিংহাসন দখল করা। আমি যেহেতু শৈশব থেকেই দুর্বল শরীরের অধিকারী ছিলাম এবং আমাশয় এবং খুঁজলিতে আক্রান্ত ছিলাম তাই যুদ্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। শত্রুর আক্রমণের মুখে আমাশয়ের যন্ত্রণা এবং খুঁজলির কারণে বিশেষ অঙ্গে চুলকানি নিয়ে তলোয়ার চালানো যে সম্ভব নয় তা আমি সেই শিশু বয়সেই বিলক্ষণ টের পেয়েছিলাম। সুতরাং যুদ্ধ ছাড়া রাজা হওয়ার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিগুলো খুঁজতে থাকলাম এবং চিন্তার জগতে নিম্নরূপ ব্যুৎপত্তি ঘটাতে লাগলাম।

আমি প্রথমেই খুঁজতে থাকলাম, আমার কপালে কোনো রাজটিকা রয়েছে কিনা। এটা করতে গিয়ে আমি বহুমুখী সমস্যায় পড়লাম। প্রথমত, রাজটিকা কেমন এবং কপালের কোন স্থানে এটি থাকে তা আমার জানা ছিল না। দ্বিতীয়ত, এটা কপালের চামড়ার উপরে থাকে নাকি নিচে থাকে তা নিয়েও আমার সন্দেহ ছিল। বিষয়টি নিয়ে আমি কারো সাথে আলোচনাও করতে পারছিলাম না। কারণ, শিশু হলেও আমার লজ্জাশরম ছিল খুব বেশি। দ্বিতীয়ত, প্রাণের ভয়ও ছিল মারাত্মক। কারণ গল্পের মাধ্যমে জেনেছিলাম যে, কারো কপালে যদি রাজটিকা থাকে আর সেই খবর যদি রাজার কানে যায় তবে টিকাধারী শিশুর কিল্লা ফতে হয়ে যায়। রাজার লোকজন এসে তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং শিরে-দ অথবা জীবন্ত কবর দিয়ে দেয়।

উল্লিখিত কারণে আমার মনের সুপ্ত বাসনা নিয়ে নড়াচড়া করাটা যে বিপজ্জনক তা আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারলাম। বিশেষ করে ১৯৭৩ সালে জাসদের ওপর সরকারের তান্ডব, বাকশালীদের দৌরাত্ম্য এবং রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারের খবর অজপাড়াগাঁয়ে এতটা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল যে, মানুষ একাকী পাটক্ষেতে গিয়ে প্রাকৃতিক কর্ম সারতেও ভয় পেত। ফলে বেশির ভাগ মানুষ রাতবিরেতে সদল বলে পাটক্ষেতে ঢুকত এবং নিরাপদ দূরত্বে কাশাকাশি করে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিতে দিতে কাজকর্ম সারত। সুতরাং সেই ভয়ের রাজ্যে নিজের কপালে রাজটিকা খোঁজা যে কতটা দুঃসাহসিক বিষয় ছিল তা এ যুগের শিশুরা কল্পনাও করতে পারবে না।



রাজটিকা ছাড়া রাজা হওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি নিয়ে ভাবতাম। অর্থাৎ রাজপুত্র হওয়া অথবা রাজকন্যা বিয়ে করা। এ ক্ষেত্রে সুবিধা ছিল ঝক্কিঝামেলা সব বাবা অথবা শ্বশুরের ওপর দিয়ে যাবে। আর আমি কেবল ঘোড়ায় চড়ে ফুটানি দেখাব, তীর ধনুক নিয়ে হরিণ শিকার করব এবং বিয়ের পর রাজকন্যাকে নিয়ে সুখ শান্তিতে বাস করব। কাজেই রাজপুত্র হওয়া এবং রাজকন্যার পতি হওয়ার জন্য দোয়া করা ছাড়া আমার এ ক্ষেত্রে করণীয় কিছু নেই বিধায় দোয়াদরুদের তালাশ শুরু করে দিলাম। কিন্তু এরই মধ্যে ঘটল এক বিপত্তি। এক রাতে রেডিওতে পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের বিখ্যাত মধুবালা নাটকটি সপরিবারে শ্রবণ করলাম। নায়ক মদন কুমারের অভিশপ্ত জীবন, মদন কুমার মধুবালার বিরহ এবং রাজকন্যা-রাজ-পুত্রদের নিয়ে জিন-পরীদের খেলাধুলা আমার মনে আতঙ্ক ধরিয়েছিলো। আমার কাকার নিকট মদন কুমারের করুণ পরিণতির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, বেশির ভাগ রাজা এত বেশি জুলুম-অত্যাচার-পাপাচার করে যে, তাদের ছেলে-মেয়েরা অভিশপ্ত উন্মাদ-ক্ষ্যাপাটে-পঙ্গু অথবা মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম নেয়।

কাকার কথা শোনার পর আমার মাথা থেকে রাজপুত্র হওয়ার বাসনা কিংবা রাজকন্যা বিয়ে করার কামনা চলে গেল। আমার মনে হলো ভিক্ষা করে খাবো কিন্তু কোনো অত্যাচারী রাজার অভিশপ্ত পাগল রাজপুত্র হবো না। অন্যদিকে, ঘুঁটে কুড়ানি পল্লীবালা বিয়ে করব কিন্তু কোনো হারামখোর বদমাস রাজার অভিশপ্ত রাজকন্যার স্বামী হবো না। আমার শিশুকালের সেই চিন্তা কিশোর বয়সে এসে আরো পরিপক্ব হলো। বিশেষ করে গ্রিক নাট্যকার সফোক্লিসের অমর নাটক ইডিপাস পড়ার পর আমার মনে রীতিমতো ভয় ঢুকে গেল। আমি কল্পনার রাজ্যের অলীক কর্মকান্ড বাদ দিয়ে বাস্তব চিন্তা, পরিশ্রমলব্ধ সফলতা এবং জ্ঞান অর্জনের দিকে মনোযোগ দিলাম। ফলে কিছু দিন পর অনুভব করলাম যে, কর্ম এমন একটি জিনিস যার ফলে সফলতা অথবা ব্যর্থতা মানুষের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং সফল হওয়ার জন্য কী ধরনের কর্ম আবশ্যক তা নিয়ে আমি নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করলাম।

রাজা হওয়ার বিষয়ে হঠাৎ করেই আমার শৈশবের স্মৃতি মনে পড়ল মূলত বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের চমক দেখার পর। বিষয়টি নিয়ে সারা দেশে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা চলছে এবং লোকজন ইতোমধ্যেই নয়া রাষ্ট্রপতির আদিঅন্ত, দক্ষিণ-পশ্চিম অথবা উত্তর-পূর্ব জেনে গেছেন। কাজেই এসব নিয়ে আমার মতো অধমের অযোগ্য আলোচনা অবান্তর ও বিরক্তিকর হতে পারে বিধায় আজকের শিরোনাম নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করা যাক। শৈশবে রাজা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কিংবা ছাত্রজীবনে ইতিহাসের মনোযোগী পাঠক হওয়ার কারণে কিনা জানি না, আমি কর্মজীবনে এখনো রাজা বাদশাহ হতে না পারলেও দেশ বিদেশের বহু রাজা-বাদশাহর সান্নিধ্য পেয়েছি। রাজনীতির রাজা, রাজপথের রাজা। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনোদনের রাজা ছাড়াও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সিংহাসনে আসীন রাজা বাদশাহ ও রাজপুত্রদের সান্নিধ্য পেয়েছি। বই পুস্তকে বহু সফল রাজার ইতিহাস পড়েছি এবং কুলাংগার রাজাদের নারকীয় তান্ডবের কাহিনী জেনেছি। রাজনীতির মতো একটি জটিল ও কুটিল বিষয়ে একজন রাজা কিভাবে সব সফলতার মূলমন্ত্র হতে পারেন তার উদাহরণ আমি দেখেছি হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা:, হজরত ওমর ইবনুল আব্দুল আজীজ, বাদশাহ হারুন আল রশিদ, সুলতান সুলেমান কিংবা বাংলার শাসক আলাউদ্দিন হুসেন শাহের জীবনীতে।

অন্য দিকে, একজন রাজা কিভাবে সব অকল্যাণের নিয়ামক হয়ে জমিতে খোদায়ী গজবের প্রতিভূরূপে পৃথিবীতে জাহান্নামের আগুনের ঝড় বইয়ে দিতে পারেন তার নিকৃষ্ট নমুনা দেখেছি রাশিয়ার জার আইভান দ্য টেরিবল, রোমান সম্রাট নিরো, ফরাসি সম্রাট ষোড়শ লুই, হিটলার, মুসোলিনি, ইয়াহিয়া, টিক্কার কর্মকান্ডের মাধ্যমে। নিকৃষ্ট রাজাদের নির্মম কর্মকান্ডে রাজ্য নষ্ট হয়-প্রজা কষ্ট পায়- এমন প্রবাদ অতি পুরোনো এবং কমবেশি সব দেশেই এটি প্রচলিত। রাজা মন্দ হলে জনজীবনে কি নারকীয় তান্ডব চলে তা বোধ করি বদ্ধ উন্মাদকেও বলে দিতে হবে না। সুতরাং ওসব বিষয়ে না বলে রাজার দোষত্রুটির লক্ষণ এবং কারণ নিয়ে ইতিহাসের চিরন্তন প্রবাদগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

ইতিহাসের নষ্ট তালিকায় সর্ব নিকৃষ্টদের যে দোষটি সবার আগে বর্ণিত হয়েছে সেটি হলো জন্মে ত্রুটি। পিতা-মাতার অবৈধ সন্তান যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখন রাজ্যে যেসব অনাসৃষ্টি ঘটে সেগুলোর সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না। জন্ম ছাড়াও শৈশবে বেড়ে ওঠা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শারীরিক ও মানসিক বিকলাঙ্গতার কারণেও রাজার কর্ম খারাপ হতে পারে।

রাজার কুকর্মের দ্বিতীয় স্তরের নিয়ামক হলো তার অশিক্ষা এবং কুমন্ত্রণাদাতাদের প্রভাব। অশিক্ষিত রাজারা নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার জন্য সারি সারি শিক্ষিত লোকজনকে আমির-ওমরাহ, পাইক-পেয়াদা, উজির-নাজির, কতোয়াল হিসেবে ভাড়া করে। কিন্তু কার্যত তারা এসব লোকজনকে অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করে এবং নিজেদের সমপর্যায়ের অশিক্ষিত লোকজন দ্বারা কিচেন ক্যাবিনেট বানিয়ে রাজ্য চালাতে থাকে। ফলে দুষ্ট রাজাদের ঘোড়ার আস্তাবল রক্ষক, রান্নাঘরের পাচক, ঘরের ঝাড়-দার কিংবা নরসুন্দর অনেক সময় সেনাপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীর চেয়ে ক্ষমতাধর হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় প্রজাদের কষ্ট, দুর্ভোগ-দুর্দশার সীমা পরিসীমা থাকে না। দুষ্ট রাজাদের চরিত্রহীনতার দুর্গন্ধ একটি রাজ্যকে রীতিমতো নরক বানিয়ে ফেলে। আর্থিক দুর্নীতি, ভোগের লিপ্সা, কৃপণতা এবং বিকৃত যৌনাচার ইত্যাদি নানা উপসর্গ যখন রাজার চরিত্রে দেখা যায়, তখন পুরো রাজ্যে বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, অবিচার, অনাচার, জুলুম-অত্যাচার ইত্যাদি মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। রাজার সাথে পাল্লা দিয়ে তার পাত্র-মিত্ররা বাইজিমহল গড়ে তোলে। সম্পদের পাহাড় তৈরির জন্য নরমুন্ড, মানুষের অস্থিমজ্জা ও রক্ত-মাংস বিক্রির হাট বসায়। মানুষের মান-সম্মান, চাহিদা প্রয়োজন এবং প্রিয় বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ তখন রাজার নিত্যকার শখ আহলাদের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়।

মহাকালের ইতিহাসে যখন উল্লিখিত পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় ঠিক তখনই কবি অরুণ সরকার লিখে ফেলেন-

'কাকের মুখে রটলো খবর বনের রাজা বাঘ মরেছে।
জন্তুরা সব একে একে মরা বাঘটা এলো দেখে।
কেউ করলো আহা উহু, কেউ ভাবলো বাঁচা গেলো।
কদিন পর বললো সবাই, বাঘ মরেছে এখন তবে
বনের একটা রাজা তো চাই, কে তাহলে রাজা হবে!
শেয়াল শুনে চুপি চুপি, মাথায় দিয়ে গাধার টুপি
লাফিয়ে উঠে সিংহাসনে, ডাকলো হুয়া হুক্কা রবে,
বললো- সেই রাজা হবে!
ভালুক বললো, এই বেয়াদব। ওখান থেকে নাম এখুনি,
রাজা হবো এই কথাটি ফের যদি তোর মুখে শুনি
একটি চড়ে অক্কা পাবি। হুক্কা-হুয়া ভুলে যাবি!
বাঘ নেই তো আমি আছি, বাঘের পরেই আমার দাবি!
নেকড়ে বলে, ভালোই আছো, করবে তুমি ভালুক নাচও
সিংহাসনে বসে আবার ভাবছো বুঝি রাজাও হবে
আমি হলাম বাঘের পিসে, আমার দাবি কমটা কিসে
আমায় রাজা করতে হবে!
হায়েনা বললো, হাসাস না আর, পিসি কোথায় ঠিক নেই তার
এলেন উনি পিসে মশাই, আমরা কোথায় যাইরে তবে,
আমায় রাজা করতে হবে।
বাঁদর বললো, ওরে হায়না জুড়ে দিলি তুইও বায়না
জানিস তো কেউ তোকে চায় না, ভাগাড় দিয়ে লেংচে চলিস
রাজা হবো তুইও বলিস! আমি বানর অর্ধেক নর, বনবাসী,
বুদ্ধিজীবী, আমায় রাজা করতে হবে সব্বাইকে বলে দিবি!'

লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য

বইমেলা, গ্রন্থাগার ও পাঠক সংকট

॥ রাজীব সরকার ॥

দুই বছর বিরতির পর অমর একুশে বইমেলা স্বরূপে ফিরেছে। শুরু থেকেই দর্শনার্থীর আগ্রহ বইমেলায় প্রাণ সঞ্চার করেছে। বইমেলায় পাঠকের মধ্যে অনেকেই বই সংগ্রহ করেন। সবাই হয়তো বই পড়েন না, তবে বই কেনার একটি সংস্কৃতি এ সময়ে গড়ে ওঠে। বইমেলা চলে এক মাস। বছরের অবশিষ্ট সময়ে বইয়ের খোঁজখবর আমরা তেমন রাখি না। বই সচল ও প্রাণবন্ত রাখার দায়িত্ব বর্তায় লাইব্রেরির ওপর।

গত কয়েক বছরে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন গণগ্রন্থাগার ও জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। সরকারি উদ্যোগের বাইরে বেসরকারি উদ্যোগেও বেশ কিছু লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে। জেলা শহর তো বটেই, বহু উপজেলা ও ইউনিয়নেও লাইব্রেরির অবকাঠামো চোখে পড়ে। বাহ্যিকভাবে এ দৃশ্য আশাব্যঞ্জক। কিন্তু লাইব্রেরির ভেতরে গেলে চোখে পড়ে ভিন্ন দৃশ্য। গুটি কয়েক ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ লাইব্রেরির ভেতরে যেসব পাঠক পাওয়া যায়, তাঁদের প্রায় সবাই চাকরিপ্রত্যাশী। বিসিএস, ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগসহ বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেন তাঁরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিগুলোর অবস্থা আরও শোচনীয়। কাকডাকা ভোরে গেট খোলার আগেই লাইব্রেরিতে ঢোকার জন্য লাইনে দাঁড়ান সবাই। কেউ কেউ ব্যাগ রেখে জায়গা সংরক্ষণ করেন। হঠাৎ এই 'জ্ঞানতাপসদের' দেখে যে কোনো ব্যক্তি মুগ্ধ হবেন। কিন্তু ভেতরে গেলে দেখা যায়, নিজের বিভাগের বই নয়; সবাই ব্যস্ত চাকরির প্রস্তুতিমূলক বই নিয়ে। কয়েক বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের স্মৃতিবিজড়িত আবাসিক হলে ঘুরতে গিয়েছিলাম। কয়েকটি কক্ষ দেখে মনে হলো, কে কোন বিভাগের ছাত্র তা বোঝা খুব দুরূহ। প্রায় সবার টেবিলে এক ধরনের বই- বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক গাইড। দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কম-বেশি একই চিত্র।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য আত্মিক বিকাশ সাধন তথা মনুষ্যত্ব অর্জন। বলা চলে, অনেক আগেই শিক্ষা এ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে চাকরিকেন্দ্রিক শিক্ষায় পরিণত হয়েছে। সন্তানদের স্কুলজীবন থেকেই অভিভাবকদের মাথায় কাজ করে- কোন বিষয়ে পড়াশোনা করলে সহজে চাকরির বাজারে প্রবেশাধিকার পাবে। যার যার মেধা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিভাবকের সামর্থ্য অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনা করেও শেষরক্ষা হয় না। উচ্চশিক্ষার সোপান পার হওয়ার আগেই চাকরির প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। এই প্রতিযোগিতার অবাধ বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে দেশের লাইব্রেরিগুলো।

ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!'

জ্ঞানভিত্তিক ও সংস্কৃতিমনস্ক জাতি গঠনই লাইব্রেরির লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য কি এখন পূরণ হচ্ছে? লাইব্রেরির আলমারির তাকে দেশ-বিদেশের মহৎ লেখকের বই থরে থরে সাজানো। বইগুলো অবহেলায় পড়ে থাকে। স্বল্পসংখ্যক পাঠক এ বই স্পর্শ করে। দেশের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন লাইব্রেরি দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। সেখানে এমন কিছু মূল্যবান বই পেয়েছি, যেগুলো গত ১০ বছরে কেউ স্পর্শ করেনি। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তারা লাইব্রেরি গড়ে দিতে পারেন। কিন্তু বই পড়ানো নিশ্চিত হবে কীভাবে? এ ক্ষেত্রে সমাজের অগ্রসর ব্যক্তি ও সংগঠনকে ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশেষত অভিভাবক ও শিক্ষকদের দায়িত্ব অপরিসীম। সন্তান ও শিক্ষার্থীদের বইমনস্ক করে গড়ে তুলতে তাদের লাইব্রেরিতে নিয়ে যাওয়া বা পাঠানোর প্রাথমিক দায়িত্ব অভিভাবকদেরই পালন করতে হবে। সবাই সাহিত্যিক, দার্শনিক বা সৃজনশীল মানুষ হবেন না। কিন্তু এসব মহৎ বইয়ের সাক্ষ্য শিক্ষার্থীদের শৈশবেই মূল্যবোধসম্পন্ন ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ হতে অনুপ্রাণিত করবে।

এটিও ভাবতে হবে, চাকরিপ্রত্যাশী পাঠকদের অধিকারে কীভাবে গেল লাইব্রেরিগুলো। গিয়েছে মননশীল পাঠকের শূন্যতার কারণে। চাকরিপ্রত্যাশী পাঠক লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনা করতেই পারেন। কিন্তু তাঁরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হন আর লাইব্রেরির বইয়ের পাঠক সীমিত হয়ে আসে, তবে তো লাইব্রেরি স্থাপনের উদ্দেশ্যই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

লাইব্রেরিতে প্রকৃত পাঠকের অনুপস্থিতি জাতি হিসেবে আমাদের মননগত দৈন্যের প্রতীক। বই ও লাইব্রেরিতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহে কোনো ঘাটতি নেই। ঘাটতি রয়েছে পাঠকের। দুঃখজনক সত্য হচ্ছে, নতুন করে লাইব্রেরি স্থাপনের চেয়ে বিদ্যমান লাইব্রেরিগুলোর পাঠক সংকট নিয়ে আমাদের ভাবতে হচ্ছে। প্রমথ চৌধুরী লাইব্রেরিকে মনের হাসপাতাল বলেছিলেন। হাসপাতাল অকার্যকর হয়ে গেলে রোগ বৃদ্ধি পায়। আমাদের মনের চিকিৎসা করা জরুরি।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যতীত বাংলাদেশের প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরি রয়েছে। এই লাইব্রেরিগুলোতে বইয়ের অভাব নেই। অভাব রয়েছে বই রক্ষণাবেক্ষণ ও পাঠকের। শিক্ষার্থী অধিকাংশই লাইব্রেরিতে যায় না। তাদের লাইব্রেরিতে যেতে উদ্বুদ্ধ করবেন, এমন শিক্ষকের সংখ্যাও নগণ্য। প্রতি বছর নতুন বই কেনা হয়। এই বই শিক্ষার্থীরা পড়ছে কিনা, পড়লেও এর ফলাফল কী হচ্ছে- এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। গুটি কয়েক ব্যতিক্রম নিশ্চয় রয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রম তো নিয়মকেই প্রমাণ করে।

'লাইব্রেরি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন- 'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারি যে, সে ঘুমাইয়া-পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।

ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!'

লাইব্রেরি ও বইয়ের মহামূল্যবান তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথের লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। এই তাৎপর্য যত দ্রুত আমরা উপলব্ধি করতে পারব ততই মঙ্গল। অন্যথায় বইমেলা শুধু ক্রেতা পাবে; পাঠক পাবে না। আর লাইব্রেরিগুলো শুধু চাকরিপ্রত্যাশীদের অধিকারে যাবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

মার্চ ২০২৩ ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) মার্চ ২০২৩ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। ২০২৩ সালের ফ্যামিলি ভিত্তিক ভিসা প্রাপ্তি নিম্নে দেয়া হলো। এখানে উল্লেখ্য যে, 'ফ্যামিলি এ্যাকশন ডেট' বলতে বোঝায় যে তারিখে ইউএসসিসআইএস/ডিওএস পেশাকৃত আবেদন পত্রের তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে পারে। অগ্রাধিকার তারিখের পূর্বে হবে এই চূড়ান্ত তারিখ। মার্চ ২০২৩ এর সার্বিক পরিচালনায় ফ্যামিলি ভিত্তিক অধিকাংশ ক্যাটাগরির ভিসা বুলেটিনে সামান্য অগ্রগতি বা একেবারে কোন অগ্রগতি নেই।

ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকারঃ

প্রথমঃ (এফ-১) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ ডিসেম্বর ১, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ

এ. (এফ২-এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের সন্তানঃ চলতি।

বি. (এফ ২-বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণ (২১ বছর বয়সী বা তদুর্ধ্বঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

দ্বিতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ নভেম্বর ২২, ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪) বয়স্ক ইউএস সিটিজেন ভাই-বোনেরাঃ মার্চ ২২, ২০০৮।

এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে হলে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট দেখতে হবে।

ইউএসসিআইএস শর্তসাপেক্ষ গ্রিনকার্ডের (কনডিশনাল গ্রিনকার্ড) কার্যকারিতার সময়সীমা ৪৮ মাস বৃদ্ধিঃ

ইউএসসিটিজেনশীপ এ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিস (ইউএসসিআইএস) সম্প্রতি শর্তসাপেক্ষে গ্রিনকার্ডের কার্যকারিতা ৪৮ মাসের বৃদ্ধি করেছে। বৈবাহিক আবেদনের ক্ষেত্রে বিবাহের বয়স ২ বছরের শর্ত সাপেক্ষ শর্ত প্রত্যাহার করতে শর্তসাপেক্ষে রেসিডেন্টদের গ্রিনকার্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার আগে অবশ্যই আই-৭৫১ ফরম ফাইল করতে হবে। ইউএসসিআইএস এখন শর্তের মেয়াদ বাড়িয়ে ৪৮ মাস করবে। যতদিন পেন্ডিং থাকবে সেক্ষেত্রে ফরম আই৮২৯ এর মেয়াদ ৪৮ মাস বৃদ্ধি পাবে।

এই নীতিমালা ১১ জানুয়ারী ২০২৩ থেকে কিংবা তারপর আই-৮২৯ ফরম ফাইল করার ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। ইউএসসিআইএস প্রাপ্ত নোটিশগুলোর যোগ্যতা আপডেট করার কাজে নিয়োজিত আছে।

২০২৩ এর জন্য এইচআইচএস পোভার্টি গাইড লাইনঃ

১৯ জানুয়ারী ২০২৩ থেকে ২০২৩ এর পোভার্টি গাইড লাই কার্যকর হয়েছে। একজন ব্যক্তি বা পরিবারন কতিপয় সরকারি সুবিধা পওয়ার যোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করা হয় পোভার্টি গাইড লাইন দিয়ে। ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে এসব গাইড লাইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে ফ্যামিলি স্পন্সরশিপ এবং এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্টের ক্ষেত্রে।

উল্লেখ্য, ইউএস সিটিজেন অথবা আইন সংগত পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট যারা তাদের কোন পারিবারিক সদস্যকে পার্মানেন্ট রেনসিডেন্ট হিসেবে স্পন্সর করতে চান, তাদের উপার্জন অবশ্যই ফেডারেল নির্ধারিত পোভার্টি গাইড লাইনের সম পরিবারম অথবা ফেডারেল গাইড লাইন লেবেলের ১২৫ শতাংশের সমান কিংবা তার বেশি হতে হবে।

ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়া এবং পার্শ্ববর্তী ৪৮ স্টেটের জন্য ২০২৩ সালের পোভার্টির গাইড লাইনঃ

পরিবারের সদস্য সংখ্যা	পোভার্টি গাইড লাইন
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১ জন	১৪,৫৮০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ২ জন	১৯,৭২০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ জন	২৪,৮৬০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন	৩০,০০০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন	৩৫,১৪০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ জন	৪০,২৮০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭ জন	৪৫,৪২০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮ জন	৫০,৫৬০ ডলার

আলাস্কার জন্য ২০২৩ সালের পোভার্টি গাইড লাইন

পরিবারের সদস্য সংখ্যা	পোভার্টি গাইড লাইন
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১ জন	১৮, ২১০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ২ জন	২৪,৬৪০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ জন	৩১,০৭০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন	৩৭,৫০০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন	৪৩,৯৩০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ জন	৫০,৩৬০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭ জন	৫৬,৭৯০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮ জন	৬৩,২২০ ডলার

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল,এল,এম, করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

পরিবারের সদস্য ৮ জনের বেশি হলে প্রত্যেকের জন্য অতিরিক্ত ৬,২২০ ডলার যোগ করতে হবে।

হাওয়াই এর জন্য ২০২৩ সালের পোভার্টি গাডি লাইন

পরিবারের সদস্য সংখ্যা	পোভার্টি গাইড লাইন
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১ জন	১৬,৭৭০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ২ জন	২২,৬৮০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ জন	২৮,৫৯০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন	৩৪,৫০০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন	৪০,৪১০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ জন	৪৬.৩২০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭ জন	৫১,২৩০ ডলার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮ জন	৫৮,১৪০ ডলার

পরিবারের সদস্য ৮ জনের বেশি হলে প্রত্যেকের জন্য অতিরিক্ত ৫,৯১০ ডলার যোগ করতে হবে।



নিউইয়র্ক থেকে এইচ খানের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি বাংলাদেশে বসবাসকরারী আমার ৩ ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলাম ২০১০ সালে। কিছুদিন আগে আমি আমার বাসা পরিবর্তন করেছি। এখন আমি নতুন ঠিকানায় বাস করছি। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে কিভাবে আমি আমার ঠিকানা পরিবর্তন করব? এটা কি ই-মেইল অথবা ইমিগ্রেশনে পোস্ট করে করতে হবে? এর জন্য কোন ক্লাসিফাইয়েড ফরম আছে। আরকেটি প্রশ্ন হচ্ছে এর মধ্যে আমার এক ভাই মারা গেছেন। তাদের জন্যে এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা আছে?

এইচ খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

ইউএসসিআইএস এ'র অনলাইনে অথবা চিঠির মাধ্যমে ঠিকানা পরিবর্তন করা যাবে। কেস পেন্ডিং থাকলে সেক্ষেত্রে ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইটে ঢুকে ঠিকানা পরিবর্তন করতে হবে। আই-১৩০ ফরম অনুমোদন পেলে এবং কেসটি এনভিসিতে থাকলে, সেক্ষেত্রে ঠিকানার পরিবর্তনের জন্য এনভিসি'র সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আর যদি কেউ ইমিমধ্যেই ডিএস-২৩০ ফরম পূরণ করে থাকেন, সেক্ষেত্রে ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য অবশ্যই ডিএস ২৬০ ফরম পুণরায় ওপেন করার জন্য অনুরোধ জানাতে হবে।

উল্লেখ্য যে, গ্রিনকার্ডধারীদের ঠিকানা পরিবর্তন করতে হলে তাদের ঠিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এআর-১১ ফরম পূরণ করতে হবে। এআর -১১ ফরম অনলাইনে পাওয়া যাবে এবং অন লাইনেই পূরণ করতে হবে।

রিলেটিভ পিটিশনের ক্ষেত্রে আবেদনকারী এবং বেফিনিশিয়ারি উভয়কেই জীবিত থাকতে হবে গ্রিনকার্ড পাওয়া পর্যন্ত। গ্রিনকার্ড পাওয়ার পূর্বে কারও একজনের মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গে ফ্যামিলি পিটিশনও অকার্যকর হয়ে যাবে। সাধারণভাবে এটাই নিয়ম। তবে ইমিগ্রেশন কোন কোন ক্ষেত্রে মানবিক বিবেচনায় ব্যতিক্রম পদক্ষেপ নিতে পারে। যদি ভিসা প্রাপ্তি সহজলভ্য হয় বেনিফিশিয়ারীর মৃত্যুর আগে। এক্ষেত্রে কোন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

লেখকের মৃত্যু হয়, বেঁচে থাকে লেখা

॥ ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী ॥

বাস্তবতা খুব কঠিন হয়। মানুষকে অসহায় করে নিজের চোখের সামনে নিজের বিবেককে পুড়তে দেখে মানুষ। কিন্তু করার তো কিছুই থাকে না। একদিন যত পথ তৈরি করেছিল সে, তা ক্রমাগত সংকুচিত হতে হতে মানুষকে পাথর বানিয়ে দেয়। আত্মসমর্পণ করে মানুষ তার অসহায়ত্বের কাছে। চোখ যত কাঁদে, মন তার থেকে অনেক বেশি কাঁদে। চোখের কান্নায় পানি থাকে, মনের কান্নায় আগুন। পরিস্থিতি মানুষকে কোনদিকে টেনে নিয়ে যাবে তা কেউ জানে না। অনিশ্চয়তা প্রতিনিয়ত মানুষের জীবনের সঙ্গে ছায়ার মতো চলছে অথচ অনুকূল অবস্থার সঙ্গে থাকতে থাকতে মানুষ ভুলে যায় অনিশ্চয়তাকেই।

মানুষ বইপত্র, গবেষণা, পরীক্ষার খাতায় অনিশ্চয়তার তত্ত্বকে সীমাবদ্ধ রেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে চায়, সেটির বাস্তব ফলাফলকে কখনো তার জীবনের সঙ্গে যাচাই করার মতো সাহস দেখাতে পারে না। অদ্ভুত বিষয় হলো, নিশ্চয়তা একটা নাটকের গল্পের মতো, অনিশ্চয়তা সেই গল্পের অসমাপ্ত উপসংহারের মতো। আমেরিকান লেখক ফ্রেডরিক ব্রাউন 'নক' নামে একটা ফ্ল্যাশ ফিকশন লিখেছিলেন। খুব ছোট একটা গল্প, ছোটর চেয়েও ছোট। অনেকটা আধুনিক গবেষণার ন্যানো-পার্টিকেলের মতো। গল্পটা এমনই যার সূত্রপাত হয়তো আছে, টান টান উত্তেজনা আছে, শরীরের লোমকূপ দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতো শিহরণ আছে, সমাপ্তি নেই। যার সমাপ্তি থাকে না, তা নিয়ে মানুষের ভেতরে এক ধরনের রোমাঞ্চ থাকে, সে রোমাঞ্চ থেকে রহস্যের জন্ম হয়। যেখানে রহস্য থাকে সেখানে চিন্তার বৈচিত্র্য থাকে। তারপরও ফ্রেডরিক ব্রাউনের শেষটা কেমন হতো তা মিলিয়ে নিতে না পারার এক ধরনের অনিশ্চয়তাও মানুষের মধ্যে থাকে। একটা অতৃপ্তি মানুষকে তাড়িয়ে বেড়ায় যেমন মানুষ তাড়িয়ে বেড়ায় গল্পের শেষটা নিয়ে তার নিজের চিন্তাকে। চিন্তাও তাহলে দৌড়ায়, যেমন পৃথিবীটা সূর্যের চারদিকে দৌড়ায়।'

ফ্রেডরিক ব্রাউনের ক্ষুদ্রতম গল্পটি হলো এমন-'The last man on Earth sat alone in a room. There was a knock on the door' যার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে-পৃথিবীর সর্বশেষ মানুষটি একাকী একটা রুমে বসে আছেন। হঠাৎ কে যেন তার দরজায় নক করল। অনেকভাবে গল্পটিকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যে কারণে জীবনের পরীক্ষায় কখনো কখনো মানুষ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেও অনেকগুলো জানালা খুলতে পারে। মানুষ জীবনের পরীক্ষায় লড়তে গিয়ে অনেক দুর্বোধ্য আবেগকে হাতুড়ি বানিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে। জীবনের পরীক্ষা যেখানে মানুষকে থামিয়ে দেয়, কঠিন ধাক্কা দিয়ে দাবিয়ে দেয়, সেখান থেকে জেগে ওঠার অমিত শক্তিটা মানুষকে অনেকটা পথ ধরে টেনে এগিয়ে নিয়ে যায়। পরীক্ষার খাতার মতো জীবনের খাতায় কল্পনা দিয়ে গল্পটা মানুষকে তার মতো করে লিখতে শেখায়।

যদি গল্পটা এমন হয় : সারা পৃথিবী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মৃত্যুপুরীর মধ্যে বেঁচে আছে মাত্র একজন। দুঃসহ শূন্যতার দহন জ্বালা বুকে নিয়ে একটা অন্ধকার ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করে বসে আছে সে। সে পুরুষ বা নারী যে কেউ হতে পারে। পৃথিবী কি তবে থেমে যাবে? জীবনের পরীক্ষাগুলো তবে কি আর কারও দেওয়া হবে না? এমন একটা সময়ে দরজায় একটা ঠকঠক আওয়াজ, পিনপতন নীরবতার অচলায়তন ভেঙে হতচকিত চোখ। ঘরের ভেতরে চোখ বন্ধ করে বসে আছে যে, হয়তো তার বিপরীত লিঙ্গের কেউ হবে। কেউ তারা কাউকে চেনে-জানে না। তবে জীবনের পরীক্ষা তাদের খুব কাছাকাছি টেনে আনে। যাদের সম্পর্কের বন্ধনে জন্ম নেবে মানুষ। মানুষের পর মানুষ। মানুষের ভেতরে মানুষ। পৃথিবী মরে যাওয়া জনপদের জীবনের পরীক্ষায় সফল হয়ে আবার গড়ে তুলবে সভ্যতা। সভ্যতার পর সভ্যতা। সভ্যতার ভেতরে সভ্যতা।

হঠাৎ হাতের কলমটা থেমে গেল, কলমের কালিটাও শেষ হয়ে গেল, কাগজগুলো সব নাই হয়ে গেল। তারপরও মানুষ লিখছে, কারণ লেখা কখনো বন্ধ করা যায় না। লেখকের মৃত্যু হয়, লেখার মৃত্যু হয় না।

২.

ফেসবুকে একটা লেখা পেলাম 'তুমি ভাবছ তোমার দুঃখী মুখটা দেখে কেউ খুব কষ্ট পাবে? তোমার আর্তনাদে কারও বুকটা ভারী হয়ে উঠবে? না রে বোকা! এ পৃথিবীর মানুষের সময় নেই তোমার দুঃখ দেখে নিজের বুকটা ভারী করার। এ পৃথিবীতে কেউ কারও দুঃখের বোঝা নিয়ে নিজের বুকটা ভারী করতে চায় না। নিজের দুঃখের বোঝাটুকু কেবল নিজেকেই বহন করে যেতে হয়।'

কথাগুলো খুব সত্য। কারও দুঃখকে পুঁজি করে হয়তো তাকে বোকা ভাবতে ভাবতে একটা নির্দয় আত্মতৃপ্তিতে ভোগে। আবার কখনো কখনো তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে দেখানোর চেষ্টা করে যে তাদের চেয়ে এত পরম হিতৈষী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সবটাই তাদের কাছে একটা খেলা, একটা স্বার্থের রাজনীতি। সময় যত যাচ্ছে, মানুষ তত কমছে, অভিনেতা তত বাড়ছে। এখন মানুষের চেয়ে অভিনেতার সংখ্যা অনেক বেশি। মানুষ এখন মানুষের আবেগ নিয়ে খেলে, দুঃখ নিয়ে খেলে, ভালোবাসা নিয়ে খেলে, বিশ্বাস নিয়ে খেলে। খেলা শেষ হলে অসহায় মানুষটাকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে। মানুষ নিজে নায়ক সেজে অসহায় মানুষটাকে জোকার বানায়। তারপর তাকে একটা সার্কাসের খেলা বানিয়ে ভেতরে ভেতরে হাসে। অথচ তাদের বাইরের বিশ্বাসঘাতক চোখ দিয়ে কান্নার অভিনয় করে।

খুব স্বার্থপর এ পৃথিবী। বাণিজ্যিক পৃথিবীর মানুষ ইট-পাথরের মূল্য বোঝে, মানুষের ভেতরের আর্তনাদ, কষ্ট, দহন, জ্বালা বোঝে না, মানুষ কাগজের টাকার মূল্য বোঝে, মানুষের ভেতরের প্রতিদিন অভাবের বিরুদ্ধে লড়াইকে বোঝে না, মানুষ নিজেরটাই বেশি বোঝে, অন্যেরটা তার কাছে মূল্যহীন।

অর্থনীতি নিমিষেই ভোগনীতি হয়ে যায়। যেখানে অসহায় মানুষদের সবটাই কেড়ে নিয়ে আবার তাদের স্বপ্ন সাজানোর গল্প লেখা হয়। মানুষ কাঁদে, সে কান্না ট্র্যাজেডি হয়ে কারও কারও কাছে সিনেমার প্লট হয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সে সিনেমা নিয়ে মাতামাতি হয়। অথচ অসহায় মানুষটার জীবনের কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

আপনি ততক্ষণ মানুষের প্রিয়জন, যতক্ষণ আপনাকে কারও না কারও প্রয়োজন। তারপর আপনার স্থান ডাস্টবিনে। কারণ মানুষের আরও প্রয়োজন আছে, যেগুলো মেটানোর জন্য আরও নতুন নতুন প্রিয়জন দরকার। আপনাকে প্রিয়জনের জায়গায় রেখে শুধু শুধু কেউ জায়গা নষ্ট করতে চাইবে না। ঠিক কম্পিউটারের হার্ডডিস্কের মতো, হার্ডডিস্ক পূর্ণ হয়ে গেলে যেমন মানুষ অপ্রয়োজনীয় ফাইল মুছে ফেলে, তেমনি আপনিও মুছে যাবেন সবার মনের হার্ডডিস্ক থেকে, যখন তাদের প্রয়োজন শেষ হবে।

সব যেন এখন লোকদেখানো, ছেলেভোলানো ছলাকলার মতো, সেখানে জীবন নেই, মানুষ নেই, মানুষের অনুভূতি নেই। যন্ত্র আছে, যন্ত্রের কাল্পনিক যন্ত্রণা আছে। যন্ত্ররা কি আর মানুষকে ভালোবাসতে পারার মতো কখনো যোগ্য হয়ে উঠতে পারে! সবটাই প্রশ্ন, সবটাই বিস্ময়, অনেকটা লেজবিহীন টিকটিকির শরীর বেয়ে দেওয়ালে ওঠার মতো।

লেখক: অধ্যাপক, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর



এবনে গোলাম সামাদের বাংলাদেশ কথা

॥ এস এম ইসলাম ॥

'বাংলাদেশ কথা' এবনে গোলাম সামাদের জীবদ্দশায় লেখা সর্বশেষ গ্রন্থ। গ্রন্থটি কলেবরে বড় নয়। মাত্র ১৮৪ পৃষ্ঠার। তবে এর পাঠ্যসূচি দেখলে মনে হবে ছোট ক্যানভাসে অনেক বড় আর তাৎপর্যপূর্ণ এক ছবির নাম 'বাংলাদেশ কথা'। ১৮৪ পৃষ্ঠার বইটিতে পরিশিষ্ট, পুনশ্চ মিলে আছে ৪৭টি পরিচ্ছেদ। সূচির বিষয়বস্তু আর পরিসর দেখলে মনে হবে, তিনি মৃত্যুর আগে অনেক কথাই বলতে চেয়েছেন এক সাথে যেন বলতেই হবে তাকে। এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'বাংলাদেশে ইসলাম'। এবনে গোলাম সামাদ প্রায় প্রতিটি গ্রন্থে এই শিরোনামে জোর দিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে বারবার কেন জোর দিয়েছেন তা আরো স্পষ্ট করেছেন এই গ্রন্থে। এর আগে গ্রন্থকার একটি বই লিখেন 'বাংলাদেশে ইসলাম' শিরোনামে। সেখানে তিনি জোর দিয়েছেন বাঙালী মুসলমানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের দিকে। 'আমার স্বদেশ ভাবনা' গ্রন্থেও তিনি জোর দিয়েছেন একই বিষয়ে। আর 'বাংলাদেশ কথা'তে এসে তিনি জোর দিলেন ঐতিহাসিক বিবেচনাকে। তবে এটি ঠিক, এ লেখাতে তার উদ্দেশ্য ইসলামের মাহাত্ম্য নয়, তিনি বলতে চেয়েছেন বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস। কারণ তিনি চিরদিনই বলে এসেছেন- 'আমি তো ইসলাম বাঁচানোর জন্য লিখিনি, মুসলমানকে বাঁচানোর জন্য লিখছি। দুটো তো এক নয়।' এর পরের পরিচ্ছেদের শিরোনাম- 'দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান আন্দোলন'। এরপরই বলছেন, 'হাজার বছরের বাঙালি'র কথা। তার পরে 'বাঙালি না বাংলাদেশী'। এরপর 'আমাদের জাতিসত্তা গঠনে রবীন্দ্রনাথ', কাজী নজরুল ইসলাম, আমাদের রাজনীতিতে হিন্দুত্ব, বাংলাভাষী অঞ্চলে অনার্য সভ্যতা। ঠিক এর পরের পরিচ্ছেদেই বলছেন, 'আমরা শান্তির পক্ষে'। শিরোনাম অনুযায়ী গ্রন্থের এগিয়ে চলা দেখে আমাদের বুঝতে অসুবিধা থাকে না, তিনি আসলে কী বলতে চাচ্ছেন তার এই গ্রন্থে। তিনি আসলে আমাদের বলতে চেয়েছেন, আমাদের জাতিসত্তার পরিচয়। দিতে চেয়েছেন আমাদের আত্মপরিচয়ের সন্ধান।

'বাংলাদেশ কথা' গ্রন্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ হলো- 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত'। পরিচ্ছেদটুকু খুবই ছোট। এত স্বল্প পরিসরে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বিশ্লেষণ করা যায়, তা দেখে অবাক লাগে। তিনি জগৎখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানীদের উদ্ধৃতি দিয়ে এবং নিজের যুক্তি দিয়ে কিছু বিষয়ের এমন সব মীমাংসা দিয়েছেন, যা দেখে একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে বিস্মিত না হয়ে পারি না। বৈদিক আর্য আর সংস্কৃত ভাষাভাষী আর্যদের যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ছোট্ট পরিসরের এই বিশ্লেষণ পাঠে মনে হয়নি তা তত্ত্বের ঠাসবুনটের জঞ্জাল। সবচেয়ে বড় কথা, এবনে গোলাম সামাদ একজন ভাষাবিজ্ঞানী নন। এমনকি ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্রও নন। তিনি যে, একজন সর্বজ্ঞানে জ্ঞানবৃক্ষ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর পরের পরিচ্ছেদগুলো আরো গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখক, বেগম রোকেয়া, নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী, হুমায়ুন কবির, বাংলার সাধনা, মুসলিম বিশ্বে নন্দন-চর্চা, বাংলাদেশে ভাস্কর্য চর্চা, স্পেনে মুর মুসলিম সভ্যতা, বায়ত আল-হিকমা, আমাদের সংস্কৃতিসহ আরো কয়েকটি পরিচ্ছেদ। এগুলো পড়তে পড়তে এবনে গোলাম সামাদকে কখনো মনে হয় শিল্পকলার ছাত্র আবার কখনো মনে হয় ইতিহাসের। কখনো অর্থনীতির আবার কখনো তুলমামূলক ধর্মতত্ত্বের ছাত্র। যোগ্য শিক্ষাবিদ। 'বাংলাদেশ কথা' সম্পর্কে যদি এক কথায় বলি, তা হলে বলতে হয়, একজন জিজ্ঞাসু পাঠকের জন্য এটি একটি আকর গ্রন্থ। আছে অতীত, আছে বর্তমান, আর সেই সাথে আছে ভবিষ্যৎও। আছে ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানে আমাদের করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা। তবে তার বিশ্লেষণ কোনো ছকে বাঁধা নয়। একটু আলাদা। গতানুগতিক থেকে আলাদা। নেই কোনো একঘেয়েমিও। ঝরঝরে ভাষার বুনন পাঠককে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে। বর্তমান সময়ের বিবেচনায় 'বাংলাদেশ কথা' গ্রন্থটি অধিকহারে পঠিত হওয়া আবশ্যক। ইতিহাস পাঠে পাঠককে এবনে গোলাম সামাদ একজন বিচারকের আসনে বসাতেই পারেন। কারণ ইতিহাস বিচার করার ক্ষমতা একজন পাঠকের আছে। আর অবশ্যই তা সঠিক তথ্যের আলোকে। এবনে গোলাম সামাদ আসলে একজন অভিজ্ঞতাবাদী মানুষ। তার এই দীর্ঘ জীবনে দেখেছেন অনেক কিছু। ব্রিটিশ শাসন, পাকিস্তান শাসন; আবার এখন দেখলেন বাংলাদেশের চলমান রাজনীতির কড়চা। দেখেছেন ভাষা আন্দোলন, দেখেছেন মহান মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের মুখপত্র 'জয়বাংলা' পত্রিকা করেছেন সম্পাদনা। করেছেন অধ্যাপনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দীর্ঘ সময় অধ্যয়ন করেছেন ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে। ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন ফ্রান্সের বিখ্যাত পুয়াতিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। গ্রন্থ রচনা করেছেন শিল্পকলার ইতিহাস নিয়ে, জীবাণুতত্ত্ব ও রোগতত্ত্ব নিয়ে। রচনা করেছেন নৃতত্ত্বের আকর গ্রন্থ। আবার দীর্ঘদিন তিনি লিখেছেন পত্রিকার স্তম্ভ। তার লেখার বৈচিত্র্য দেখে মনে হয়, তিনি এক জীবন্ত জ্ঞানকোষ। আমরা 'বাংলাদেশ কথা' গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। আর আমরা এও চাই; এর মধ্য দিয়ে পাঠকের মধ্যে শুরু হোক তুলনামূলক ইতিহাস চর্চা। ভাঙুক সত্য-মিথ্যার ইতিহাস চর্চার আগল। 'বাংলাদেশ কথা' গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে রাজশাহীর পরিলেখ প্রকাশনী। এর গায়ের মূল্য ৩৬০ টাকা।

এবনে গোলাম সামাদ তার এক লেখায় বলেছেন, যে সব কালজয়ী প্রতিভাবান ব্যক্তি আমাকে প্রভাবিত করেছেন তাদের মধ্যে একজন কার্ল ফন লিনে (১৭০৭-১৭৭৮)। ইনি ছিলেন সুইডিস। কিন্তু সুইডিস ভাষায় বই না লিখে, তার সময়ের পন্ডিতদের মতো বই লিখেছেন লাতিন ভাষায় (আত্মদর্শন বাংলাদেশের আদিবাসী এবং জাতি ও উপজাতি)। লিনিয়াস পেশায় ছিলেন একজন চিকিৎসক। চিকিৎসক হিসেবে তিনি ছিলেন বেশ খ্যাতিমান। কিন্তু শ্রেণিবদ্ধ করে আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন উদ্ভিদ, প্রাণী ও আকরিক বস্তুদের। আর সে জন্যই পেতে পেরেছেন বিশ্বজোড়া খ্যাতি। বৈচিত্র্যগত দিক দিয়ে এবনে গোলাম সামাদকে বর্তমান সময়ের লিনিয়াস বা লিনিয়াসের উত্তরসূরি বলতেই পারি। আমরা জানি, এবনে গোলাম সামাদ পড়াশোনা করেছেন কৃষিবিদ্যা নিয়ে। পরে ইংল্যান্ডের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব নিয়ে। এর আরো পরে ১৯৬০ সালে ফরাসি সরকারের বৃত্তি নিয়ে ফ্রান্সে যান পড়াশোনা করার জন্য। সেখানে বিখ্যাত পুয়াতিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন জীবাণুতত্ত্বে। সেখান থেকে ফিরে ১৯৬৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নেন উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে। ছাত্রদের পড়ান উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব ও জীবাণুতত্ত্ব বিষয়ে। কিন্তু এবনে গোলাম সামাদকে মানুষ যতটা না চেনেন উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্র বা উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর হিসেবে, তার হাজারগুণ বেশি করে চেনেন একজন সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী আর রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে।

এবনে গোলাম সামাদ 'বাংলাদেশ কথা'র সমাপ্তি কথনে বলেছেন, 'আমরা এখনো একটি আদর্শ রাজনৈতিক বিশ্ব গড়ে তুলতে পারিনি। এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি বিশ্ব গণতন্ত্র। এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র কথা বলছে শক্তির ভাষায়। যুদ্ধ এখনো হয়ে আছে একটি ভয়াবহ ঘটনা। যুদ্ধের কথা বিশেষভাবে মনে রেখেই রচনা করতে হবে বাংলাদেশের জাতীয় নীতি। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে, বাংলাদেশ না চাইলেও যুদ্ধ এসে পড়তে পারে তার ওপর। 'শান্তি কামনা করলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়' (Si vis pacem para bellum)। আমাদেরও থাকতে হবে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পর সাবেক পাঞ্জাব প্রদেশে ঘটে পাঞ্জাবি মুসলমানদের সাথে পাঞ্জাবি হিন্দু ও শিখদের ভয়াবহ দাঙ্গা। একটি হিসাব অনুসারে, এতে নিহত হয় প্রায় তিন লাখ মানুষ। আর গৃহহীন হয় এক কোটি ৪০ লাখ মানুষ। এ রকম ভয়াবহ ঘটনা মানব ইতিহাসে ইতঃপূর্বে আর কখনো ঘটেনি। ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান থেকে ভারতে রিফিউজি হয়ে যায় প্রায় ৯০ লাখ মানুষ। শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, ১৯৭১-এর যুদ্ধের সময় বাংলাদেশে নিহত হয়েছে ৩০ লাখ মানুষ। এই পরিসংখ্যানটি নিয়ে বিতর্ক আছে কিছুটা। আমরা তার মধ্যে যাব না। কিন্তু বলব, ১৯৭১-এ যা ঘটেছে, তা ঘটা উচিত ছিল না। যুদ্ধকে যতদূর সম্ভব এড়ানোর চেষ্টা করতেই হবে।'

এরপরই তিনি উল্লেখ করেছেন ১৯৬৪ সালে চীনের পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের কথা। বলেছেন ভারত ও পাকিস্তানের পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের কথা। এই ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে তিনি আসলে বোঝাতে চেয়েছেন, 'এখন পাক-ভারত যুদ্ধ বাধলে তাতে হতে পারে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার। তা ছাড়া চীনও জড়িয়ে পড়তে পারে যুদ্ধে। এসব কথা মনে রেখেই স্থির করতে হবে বাংলাদেশকে তার পররাষ্ট্রনীতি। কারণ আমাদের জাতীয় জীবনে আবারো ঘটতে পারে অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। ব্রিটিশ শাসনামলে আজ যেখানে বাংলাদেশ, সেখানকার দু'টি বড় সমস্যা ছিল দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে বিরাট দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বাংলাদেশ থেকে ভারতে খাদ্য চলে যাওয়ার জন্য। কিন্তু এরপর বাংলাদেশে আর কোনো দুর্ভিক্ষ হয়নি। আমরা খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে যেতে পারছি। আর পারছি দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করতে।' এই গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদ নিয়ে একেক করে আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ বর্তমান সময়ের বিবেচনায় এর প্রত্যেকটির গুরুত্ব অনেক বেশি। একে এবনে গোলাম সামাদের শেষ জীবনের একটি নির্দেশনা গ্রন্থও বলা যেতে পারে। বিশেষ করে চিন্তকের জন্য কিংবা তরুণের জন্য। কোনো কোনো বিষয়ে দ্বিমত তৈরি হতেই পারে কিন্তু পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। আমাদের বিশ্বাস, 'বাংলাদেশ কথা' টিকে থাকবে অনেক দিন সাধারণ ব্যস্ত পাঠকের মনে। হয়তো চিন্তকেরও।



রমজানে বাজার যেন আরও অস্থির না হয়

॥ মোনায়েম সরকার ॥

সারা বিশ্বের মুসলমানের কাছেই রমজান একটি অত্যন্ত পবিত্র মাস। বাংলাদেশও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ এবং এখানেও রমজানে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা আসে মানুষের জীবনে। এ সময়েই আমরা আবার লক্ষ করি, বাজারে বেশকিছু নিত্যপণ্যের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। প্রতিবারই এটি ঘটতে দেখা যায় এবং মনে হয়, এর কোনো প্রতিকার নেই। অথচ বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশে রমজানে ব্যবসায়ীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর দাম কমানোর ব্যবস্থা করেন।

আমাদের দেশে যদি দামটা আগের পর্যায়ে রাখারও ব্যবস্থা হতো, তাহলেও রোজাদাররা খুশি হয়ে যেতেন। তারা মনে করতে পারতেন, ব্যবসায়ীরা একটি বড় সদাচরণ করেছেন। শুধু রোজাদার তো নয়, যারা রোজা রাখতে অসমর্থ বা সাধারণত রোজা রাখেন না, এমনকি যারা ভিন্নধর্মাবলম্বী নাগরিক, তারাও রমজান উপলক্ষ্যে নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় সংকটে পড়েন।

এ অবস্থায় এবার একটি ভিন্ন কণ্ঠস্বর শোনা গেল ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই সভাপতির। রমজানে বাজার স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে মতবিনিময়ের জন্য আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সম্প্রতি তিনি বলেছেন, আসুন আমরা এ রমজানে জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে একটি নতুন অভ্যাস চর্চা শুরু করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদও কম দেখা গেল না।

মিলাররা দায়ী করেছেন পাইকারি ব্যবসায়ীদের। পাইকাররা মিলারদের। খুচরা ব্যবসায়ীদের অতিমুনাফা লাভের চেষ্টাকে তো সমসময়ই দায়ী করা হয়। অভিযোগ উঠেছে 'পাকা রসিদ' না দিয়ে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করার। সরকার নির্ধারিত দামে পণ্য বিক্রি হয় না বলে যে অভিযোগ আছে, সেটা স্বীকার করেই বলা হয়েছে-ওই দামে তারা কিনতেও পারেন না, বেচবেন কিভাবে? এফবিসিসিআই আয়োজিত বৈঠকে চিনির দাম নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছে।

সেটা স্বাভাবিক, কারণ প্রতি রমজানেই দেখা যায় চিনির চাহিদা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে এবং দাম নিয়ন্ত্রণে নেই। এবার চিনি আমদানিও কম হচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য রমজান আসতে এখনো দেরি আছে। আমদানির জোর উদ্যোগ থাকলে এরই মধ্যে চিনি এনে ঘাটতি পূরণ করা যাবে। কোনো কোনো পণ্যের আমদানি আবার ভালো, যেমন ভোজ্যতেল। বাজারে এর দাম অনেক বেড়েছে আগেই এবং দাম কোনোভাবেই কমানো যাচ্ছে না। বাজারে ভোজ্যতেলের সংকটও নেই।

সেদিন একটি সংবাদপত্রে একজন অর্থনীতিবিদ লিখেছেন, পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলেও দাম বাড়তে পারে। কারণ সেটার উৎপাদন ব্যয় হয়তো বেশি। ভোজ্যতেল আমরা সিংহভাগই আমদানি করে থাকি। চিনিও আমরা বেশিরভাগ আমদানি করি। আমদানির পর এ দুটি পণ্য দেশে কেবল পরিশোধন করা হয়। এসব আমদানিতে পরিবহণ খরচ অনেক বেড়েছে বলে খবরে প্রকাশ। এর কারণ জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যাওয়া।

তেলের দাম বাড়ার কারণ আবার ইউক্রেন যুদ্ধ। অনেকেই ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব আড়াল করে নিত্যপণ্যের বাজার অস্থির হওয়া নিয়ে আলোচনা করতে চান। তাদের কেউ কেউ হয়তো না বুঝে এটা করেন। তবে আরেক শ্রেণির লোক উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ আলোচনার অবতারণা করেন। তারা পণ্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ খুঁজে দেখতে চান না এবং এ জন্য শুধু সরকারকে দায়ী করেন।

এটাও বলতে হবে, ডলারের দাম অনেক বেড়ে গেছে এবং বাজারে এর সংকট আছে। জরুরি পণ্যসামগ্রীর এলসি খুলতেও অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়ছে ব্যাংকগুলো। আন্তর্জাতিক বাজারে কিছু পণ্যের দামও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এর মধ্যে। এসব কারণে আগের চেয়ে বেশি দামে এগুলো আমদানি করতে হচ্ছে। বেশ-কিছু পণ্য আগের মতো সহজে আনা যাচ্ছে না। এসব খবর মিডিয়ায় আসছে; ব্যবসায়ীরাও বলছেন। আমরা এ বাস্তবতা অস্বীকার করতে পারি না। আর এ পরিস্থিতি শুধু বাংলাদেশে নয়, অনেক উন্নত দেশেও সৃষ্টি হয়েছে। খাদ্য পণ্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পেলে, বিশেষ করে একযোগে বৃদ্ধি পেলে সেটাকে মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে। উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে সারা পৃথিবীতেই দেখা দিয়েছে এ সমস্যা এবং সব দেশের সরকারই এ নিয়ে কমবেশি হিমশিম খাচ্ছে। আমাদেরও এ পরিস্থিতি সামাল দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। অনেক বছর ধরে আমরা মুক্তবাজার অর্থনীতি নিয়ে পথ চলছি, একথা অস্বীকার করা যাবে না।

এখন সরকারের পক্ষে সবকিছুর দাম বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। তারপরও কিছু জরুরি পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে সরকার। আবার দেখা যায়, বাজারে সেটা কার্যকর হচ্ছে না। এফবিসিসিআই'র বৈঠকে যে দিকটি উঠে এসেছে, এর কারণ অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। এফবিসিসিআই যেহেতু ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এবং তারা ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখার পাশাপাশি নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্যও কাজ করেন, সেজন্য তাদের উচিত হবে সরকারকে এতে সহায়তা করা।

এফবিসিসিআই সভাপতি রমজানে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে রেখে নতুন অভ্যাস চর্চার যে আহ্বান জানিয়েছেন, সেটা এবার **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: populartaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
tax refund
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

মিয়ানমারের 'খুনের ফ্যাক্টরি'

॥ মো: বজলুর রশীদ ॥

মিয়ানমারের সামরিক স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাউন্সিল, এসএসি সরকার ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারীতে অভ্যুত্থানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করার পর থেকে এখনো ক্ষমতায় টিকে রয়েছে। আকাশছোঁয়া প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জান্তা সরকার বিশ্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজেদের মতো করে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে, সামরিক বাহিনী একটি 'বহুমুখী অস্ত্র শিল্প কমপ্লেক্স' গড়ে তুলেছে এবং পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা ও অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার প্রভাব থেকে এটিকে রক্ষার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

কিন্তু জান্তা সরকার এখন অবৈধ ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন প্রতিরোধের মুখোমুখি। পুচকে বিদ্রোহী দল নির্বাসনে নতুন জাতীয় ঐক্য সরকার, এনইউজি গঠন করে সেটিকে আস্তে আস্তে শক্তিশালী রূপ দিতে চেষ্টা করেছে। তারা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে শত শত পিপলস ডিফেন্স ফোর্স, পিডিএফকে সহায়তা দিচ্ছে।

মিয়ানমার সামরিক জান্তা, রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত, তারপরও যুদ্ধবাজ। কয়েকটি কারণে তারা ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছে। তার একটি গার্হস্থ্য অস্ত্র শিল্প; যার কারণে ছোট অস্ত্র ও হালকা অস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশটি। বিদেশী টেকনোলজির সহজপ্রাপ্যতার কারণে বিমান শক্তি এবং ভারী আর্টিলারির উন্নয়ন ও যথেচ্ছ ব্যবহারের কারণে হত্যাকারী মারমুখী এই সামরিক বাহিনী।

আন্তর্জাতিক অনেক সম্প্রদায় মিয়ানমার জান্তার কাছে রুশ, চীনা ও ভারতীয় অস্ত্র বিক্রি বন্ধে জাতিসঙ্ঘের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার আহ্বান জানিয়েছে। আহ্বানের দুই বছর যেতে না যেতেই, মস্কো, বেইজিং ও নয়াদিল্লি অস্বাভাবিকভাবে নিরাপত্তা পরিষদের ২৬৬৯ নম্বর সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করেছে। গত জানুয়ারি মাসে পরিচালিত এক আন্তর্জাতিক জরিপে অভ্যুত্থানের পর থেকে ভিন্নমতাবলম্বী ও প্রতিরোধ দমনে প্রাণঘাতী প্রভাব বিস্তারে ব্যবহৃত ছোট অস্ত্র ও হালকা অস্ত্র সরবরাহ শৃঙ্খলের একটি জরিপ মিডিয়ায় এসেছে। 'ফেটাল বিজনেস' শিরোনামের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে জান্তা সরকার সরাসরি তিন হাজার বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছে। ১০ লাখেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং ৩০ হাজার স্থাপনা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এই পরিসংখ্যানে রোহিঙ্গা গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের হিসাব ধরা হয়নি। এসব কাজে অভ্যন্তরীণভাবে উৎপন্ন অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। যার নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'খুনের ফ্যাক্টরি'। মিয়ানমারে এখন খুনের ফ্যাক্টরি বললে সেনা নিয়ন্ত্রিত এসব অস্ত্র কারখানাকেই বোঝায়।

১৯৫০-এর দশক থেকে সামরিক বাহিনী তার নিজ জনগণের বিরুদ্ধে যেন চিরকালের যুদ্ধ শুরু করেছে। দেশটি তো আগে থেকেই মগের মুল্লুক বলে খ্যাত। বাহিনীর লোকেরা কয়েক দশক আগ থেকেই জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সহায়ক অস্ত্র এবং সরঞ্জাম তৈরি করে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এনেছে। নেপিডোর ডিফেন্স সার্ভিসেস মিউজিয়ামে যেকোনো দর্শনার্থী অস্ত্র উৎপাদনের এসব ইতিহাস ও অস্ত্রের ধরন সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে পারে। সামরিক বাহিনী এ জন্য গর্ব অনুভব করে।

গত সাড়ে তিন দশকে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী বাইরের দেশের সরবরাহের ওপর নির্ভরতা থেকে সেনাবাহিনীকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয় উপায় হিসেবে অস্ত্র উৎপাদনের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা জোরদারে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছে। ফলে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এম-১৪ অ্যান্টি-পারসোনাল ল্যান্ডমাইন, এমকে আই এবং জি-৩ রাইফেলসহ বিভিন্ন অস্ত্র তৈরিতে ধীরে ধীরে মূলত স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এসএসি-এম বলেছে, জান্তা তার অপারেশনাল চাহিদা মেটাতে ছোট অস্ত্রের জন্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী উৎপাদন ক্ষমতা তৈরি করেছে, যা প্রায় একচেটিয়াভাবে মিয়ানমারের জনগণের নৃশংস অভ্যন্তরীণ দমনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বৈদেশিক সরবরাহ ও উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর অস্ত্র উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট কাঁচামালসহ সম্ভাব্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণের আইটেমের জন্য কৌশলগত ট্রানজিট পয়েন্ট বলা হয়। এখানে উল্লেখ্য, সিঙ্গাপুরকে ইসরাইলি অস্ত্র উৎপাদনের এশীয় হাব বলা হয়। মিয়ানমারকে ইসরাইল সামরিক প্রশিক্ষণসহ সব ধরনের অস্ত্র সহায়তা দিয়ে আসছে। এখানে অস্ত্র সরবরাহের জন্য ইসরাইলি কোনো বন্দর ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না। সামরিক জান্তাকে সমর্থন করার জন্য চীন ও রাশিয়ার মতো দেশগুলোকে অনেক দোষারোপ করা হয় সরাসরি অস্ত্র বিক্রি করার জন্য। সিঙ্গাপুর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মিয়ানমার সামরিক বাহিনী, এর মিত্রদের এবং ব্যবসায়ী গ্যালাক্সির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অফশোর বাণিজ্যকেন্দ্র ও আর্থিক অভয়ারণ্য হিসেবে তার দীর্ঘস্থায়ী ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং সফলভাবে সম্পন্ন করে আসছে। সিঙ্গাপুরে প্রচুর ইহুদি কর্মকর্তা এসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য কাজ করছে।



মিয়ানমার ভিত্তিক অ্যাডভোকেসি গ্রুপ জাস্টিস ফর মিয়ানমার মোট ১১৬টি কোম্পানিকে চিহ্নিত করেছে, যারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে বিদেশী অস্ত্র, সরঞ্জাম ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করেছে। চিহ্নিত ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্তত ৩৮টি সিঙ্গাপুর-ভিত্তিক।

অস্ত্র নির্মাণ টেকনোলজি শেখানোতে অবাক হওয়ার কিছু নেই : চীনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন নরিনকো, রাশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ইসরাইল, ইউক্রেন ও অন্যান্য প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী আরো দেশ সহায়তাকারী তালিকায় শীর্ষের দিকে রয়েছে।

সামরিক অভ্যুত্থানের পরে এসএসি-এম গঠিত হয়েছিল মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য। তাদের সহায়তার জন্য এটি একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম। এরা কৌশলগত বিষয়গুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সহায়তা গ্রহণকারী টার্গেট গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ করে তথ্য ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি হস্তান্তর করে। ইয়াং হি লি সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জানান, অন্তত ১৩টি দেশের কোম্পানি মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে 'দৈনন্দিন নৃশংসতা চালানোর জন্য ব্যবহৃত অনেক অস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম করেছে।'

মিয়ানমারের বিশেষ উপদেষ্টা পরিষদের (এসএসি-এম) প্রতিবেদনে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ অস্ত্র উৎপাদন এবং বৈশ্বিক ভ্যালু চেইন পরীক্ষা করে দেখা যায়, অস্ট্রিয়া, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, ইসরাইল, জাপান, রাশিয়া, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্রসহ ৪৫টি সংস্থা সরবরাহ কাজে ন্যস্ত বা এখনো সরবরাহ করছে যা একটি বিস্তৃত 'অস্ত্র শিল্প কমপ্লেক্স' বজায় রাখতে সহায়তা করেছে।

এসএসি-এমের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ইয়াং হি লি বলেন, 'বিদেশী কোম্পানিগুলো বিশ্বের অন্যতম নিকৃষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে মিয়ানমারের জনগণের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন নৃশংসতা চালানোর জন্য ব্যবহৃত অনেক অস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম করছে।'

কাপাসা নামে পরিচিত অস্ত্র কারখানাগুলো- প্রতিরক্ষা শিল্প অধিদফতরের স্থানীয় নামের সংক্ষিপ্ত রূপ। এসএসি-এম প্রকাশ করে, সামরিক উৎপাদন মিয়ানমার সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা শিল্প অধিদফতর, ডিডিআই দ্বারা সমন্বিত করা হয়। সাধারণত কাপাসা নামে পরিচিত কারখানাগুলো একটি নেটওয়ার্ক দিয়ে পরিচালিত হয়, প্রায় এক ডজন স্থানে অবস্থিত এই কাপাসা সুবিধাগুলো কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণ ও অস্ত্র উৎপাদন থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ মেরামতের কাজ সম্পাদন এবং বিদেশ থেকে পাঠানো উপাদানগুলো পুনরায় একত্রিত করা পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন করে। মিয়ানমারের অস্ত্র তৈরির ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে অ্যাসল্ট রাইফেল ও মেশিনগান থেকে শুরু করে মর্টার, ট্যাংকবিধ্বংসী ও বিমানবিধ্বংসী অস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র লঞ্চার এবং আর্টিলারি ও এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। কাপাসায় অস্ট্রিয়া, জার্মানি, জাপান, তাইওয়ান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি মিলিং, গ্রাইন্ডিং এবং অন্যান্য ফাংশনের জন্য কম্পিউটার সংখ্যাসূচক নিয়ন্ত্রণ বা সিএনসি মেশিনও রয়েছে। এ ধরনের কারখানার সঠিক সংখ্যা অস্পষ্ট, তবে স্যাটেলাইট চিত্র ও অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে এই জাতীয় কয়েক ডজন সুবিধা শনাক্ত করা হয়েছে। মিয়ানমারে অভ্যন্তরীণ অস্ত্র উৎপাদন ১৯৫০-এর দশক থেকে শুরু হয়েছে, তখন পশ্চিম জার্মানি ও ইতালির সহায়তায় অনেকগুলো কাপাসা কারখানা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমান অস্ত্র শিল্প কমপ্লেক্সটি ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে চালু হয়েছিল। আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ অ্যান্ড্রু সেলথ ২৫ বছর আগে মিয়ানমারের সামরিক এই গতিশীলতা ম্যাপিং করেছিলেন।

১৯৮৮ সালের অভ্যুত্থানের পরে বিদ্রোহীরাও অস্ত্র সরবরাহকারীদের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়। জার্মান ফার্ম ফ্রিটজ ওয়ার্নার, ইসরাইল ও সিঙ্গাপুর থেকে একাধিক সরবরাহকারী প্রযুক্তিগত দক্ষতা, বিশেষত নতুন সিরিজের অ্যাসল্ট রাইফেল নতুনভাবে আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

অস্ত্র তৈরির কাঁচামাল মিয়ানমারে প্রচুর রয়েছে, তা সত্ত্বেও এখনো প্রধানত চীন থেকে আমদানি করা হয়। যার মধ্যে প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদনের ঘাটতি কমানো ও নিয়ন্ত্রণ, উচ্চমানের-নির্ভুল অস্ত্র ও উপাদান সরঞ্জাম তৈরি করার ক্ষমতা অর্জনের মতো মৌলিক কিছু ফ্যাক্টর রয়েছে। জার্মানি, ফরাসি, ইসরাইল ও তাইওয়ানের সংস্থাগুলো কম্পিউটার নিউমেরিকাল কন্ট্রোল মেশিন সরবরাহের পাশাপাশি ছোট অস্ত্র, মর্টারসহ হালকা অস্ত্র, ভারী ক্যালিবার আর্টিলারি, ক্ষেপণাস্ত্র ও লঞ্চার প্যাড তৈরিতে সক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে সহায়তা দিয়েছে।

এই অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা একাধিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অপারেশনাল গতি বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট। কেননা, জান্তা দুই বছরের অভ্যন্তরীণ সঙ্ঘাত দমনে অনেকটা সক্ষম হয়েছে। 'দেশে অস্ত্র উৎপাদনের সক্ষমতা মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য গর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।'

বিদ্রোহী দলগুলো বেশির ভাগই ম্যাগওয়ে অঞ্চলে ও বাগো, মান্দালয়, নেপিডো এবং ইয়াঙ্গুন অঞ্চলেও অবস্থান করে। এই সাইটগুলোতে সড়ক, নদী ও রেলপথে মূল পরিবহন যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর কাছে যন্ত্রাংশ বিক্রির অভিযোগ যে সব বিদেশী প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম- ইসরাইল মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিজ, যা এসটিকে ৫০ এমজি মেশিনগান তৈরির লাইসেন্স দিয়েছে; ভারতীয় প্রতিষ্ঠান টনবো ইমেজিং, যা থার্মাল দর্শনীয় স্থান বিক্রি করে; চায়না অ্যারোস্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি করপোরেশন, যেটি মনুষ্যবিহীন বিমান বা ড্রোন উৎপাদনের প্রযুক্তি বিক্রি করে; সিঙ্গাপুরের এসটি ডিনামিক্স ও ইউক্রেনের ইউক্রোবোরনপ্রম এবং উকারস্পেক এক্সপোর্ট।

বিপুলসংখ্যক লাইসেন্সদাতা, উপাদান সরবরাহকারী, প্রস্তুতকারক ও পরিবেশকদের একটি অত্যন্ত জটিল, বহু স্তরযুক্ত নেটওয়ার্কের বিবরণ সম্প্রতি মিডিয়ায় এসেছে, যেটি আন্তঃমহাদেশীয় অস্ত্র তৈরির গোপন চক্র। এই চক্রের কাছে আপন, পর বা ইজমের কোনো মূল্য নেই। দাও টাকা নাও অস্ত্র- এটিই তাদের মূলমন্ত্র।

মৃতদেহ গণনা, ঘাঁটি দখল, যুদ্ধবন্দী, স্নাইপারের গুলিতে নিহত কর্মকর্তা, সরঞ্জাম ও গোলাবারুদ জব্দ, বিমানবিধ্বংসী সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিমান জ্বালানি সরবরাহ হ্রাস এবং অপারেশনাল এলাকা সম্প্রসারণের মতো সঙ্ঘাতের মেট্রিকগুলো একটি বৃহত্তর ইমেজ স্থাপনের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

বিদ্রোহী শক্তিগুলোর সক্ষমতা হ্রাস করার একটি বহুমুখী প্রকল্পের জন্য অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট কৌশল প্রয়োজন, যদিও এনইউজি বা ঐক্য সরকারের এ ধরনের প্রচেষ্টার সমন্বয় ক্ষেত্রে প্রচুর ঘাটতি রয়েছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ব্যাপক এসএসিবিরোধী প্রতিরোধের মাধ্যমে 'কার্যকর নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক বিভ্রান্তিকর প্রকাশনার পরে কাপাসার প্রতিবেদন আংশিকভাবে এসএসি-এমের অবস্থানকে পুনরুদ্ধার করে : সামরিক কাউন্সিল মিয়ানমারের মাত্র ১৭ শতাংশের ওপর স্থিতিশীল নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং প্রতিরোধ বাহিনীর হাতে ৫২ শতাংশ অঞ্চলের ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলা হলেও বিষয়টি সঠিক নয়। জান্তা এটি স্বীকার করে না মূলত এই প্রচার এককভাবে প্রতিরোধ বাহিনীর। আরো বলা হয়েছে, বিরোধী ভাসমান সরকার মিয়ানমারজুড়ে দীর্ঘ দিন ধরে দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের কাছে অনেক আশার কথা প্রচার করেছিল।



২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক একটি থিংক ট্যাংক সেনাবাহিনীকে উৎখাত করতে চেয়েছে, এখন মনে হচ্ছে বিষয়টি এত সোজা নয়, অনেক পথ পাড়ি দেয়ার রয়েছে।

পশ্চিমারা প্রতিরোধকে সশস্ত্র করার পরিবর্তে তাইওয়ান, ইউক্রেন, ইসরাইল ও সিঙ্গাপুরে মিত্রদের ওপর রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত বা বেসরকারি সংস্থার সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সমস্ত সমর্থন বন্ধ করার জন্য চাপ বাড়িয়ে তুলতে পারে। ওসব দেশ রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে পারে বা গোয়েন্দা ক্ষমতা নির্ধারণ করতে পারে।

মানবাধিকার আইনজীবী ও ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত মিয়ানমার-বিষয়ক জাতিসঙ্ঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের সদস্য সিদোতি বলেন, 'মিয়ানমারের জনগণের দুর্দশা থেকে মুনাফা অর্জনকারী বিদেশী কোম্পানিগুলোকে অবশ্যই জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।'

অস্ত্র বাণিজ্য কতটা বৈশ্বিক ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে তা মিয়ানমারের অস্ত্র উৎপাদন ও সংগ্রহের কেস স্টাডি থেকে বোঝা যায়। মিয়ানমারের মতো একটি দেশ যা কিছুটা হলেও আধিপত্য অর্জনের চেষ্টা করেছে তা কীভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জড়িত রয়েছে তার একটি চমকপ্রদ চিত্র। যাই হোক, এর সাথে জড়িত সরবরাহ চেইন জটিলতা ও জড়িত জাতীয় এখতিয়ার অনেকটা নিখুঁত হওয়ার কারণে, মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অপারেশনাল ক্ষমতা হ্রাস করা কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

ধান দিয়ে কী হবে, মানুষ যদি না বাঁচে

॥ মোস্তাফিজুর রহমান ॥

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনের সময় যতই ঘনিয়ে আসছে পুরো দেশবাসীর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ততই বাড়ছে। বলা যায়, ১৭ কোটি মানুষ রাজনীতির বলির পাঁঠা হতে চলেছে। দেশ চলেছে এক অজানা গন্তব্যে। দেশবাসী এমনিতেই অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকার মানুষ ঠিকমতো পাচ্ছে না। তার ওপর দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। এ ছাড়া, সীমাহীন দুর্নীতি, অর্থপাচার, লুটপাট, ভয়াবহ আর্থিক সঙ্কট, সন্ত্রাস ও মাদকের ভয়াল থাবা দেশকে চরম ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। দেশবাসী প্রতিদিন হাজারো আতঙ্ক নিয়ে ঘুমাতে যাচ্ছে এবং ঘুম থেকে জাগছে বাড়তি আতঙ্ক নিয়ে। আগামী জাতীয় সংসদের নির্বাচন ঘনিয়ে আসতে থাকায় প্রায় ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা সরকারি দল বলছে, তাদের অধীনেই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে সংবিধানের বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের অধিবেশনে বিদায়ী রাষ্ট্রপতির ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে দৃঢ়ভাবেই বলেছেন, তার অধীনে এ দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে। আগামীতেও তার অধীনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেছেন, এ জন্য যা যা করা দরকার তার সব তিনি করবেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন গণতন্ত্রের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচন সরকারি দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও বিরোধীদল ও সাধারণ মানুষের কাছে তা ছিল গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার হরণের নির্বাচন।

ভোটারের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেয়ার নির্বাচন। অথচ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।' এটি আমাদের বর্তমান সংবিধানের কথা। আর বাস্তবতা কতটুকু সত্য? আসল কথা হলো- সংবিধানের ওয়াদা ও বর্তমান বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সরকার ও তার দল আওয়ামী লীগ যতই সুষ্ঠু সুন্দর ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিক না কেন, বিরোধী দলগুলো মনে করে- এটি অসত্য, অবাস্তব ও অলীক প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই নয়। এ দেশে কোনো দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু সুন্দর ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অসম্ভব বলেই এতকাল প্রমাণিত হয়েছে। যে কারণে বিরোধী দলগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য আজ একাট্টা। বর্তমান সরকার তার ভবিষ্যতের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত ও দীর্ঘমেয়াদি করতেই সুকৌশলে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে তুলে দিয়েছে। সংবিধানকে নিজেদের স্বার্থে সংশোধন করেছে এবং সংবিধানকে সমুন্নত রাখার অজুহাতে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থায় ফিরতে আর রাজি নয়। অথচ বর্তমান বিরোধী দলগুলো সে দাবি আদায়ের জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। বিরোধী পক্ষ যখন যেখানে আন্দোলনের কর্মসূচি দিচ্ছে সরকারি দলও পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে পরিস্থিতিকে সঙ্ঘাতময় করে তুলছে। এ ধরনের সঙ্ঘাতময় পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে যারপরনাই ব্যাহত করে। মানুষ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও মানসিক যন্ত্রণায় অস্বাভাবিক জীবন যাপন করে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে বলে, গোটা দেশবাসীর এই যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তা নিমিষেই হারিয়ে যেতে পারে ছোট্ট একটি সংবাদ শিরোনামে। কাল যদি সংবাদ আসে- 'পরশু দুই দলের দুই শীর্ষ নেত্রী একত্রে বসে দেশে চলমান সব সঙ্কট দূর করবেন।' তাহলে এই এক সংবাদেই দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ রোগমুক্তি ঘটবে। দুই নেত্রীর সহাবস্থানের খবরে তাদের দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীর মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যাবে। তাদের মধ্যে ঈদের আনন্দের মতো কোলাকুলি শুরু হয়ে যাবে। বিজ্ঞজনরা বলেন, মাথা ঠিক তো সব ঠিক। কিন্তু এ ধরনের অতি প্রত্যাশিত সংবাদ কল্পনা করা ও লেখা যত সহজ বাস্তবতা তার চেয়েও অনেক কঠিন ও জটিল। অন্য কথায়, এটি একটি অলীক বাসনাও বটে। কারণ আগামী সংসদ নির্বাচন ঘিরে যে জটিলতার আলামত পাওয়া যাচ্ছে তার সবটাই বিধ্বংসী বোমার মতো। রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতালিপ্সা মনোভাব, জোর করে ক্ষমতা ধরে রাখার অপচেষ্টার ফলাফল সঙ্ঘাত ও রক্তপাত অনিবার্য করে তুলবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আমরা সঙ্ঘাতের পথেই হাঁটছি। নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের যে অবস্থান ও যুদ্ধাংদেহী মনোভাব তা নিয়ে শুধু দেশবাসী নয়- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাতিসঙ্ঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ দাতা সংস্থাগুলো রীতিমতো উদ্বিগ্ন।

যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তারা বলছে, বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারকে কার্যকর এবং গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা নিতে হবে। তারা ২০১৪ ও ২০১৮ সালের মতো একতরফা বিতর্কিত নির্বাচন আর দেখতে চায় না। এ জন্য বিদেশী পক্ষগুলো বারবার সরকার ও বিরোধী দলগুলোকে সমঝোতার পথে হাঁটতে অনুরোধ করছে। তারা বলছে, কোনোভাবে দলগুলো সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে দেশ ভয়ানক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে যাবে। কেউ কেউ বলছেন, সরকারের একগুঁয়েমি জাতিকে ভয়াবহ বিপর্যয়ে ফেলে দেবে। যা কারো কাছেই কাম্য হতে পারে না। সরকারের এক চুলও না নড়ার মানসিকতা সঙ্ঘাত বাড়াবে। সংবিধানের প্রথম ভাগে প্রজাতন্ত্র অধ্যায়ের ৭এর (১) অনুচ্ছেদে স্পষ্টতই বলা আছে- 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।' অনুচ্ছেদ (২) এ বলা হয়েছে- 'জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।' এখানে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, সংবিধানে মানুষের মৌলিক অধিকারকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। দেশের আইনজ্ঞরা বলছেন, আইন ও সংবিধানের দোহাই দিয়ে মানুষের জীবন বিপন্ন করাও এক ধরনের বর্বরতা। মানুষ চায় সুখ, চায় শান্তি, চায় সমৃদ্ধি। বর্তমান অচলাবস্থায় এ দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যা দূর করার কথা বললেও সরকারের একগুঁয়েমির কারণে তা ভেস্তে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। সাধারণ মানুষ মনে করে সরকার আন্তরিক হলে সব সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সংবিধানের বাইরে এক চুলও নড়বেন না। দেশের মানুষ সুখে শান্তিতে থাকলে, দেশ গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত হলে বা সত্যিকারের সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে তার সুফল প্রত্যেকটি নাগরিক ভোগ করবে। কিন্তু দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে যে রক্তারক্তির আলামত পাওয়া যাচ্ছে তা সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে। সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে সবার আগে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি পক্ষের একক সিদ্ধান্তের ফলে সংবিধান যদি মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তোলে তাহলে কী হবে সে সংবিধান দিয়ে? কথায় বলে- 'ধান দিয়ে কী হবে, মানুষ যদি না বাঁচে।' আসলেই তো তাই। যে আইন, যে সংবিধান, রক্তপাত, হানাহানি ও খুনাখুনি বন্ধ করতে পারবে সে সংবিধানই মানুষ চায়। বিরোধী দল বলছে, সরকারি দল একই সাথে খেলোয়াড়, আবার রেফারির ভূমিকাও পালন করলে কে খেলবে তাদের সাথে? তাদের অবশ্যই রেফারিং ছাড়তে হবে। প্রতিযোগিতামূলক খেলা খেলতে হলে সাধারণ খেলোয়াড় হয়ে মাঠে নামতে হবে। এটিই সবার প্রত্যাশা। সাধারণ মানুষ চায় সুষ্ঠু সুন্দর ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। পৃথিবীর সৃষ্টিকাল থেকেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিবাদ বা সঙ্ঘাত থাকলে এবং তা নিজেরা দূর করতে ব্যর্থ হলে তৃতীয় পক্ষের সমঝোতা অবশ্যম্ভাবী হয়। এক অপরের প্রতি আস্থার সঙ্কট থাকলে এরূপ তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা মেনে নিতে হয়। সেটিই স্বাভাবিক, সেটিই সুন্দর। বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা অনির্বায ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আস্থার সঙ্কট বিদ্যমান থাকায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরমতে শ্রদ্ধা, আস্থা, বিশ্বাস ও রাজনৈতিক সহাবস্থান কোনোটিই নেই। আর এ ধরনের সংস্কৃতি চালু না থাকার কারণে পৃথক মধ্যস্থতাকারী বা তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা অনির্বায হয়ে ওঠে।

প্রধানমন্ত্রী ইঙ্গিত দিচ্ছেন, আবার যদি তত্ত্বাবধায়ক বা অনির্বাচিত সরকার আসে তারা আবার তিন মাসের জায়গায় পাঁচ-দশ বছর থাকবে। তখন আবার সৃষ্টি হবে নতুন এক-এগারো। আবার তাদের জেলে যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর এমন অমূলক আশঙ্কা থাকলেও বাস্তব সত্য হচ্ছে- কমপক্ষে বড় দু'দলের মধ্যে রাজনৈতিক ঐকমত্য থাকলে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ধ্বংস করার মতো তৃতীয় শক্তির দানব আর কখনোই সৃষ্টি হবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতায় ও তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে এমন দানবীয় শক্তির উদ্ভব ঘটেছিল। এখন প্রধানমন্ত্রী এক-এগারোর মতো যে দানবের ভয় নিজে করছেন এবং অপরকে দেখাচ্ছেন তা সম্ভব হবে না যদি দু'নেত্রীর রাজনৈতিক সহবস্থান ঠিক থাকে। যেকোনো প্রচেষ্টা, সেটি যদি দু'নেত্রীকে ঐকমত্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে, তাহলে ১৭ কোটি মানুষের ভেতর জমে থাকা আতঙ্ক-উদ্বেগ নিমিষেই দূরীভূত হবে। তখন এক-এগারোর মতো দানবও চিরতরে বিদায় নেবে। ফলে এ দেশে গণতন্ত্র মজবুত হবে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, যে তৃতীয় শক্তির দানব আওয়ামী লীগকে খাবে বলে তারা ভয় করছেন- সত্যি তা এলে নিশ্চয় আওয়ামী লীগকে একা খাবে না, বিএনপিকেও খাবে। সেই আশঙ্কাই যদি থাকে তবে কেন এত অনৈক্য আর সঙ্ঘাত সৃষ্টি? সব রাজনৈতিক দল মিলে দানব তাড়ানোর কৌশল আয়ত্ত করলেই তো সবচেয়ে ভালো হয়। দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন পক্ষ থেকে শলাপরামর্শ হচ্ছে। বিরোধী দলগুলোর গণতন্ত্রের জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন, দেশী-বিদেশী চাপসহ সার্বিক পরিস্থিতিতে একটি পরিবর্তন আসা অত্যাবশ্যক। বিরোধী দলগুলোর সর্বদলীয় সরকার নাকি তত্ত্বাবধায়ক সরকার- যে নামেই হোক একটি সমঝোতার চেষ্টা অবশ্যই হতে হবে। দেশের মানুষ মনে-প্রাণে তাই চায়। আর তা যদি করা সম্ভব না হয় তাহলে দেশে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অনিবার্য। ক্ষমতার জন্য অপরাজনীতির ক্রীড়নক হয়ে কেন মানুষ তাদের মহামূল্যবান জীবন হারাবে? সোনার দেশ সোনালি ধানে ভরে গেলে এবং দেশ খাদ্যে টইটম্বুর হলে সে খাদ্য কারা খাবে? নিশ্চয় এ দেশের মানুষ? কিন্তু ধান দিয়ে কী হবে, মানুষই যদি না বাঁচে? ১৭ কোটি মানুষ চায় তাদের ধান ও প্রাণ দু'টোই বাঁচুক।

লেখক: কবি ও কলামিস্ট

যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তারা বলছে, বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারকে কার্যকর এবং গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা নিতে হবে। তারা ২০১৪ ও ২০১৮ সালের মতো একতরফা বিতর্কিত নির্বাচন আর দেখতে চায় না। এ জন্য বিদেশী পক্ষগুলো বারবার সরকার ও বিরোধী দলগুলোকে সমঝোতার পথে হাঁটতে অনুরোধ করছে।

কানাডায় পাঁচ বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় ১৮ বাংলাদেশী নিহত

(প্রথম পাতার পর)

নিবিড় কুমার দে (২১)। এক জরিপে দেখা গেছে, ২০২০ সালে শুধু টরন্টো শহরে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে ৫৫৩ জন। আর গত কয়েক বছরে কানাডায় মারা গেছে ১৮ জন বাংলাদেশী। তাদের অধিকাংশই বাংলাদেশী শিক্ষবার্চমাউন্ট পার্ক কলেজিয়েট ইনস্টিটিউটের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী নাদিয়া মজুমদার। কানাডাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রশাসনিক হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার সন্তান নুসরাত জাহান (২৩) সাইকেল চালিয়ে কলেজে যাওয়ার সময় ২০১৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন।

২০১৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারী কানাডার ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মিসকাতুল ইসলাম ক্যাম্পাসে রাস্তায় গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়ে পরবর্তীতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হ্যামিলটন জেনারেল হাসপাতালে মারা যান। ২০১৮ সালের ২৪ জুলাই ক্যালগরিতে যুগ্ম সচিব আব্দুল লতিফ খানের কন্যা সামিরা লতিফ লিরা (২৪) মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী গাড়ির চাপায় ঘটনাস্থলেই সহপাঠীসহ মারা যান।

২০১৯ সালের ২২ জুন টরন্টোর ডাউন টাউনে রিজেন্ট পার্ক এলাকায় চলন্ত গাড়ির ধাক্কায় নিহত হন মাওলানা মিসবাহ উদ্দিনের স্ত্রী রত্না বেগম। ২০২০ সালের ১০ আগস্ট ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক শেষ করা শাবাব আহমেদ আলভী মন্ট্রিলে বাস দুর্ঘটনায় নিহত হন।

২০২১ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী উইনিপেগ থেকে প্রায় ১১৫ কিলোমিটার উত্তরে হাইওয়ে ৭-এ দু'টি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন বাংলাদেশী আল নোমান আদিত্য, রসুল বাধন ও অরণ্য আজাদ চৌধুরী মৃত্যুবরণ করে। ২০২১ সালের ১৩ মে অটোয়া শহর থেকে টরন্টো ফেরার পথে ৪০১ নম্বর হাইওয়েতে দুর্ঘটনায় নিহত হন ৩ জন। তারা হলো, প্রিমিয়াম সুইটসের পরিচালক মনিরুজ্জামান বিজয়, তার স্ত্রী ও লিয়াকত হোসেন নামে আরও একজন।

শুধু মৃত্যুই নয়, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে অনেকেই দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে। তাদের মধ্যে অনলাইন পত্রিকা জালালাবাদ বার্তার সম্পাদক এবং সাপ্তাহিক ভোরের আলোর নির্বাহী সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস চৌধুরীর চার বছরের ছেলে রাশিদুল চৌধুরীও রয়েছে। ২০১৯ সালের ২৬ মে ভিক্টোরিয়া পার্ক অ্যাভিনিউ এবং আদায়ের রোড এলাকায় মোটর সাইকেলের ধাক্কায় মাথায় মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয় রাশিদুল। বর্তমানে সে পঙ্গু হয়ে বিছানায় দিন কাটাচ্ছে। (সূত্র: দেশে-বিদেশে)



মহান ভাষার মাস

(প্রথম পাতার পর)

জনশীল উদ্যোগ। বইকে দেশের প্রত্যন্ত গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়ার তার কৃতিত্বকে এখনো পর্যন্ত কেউ স্পর্শ করতে পারেননি। বলাই বাহুল্য, দূরদর্শী চিত্তরঞ্জন সাহা বই যে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ সেটা বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন এক প্রকৃত এবং পূর্ণাঙ্গ প্রকাশক।

মুক্তধারার বই বের হতো তাদের সম্পাদনা পরিষদের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে এবং প্রতি বছর তিনি লেখকদের বিক্রি হওয়া বইয়ের রয়্যালিটি হিসাব করে সম্মানের সঙ্গে সম্মানী পৌঁছে দিতেন। তার কথা মনে রাখেনি কেউ-তাকে আদর্শ বলে কেউ গ্রহণও করেননি। এমনকি তার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানটিও তার সেই সুনাম রক্ষা করতে পারেনি।

বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে এই দুঃসাহসী প্রকাশকের সূচনা করা একক বইমেলা এখন অনেক বিরাট হয়েছে। মাসব্যাপী উৎসবের আয়োজনে বই বিক্রি চলছে, কিন্তু বইয়ের জনক যে লেখক তিনিই পাচ্ছেন না তার প্রাপ্য নূনতম পারিশ্রমিক। সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে, বলতে হয় বইমেলা একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। প্রকাশকরা কাগজের, কালির, বাইন্ডার, প্রেসের মূল্য দিচ্ছেন, কিন্তু লেখকই কেবল মূল্যহীন বেচারা তাদের কাছে! বিষয়টি হাস্যকর নয় কি? আমার নিজের অভিজ্ঞতা গত পঞ্চাশ বছরে অনেক বই বেরিয়েছে বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে একমাত্র 'প্রতীক' প্রকাশনীর আলমগীর রহমান ছাড়া অন্য কোনো প্রকাশকই রয়্যালিটির অর্থ প্রদান করেন না। বই বিক্রির কোনো হিসাবও দেন না। লিখে যদি লেখক জীবিকা নির্বাহ না করতে পারেন, তাহলে কীভাবে সাহিত্যের উৎকর্ষ ঘটবে? কীভাবে সংস্কৃতি বাঁচবে?

দেশের প্রায় সব শ্রেণি-পেশার মানুষদের সংগঠন আছে। রিকশা শ্রমিক, বাস শ্রমিক, ট্রাক শ্রমিক, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন শিল্পী সংগঠন, শিক্ষক, সাংবাদিক, গার্মেন্ট শ্রমিক, আছে এমনকি প্রকাশকদেরও- শুধু লেখকদের কোনো পেশাদারি সংগঠন নেই-অথচ পাকিস্তান আমলেও ছিল লেখক সংঘ, যার নেতৃত্বে ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো মনীষীজন। বলা যায়, লেখকদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই।

তাদের বসার কোনো জায়গা নেই, মিলিত হবার কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। আর সেজন্যই দেখি, বইমেলা বিরাট হচ্ছে কিন্তু লেখক হারিয়ে যাচ্ছেন। এখন তো আবার শুনতে পাই-লেখকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কোনো কোনো প্রকাশক বই বের করেন। এসবই সুন্দরভাবে সূচিত বইমেলার বর্তমান নেতিবাচক দিক; বলা যায়, একদম বিপরীত বাস্তবতা; যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এসব কারণে আমি মনে করি, বইমেলার সম্পূর্ণ আয়োজন পেশাদার প্রকাশকদের হাতে সমর্পণ করা প্রয়োজন। বইমেলা আয়োজন করা বাংলা একাডেমির কাজ নয়। বইমেলা করতে গিয়ে বাংলা একাডেমি তার প্রকৃত কাজ থেকে বহু দূরে চলে গেছে। বই যেহেতু প্রকাশকদের উৎপাদিত পণ্য, সেটি বিপণনের দায়িত্বও তাদের। যেমন শিল্পমেলা করেন শিল্পোদ্যোক্তারা। বইমেলায় বাংলা একাডেমির একটি স্টল থাকতে পারে প্রকাশনা হিসাবে, কিন্তু উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান তারা হতে পারে না। এটি বাংলা একাডেমির জন্য আত্মঘাতী।

বাংলাদেশে ইট-পাথরের আকাশচুম্বী উন্নয়ন ঘটছে, কিন্তু নীতি, আদর্শ ও নৈতিকতার মৃত্যু ঘটছে; যা কিনা একটি জাতির জন্য ভয়াবহ। ফলে বাংলা ভাষা নিয়ে চলছে স্বেচ্ছাচার। যার যেমন ইচ্ছা বাংলা ভাষাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া চালাচ্ছে-এটা শুরু করেছিল এফএম রেডিও'র জকিরা। এখন বিভিন্ন টেলিভিশন, অনলাইন প্লাটফরমে দূষিত বাংলার জগাখিচুড়ি চলছে। এ দুরবস্থা শুধু বাংলাদেশের নয়, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও চলছে।

একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদদের যে দাবি, যে আকাঙ্ক্ষা, আমরা সেই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছি। আমরা অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছি। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'সকল ভাষার সমান মর্যাদা চাই' এসব মুখরোচক জনতুষ্টির স্লোগান ছিল না।

এসব স্লোগান গভীর অর্থবোধক আদর্শের সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ কিংবা বলা যায় জীবনের মর্মানুভূতির মন্ত্রের মতো উচ্চারণ। এসব স্লোগানের নেপথ্যে নিহিত কর্তব্যবোধ, দায়িত্বশীলতা। মায়ের ভাষার জন্য জীবনদান করা কোনো ভাবালুতা নয়, হালকা ক্ষণস্থায়ী আবেগ-উচ্ছ্বাসের বিষয় নয়, জীবনের গভীর থেকে আসা, শেকড় বিস্তারী চেতনা। যতদিন আমরা সেই চেতনার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলাম ততদিন আমরা অর্জন করেছি-স্বাধীন দেশটাই সেই অর্জনের অনন্য উদাহরণ।

স্বাধীন দেশে আমরা সেই অঙ্গীকারের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ শুরু করেছি। বাংলা ভাষার চর্চা, সব ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার বেমালুম ভুলে শহিদ মিনারে ছবি টানানোর হানাহানির মধ্য দিয়ে অরাজকতার জন্ম দিয়েছি। আমরা শুধু শহিদবেদিতে ফুলই পদদলিত করিনি, আমরা পদদলিত করেছি নিজেদেরই। আমাদের যদি অর্জনের ধারায় ফিরতে হয়, তাহলে একুশের প্রকৃত অঙ্গীকারের কাছে ফিরতে হবে আর তা হচ্ছে মায়ের ভাষাকে মর্যাদা দিতে হবে জীবনের সর্বস্তরে।

অনুলিখন : শুচি সৈয়দ

ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা আর নেই

(প্রথম পাতার পর)

চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন সাবেক মন্ত্রী। তিন দিন আগে তাকে স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাংলাদেশ সময় রোববার (১৯ ফেব্রুয়ারী) রাত সাড়ে ১০টায় মারা যান তিনি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তৃণমূল বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব আক্কাস আলী খান।

ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা পরপর তিন বার ঢাকা-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন তিনি। দলের সর্বকনিষ্ঠ স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার গঠন করলে তিনি তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পান।



২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি বিএনপির নেতৃত্বাধীন সরকারের যোগাযোগমন্ত্রী ছিলেন। ১/১১ পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তার বিরুদ্ধে তিনটি দুর্নীতির মামলা হয়েছিল।

২০১২ সালে ৬ জুন নাজমুল হুদা বিএনপি থেকে পদত্যাগ করেন। ওই বছর আবুল কালাম আজাদকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট (বিএনএফ) নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ২০১৪ সালের ৭ মে তিনি বাংলাদেশ জাতীয় জোট নামে একটি জোট গঠন করেন। পরে ওই বছরের ২১ নভেম্বর তিনি বাংলাদেশ মানবাধিকার পার্টি নামে একটি দল গঠন করেন। ২০১৫ সালে তৃণমূল বিএনপি নামে নতুন একটি দল গঠন করেন।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ দিন ধরে নানা রোগে আক্রান্ত ছিলেন নাজমুল হুদা। সম্প্রতি হাসপাতাল থেকে বাসায় ফেরেন তিনি। গত সপ্তাহে তার গঠিত তৃণমূল বিএনপি নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নিবন্ধন পেয়েছে।



বাংলা ভাষা আন্দোলনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের অবদান

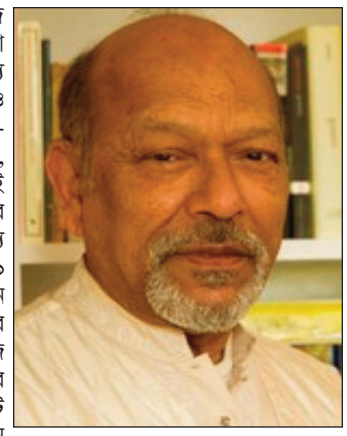
॥ গাজীউল হাসান খান ॥

তৎকালীন পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা বাংলাকে অগ্রাহ্য করে 'একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা', ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ এ কথা বলেছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে এক বিশেষ কনভোকেশন উপলক্ষে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহ সেই বাক্যটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই 'না, না' বলে প্রতিবাদ জানিয়েছিল বাংলার জাগ্রত ছাত্রসমাজ। এর আগে জিন্নাহ ঢাকায় আগমন করেন ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ এবং ২১ মার্চ তিনি ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে এক ভাষণ দেন। তাতে তিনি নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হওয়া উচিত, সেটা নিয়ে বলিষ্ঠভাবে কারো বক্তব্য উত্থাপন করাই কি ছিল জিন্নাহর উল্লিখিত ষড়যন্ত্রের পূর্বাভাস?

ঢাকার কার্জন হলে পাকিস্তানের 'একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তব্য দেওয়ার প্রায় এক মাস আগে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাংলার গণপরিষদ সদস্য ও কুমিল্লার বিশিষ্ট রাজনীতিক শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে 'মুক্তি সংগ্রামে কুমিল্লা' গ্রন্থের লেখক আবুল কাশেম হৃদয় লিখেছেন, 'বাংলা ভাষার কলকাকলীতে মুখরিত অঞ্চল ঢাকা কিংবা কলকাতায় নয়, খোদ পাকিস্তানের তৎকালীন রাজধানী করাচিতে গিয়ে পাকিস্তানের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে (২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮) তৎকালীন কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি ও পূর্ব বাংলার গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১) উর্দু এবং ইংরেজির সঙ্গে বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবি পেশ করেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত নিয়মিত কার্যবিধির ২৮ ধারার ওপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনে তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'এই প্রস্তাব প্রাদেশিকতা মনোভাবপ্রসূত নয়। পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছয় কোটি ৯০ লাখ, তার মধ্যে চার কোটি ৪০ লাখই বাংলা ভাষাভাষী। সেই যৌক্তিক ভিত্তির ওপরই তিনি তাঁর প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন। তখন তিনি আরো বলেছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথিত বা ব্যবহৃত ভাষাই রাষ্ট্রের ভাষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই বিবেচনায় বাংলাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।'

স্বনামধন্য রাজনীতিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক, সাংবাদিক আবুল কাশেম হৃদয় আরো বলেছেন, 'নবগঠিত পাকিস্তানে একজন বাঙালীর পক্ষে এ সাহস প্রদর্শন ছিল এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। গণ-পরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো : ÔI know, sir, that Bengali is a provincial language, but, so far our state is concerned, it is the language of the majority of the people of the state and it stands on a different footing. Out of six crores and ninety lakhs of people inhabiting this state, four crores and forty lakhs of people speak the Bengali language. So, sir what should be the state language of the state Pakistan? The state language of the state should be the state language which is used by the majority of the people of the state, and for that, sir, I consider that Bengali language is lingo franca of our state.... So we are to consider that in our state it is found that the majority of the people of the state do speak the Bengali language, then Bengali should have an honored place even in the central government.Õ

তথ্যসূত্র মতে আরো জানা যায়, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সেই ঐতিহাসিক প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তব্য রেখেছিলেন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ও গণ-পরিষদের সহসভাপতি মৌলভি তমিজউদ্দিন খান। অন্যদিকে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন দিনাজপুরের গণপরিষদ সদস্য শ্রীযুক্ত প্রেমহরি। এ ছাড়া প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছিলেন শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। লেখক, সাংবাদিক আবুল কাশেমের মতে, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী সবাই ছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস দলের সদস্য এবং বাঙালী হিন্দু। তথ্য মতে, সেদিন গণপরিষদের ৭৯ সদস্যের মধ্যে পূর্ববঙ্গের ৪৪ জন উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও মুসলিম ঐক্যের বিরোধ ও সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খুঁজে মুসলিম বাঙালী সদস্যরা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেওয়ায় কণ্ঠভোটে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই ক্ষমতাসীন পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাংলা ভাষার বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেছিল। কিন্তু তার মধ্য দিয়েই পূর্ব বাংলাব্যাপী ব্যাপক বাংলাভাষী মানুষের মধ্যে বাংলা ভাষা আন্দোলনের আনুষ্ঠানিকভাবে সূত্রপাত ঘটে। আর সেই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ক্রমে ক্রমে বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটেছিল বলে মনে করা হয়।



লেখক, সাংবাদিক আবুল কাশেমের তথ্য অনুযায়ী, পাকিস্তানের করাচি থেকে ফিরে ১৯৪৮-৪৯ সালে ভাষাসংগ্রামের রূপকার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর জেলা শহর কুমিল্লায় এসে আন্দোলন গড়ে তুলতে সহায়তা করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতার কারণে মাতৃভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন শুধু যে দানা বেঁধে উঠেছিল তা-ই নয়, কাঙ্ক্ষিতভাবে গতিও লাভ করেছিল। এ ছাড়া ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে তিনি ভাষার দাবিকে বাস্তবায়িত বা ফলপ্রসূ করার জন্য নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। জানা যায়, ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন, অলি আহাদ ও গাজীউল হকসহ অন্য নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের সঙ্গে একজন গণপরিষদ সদস্য হিসেবে তাঁর যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। তখন প্রাদেশিক পরিষদ ভবন ছিল বর্তমান জগন্নাথ হলের পাশের আঙিনায়। সেখান থেকে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা কিংবা মেডিক্যাল কলেজের সামনের চত্বরে যাওয়া-আসা করাটা তেমন কোনো দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল না। তবে ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪-তে ঘটে যাওয়া অর্থাৎ ভাষা আন্দোলন থেকে যুক্তফ্রন্টের অধীনে নির্বাচনের সময় ঢাকা ও কুমিল্লার মধ্যে নিয়মিত যাওয়া-আসা করাটা ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্য কিছুটা কঠিন হয়ে পড়েছিল সড়ক যোগাযোগ বিভ্রাটের কারণে। ওই সময় তিনি নিয়মিত রেলে ভ্রমণ করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন বলে জানা যায়।

আবুল কাশেম প্রণীত 'মুক্তি সংগ্রামে কুমিল্লা' গ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী দেশের অন্যান্য আন্দোলনমুখর স্থানের মতো কুমিল্লা শহর ও আশপাশের অঞ্চলে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়েছিল। সব স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা দলবদ্ধভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকে। শহরে সব দোকানপাট ও যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। ছাত্রদের এক বিরাট মিছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিতে দিতে শহর প্রদক্ষিণ করেছিল। বিকেলে কুমিল্লা টাউন হলের সামনে উন্মুক্ত প্রান্তরে তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকায় ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন রাজনৈতিক নেতা আবদুর রহমান খান। সেই ধারায় ২৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সারা কুমিল্লা আন্দোলনমুখর ছিল। শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে অর্থাৎ সর্বত্রই প্রতিবাদসভা ও মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। এ ছাড়া ৩ মার্চ ছাত্রদের অনির্দিষ্টকালের হরতালকে কেন্দ্র করে আয়োজিত 'শোক দিবস' এবং বিশেষ করে ৫ মার্চ 'শহীদ দিবস' পালন উপলক্ষে টাউন হলে আয়োজিত সভাকে কেন্দ্র করে পুলিশ বাধার সৃষ্টি করে। দেখতে দেখতে ৫ মার্চ কুমিল্লার সার্বিক পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই অবস্থায় কয়েকজন ছাত্রনেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে প্রায় ১০ হাজার ছাত্র-জনতা সঙ্গে সঙ্গে থানা ঘেরাও করতে যায়।



আন্দোলনের সেই ধারাবাহিকতায় ৯ মার্চ পর্যন্ত কুমিল্লায় ১৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বলে জানা যায়। সেই আন্দোলনে কুমিল্লার বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, তৎকালীন পৌরসভার চেয়ারম্যান অতীন্দ্রমোহন রায়, অধ্যাপক মফিজুল ইসলামসহ অনেকে উৎসাহ, পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেন। বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার আন্দোলন বায়ান্নতেই থেমে যায়নি। ঢাকাসহ সারা দেশের মতো কুমিল্লার গণ-আন্দোলনও বিভিন্ন চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বাঙালীর অভূতপূর্ব প্রাদেশিক সাফল্যের ফসল শেষ পর্যন্ত ঘরে তোলা সম্ভব হলো না। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে দুই বছরের মাথায় সব শেষ হয়ে গেল। পশ্চিম পাকিস্তানী স্বৈরশাসকরা পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিয়েছিল। সে কারণে অনেক ভেবেচিন্তে এক নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাঙালী ছাত্র-জনতার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসহ ছয় দফা দাবি নিয়ে আন্দোলনের মাঠে নেমেছিলেন ১৯৬৬ সালে। সেই আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠার আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁকে। তাঁর বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে এক মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। প্রাজ্ঞ প্রবীণ রাজনীতিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা মামলার প্রতিবাদ করে তাঁর ছয় দফা রাজনৈতিক কর্মসূচিকে সমর্থন দিয়েছিলেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ ধীরেনবাবু তখন সক্রিয় রাজনীতি থেকে অনেকটা দূরে সরে এসেছেন। কুমিল্লার ধর্মসাগরের পশ্চিম পারে টিন ও কাঠের নব-নির্মিত এক প্রশস্ত বারান্দাওয়ালা বাড়িতে বাস করতেন তিনি। সকাল-বিকেল সামনের বারান্দায় এক ইজিচেয়ারে বসে পরিচিত পথচারীদের কাছে দেশের খবর, রাজনীতির খবর নিতেন উৎসাহভরে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি তেমন একটি পরিবেশেই তাঁর সঙ্গে আমার কথোপকথন শুরু হয়েছিল। মণীন্দ্র নামে তাঁর বাড়িতেই একসময় আমার একজন স্কুলের সহপাঠী বাস করত। এ ছাড়া তাঁর নাতনি আরমা দত্ত (বর্তমানে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের একজন সদস্য) আমার সঙ্গে কুমিল্লা কনভেন্ট স্কুলে পড়তেন। তবে আমার নিচের ক্লাসে পড়তেন বলে তাঁর সঙ্গে আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি। ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়াশোনাকালীন আমি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে একজন নেতৃস্থানীয় সংগঠক ছিলাম। সেই কারণে নিভৃতচারী প্রাজ্ঞ প্রবীণ রাজনীতিক ধীরেন বাবুর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আমার কিছু কথোপকথন হতো। এ ছাড়া তিনি ছিলেন আমার নানার একজন রাজনৈতিক বন্ধু। সে কারণে আমি আমার বন্ধু-বান্ধবকে তামাশা করে বলতাম, ধীরেনবাবু গ্রাম সুবাদে আমার নানা।

তারপর আমি ষাটের দশকের শেষ দিকে কুমিল্লা ছেড়ে চলে যাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়ি বাম ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে। দ্রুত একের পর এক ঘনিয়ে আসে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং শেষ পর্যন্ত পঁচিশে মার্চের কালরাত্রি। যোগ দিই মুক্তিযুদ্ধে। ওই সময়টায় একই পাড়ার এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে থাকলেও কুমিল্লায় গেলে খুব কমই দেখা হয়েছে ধীরেনবাবুর সঙ্গে। ক্যান্টনমেন্ট শহর হিসেবে কুমিল্লার ওপর সামরিক বাহিনীর ইন্টেলিজেন্সের নজরদারি ছিল অত্যন্ত প্রখর। বাংলা ভাষা, স্বাধিকার আন্দোলন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে ধীরেনবাবুর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা ভোলেনি সামরিক বাহিনীর ইন্টেলিজেন্স। তাই একাত্তরের ২৯ মার্চ তাঁর কুমিল্লার বাসভবন থেকে একসময়ের কৌশলী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে (তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র দিলীপ দত্তসহ) ময়নামতি সেনানিবাসে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কাজ করা নাপিত বা ক্ষৌরকর্মী রমণী শীলের জবানিতে পরে জানা যায়, আমাদের ভাষা আন্দোলনের রূপকার ও বিশিষ্ট রাজনীতিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ওপর নির্মম অত্যাচার চালায় পাকিস্তানী বাহিনী। তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করার জন্য নিষ্ঠুরভাবে দৈহিক নির্যাতন চালায় পাকিস্তানীরা। সর্বাঙ্গে জখম নিয়ে তাঁকে হামাগুড়ি দিয়ে টয়লেটে যেতে দেখেছেন রমণী শীল। শক্তিশালী আঘাতের কারণে তাঁর একটা চোখ প্রায় বেরিয়ে গিয়েছিল, ফুলে গিয়েছিল সারাটা মুখ এবং সম্ভবত মেরে ভেঙে ফেলা হয়েছিল তাঁর বাঁ পা। তিনি তখন কোনোমতেই দাঁড়াতে পারছিলেন না। এভাবে এক পর্যায়ে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল মনীষীতুল্য এই ব্যক্তিকে। একটি নিচু জায়গায় কিংবা গর্তের পারে নিয়ে দত্ত বাবুকে গুলি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন রমণী শীল। কিন্তু সঠিকভাবে তারিখটি বলতে পারেননি তিনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী কিংবা ৫০ বছর পেরিয়ে গেলেও আমাদের ভাষা আন্দোলনের এই পথিকৃৎ এবং বাঙালীর স্বাধিকার আন্দোলনের রূপকার ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতি অম্লান করে রাখার জন্য জাতীয় পর্যায়ে এখনো তেমন কিছু করেনি আমাদের সরকার। তাঁর নামে কুমিল্লা স্টেডিয়ামের নামকরণ হলেও স্থানীয় কিশোর কিংবা যুবা বয়সের অনেকেই এখনো জিজ্ঞেস করে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কে? তিনি কিসের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন?

লেখক: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শব্দসৈনিক স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র
e-mail: gaziulhkhan@gmail.com

রমজানে বাজার যেন

(১৩ পাতার পর)

সব ক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও দু-একটি জরুরি পণ্যের ক্ষেত্রে অন্তত এ চেষ্টা করা যেতে পারে।

রমজানে সব জিনিসের চাহিদা বেড়ে যায়, এটা কিন্তু ঠিক নয়। নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের চাহিদা অনেক বাড়তে দেখা যায়। সেসব পণ্যেরই দাম বৃদ্ধি পায় বেশি। এজন্য ভোক্তাদেরও অনেক ক্ষেত্রে দায়ী করা হয়। বাজারে পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ স্বাভাবিক থাকার পরও অনেক ভোক্তাকে দেখা যায় রমজান শুরুর আগেই অহেতুক পণ্যসামগ্রী কিনে ঘরে এনে জমা করতে। এতে বাজারে এক ধরনের সংকট সৃষ্টি হয় এবং এর সুযোগে কিছু ব্যবসায়ী ওইসব পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেন।

ভোক্তারা বুঝতে পারেন না, তাদের এমন আচরণের কারণে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে এবং এতে সাধারণ মানুষ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ বিষয়ে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এজন্য আগে থেকে প্রচারণা চালাতে হবে। ব্যবসায়ী নেতারা, সেই সঙ্গে মিডিয়া এ বিষয়ে জনমত গড়ে তুলতে পারে।

রমজানে যেসব পণ্যের চাহিদা বেশি হারে বেড়ে যায়, সেগুলোর আমদানি যেন কোনোভাবে ব্যাহত না হয়। অন্যান্য পণ্যের আমদানি কমিয়ে দিয়ে হলেও এ সময়ে বাজার শান্ত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ঠিকমতো আমদানি হওয়ার পরও সরবরাহ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে থাকে। সে কারণেও সংকট দেখা দেয় এবং অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। ভুল রিপোর্টিংয়ের কারণেও পণ্যসামগ্রীর বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এদিকে মিডিয়া পরিচালনাকারীদের সুদৃষ্টি রাখতে হবে। সরকার টিসিবির মাধ্যমে কিছু জরুরি পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করে কম দামে। এ সময়ে এই কার্যক্রম বাড়াতে হবে। তালিকায় নতুন পণ্যসামগ্রী যোগ করতে হবে রমজানে। টিসিবির কার্যক্রম নির্দিষ্ট কিছু শহর এলাকায় সীমাবদ্ধ বলে অভিযোগ রয়েছে। এ অভিযোগ অন্তত রমজানে যাতে না ওঠে, সে ব্যবস্থা করতে হবে।

আমরা একটি দীর্ঘ করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছি এবং তারপর ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে দেশের অর্থনীতিতে সংকট দেখা দিয়েছে। অনেক মানুষ এর মধ্যে কাজ হারিয়েছে, অনেকের আয় কমে গেছে এবং এর পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়েছে। রমজানের আগেই বাজার যেহেতু চড়া, সেজন্য এ মাসে নতুন করে জিনিসপত্রের দাম যাতে না বাড়ে, সে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

এমন পূর্বাভাসের খবর রয়েছে যে, রমজানে বেশকিছু পণ্যের দাম আরও ২৫ থেকে ৩০ ভাগ বাড়তে পারে। এ ধরনের পূর্বাভাসও বাজারে প্রভাব সৃষ্টি করে এবং এতেও দাম বেড়ে যায়। পূর্বাভাস যারা দেওয়ার, তারা সেটা দেবেন। সরকারকেও এসব বিবেচনায় নিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলায় পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকার মাঝে একযোগে কয়েকটি জ্বালানি পণ্যের দাম অনেক বাড়িয়েছিল।

তখন এর প্রভাব পড়ে বাজারে এবং জিনিসপত্রের দাম দ্রুত বেড়ে যায়। তখন বলা হচ্ছিল, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম কমে এলে সরকার যেন দেশে এর দাম কমায় এবং বাজারে এর প্রভাব যাতে পড়ে, সেই ব্যবস্থা করে। এরপর আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম কমতে শুরু করে। কিছু নিত্যপণ্যের দামও সেই বাজারে কমে আসার প্রবণতা দেখা গেছে। এর সুযোগ নিতে হবে। রমজান শুরুর আগেই জ্বালানির দাম কিছুটা কমানো যায় কিনা, সে চিন্তা করা প্রয়োজন।

সরকার গ্যাস, বিদ্যুতের দামও বাড়িয়েছে এবং ধাপে ধাপে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রক্রিয়ায় আছে। এমন পদক্ষেপের প্রভাব শিল্প, কৃষি ও ব্যবসার ওপর পড়ে এবং ফলে ওইসব ক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত পণ্যের দাম বেড়ে যায়। এ অবস্থায় রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা ভালো না থাকলে, উপরন্তু বেশকিছু লোক বেকার হয়ে পড়লে পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়, সেটা সহজেই বোধগম্য।

ïধু খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে চলেছে, তা তো নয়। মানুষের যাতায়াত খরচ বেড়েছে। তাদের ছেলেমেয়ের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার খরচ বেড়ে গেছে। সম্প্রতি এমন একটি খবর সংবাদপত্রে দেখেছি যে, মানুষ অর্থসংকটে পড়ে ইন্টারনেট ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহার কমে যাওয়ায় আমরা যে জ্ঞানভিত্তিক সমাজের দিকে যেতে চাই, তাতেও কি বিঘ্ন সৃষ্টি হবে না?

লেখক: রাজনীতিক, লেখক; মহাপরিচালক, বিএফডিআর

রাষ্ট্রের তিন সত্তার বৈশিষ্ট্য অটুট থাকতে হবে

॥ সালাহউদ্দিন বাবর ॥

যেকোনো দেশের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্র, সরকার ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল- এই তিন সত্তা তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলতে পারলে তবে তার অর্থ দাঁড়ায় সে রাষ্ট্র খুব একটা সমস্যায় নেই। এই তিনের ভেতর কেউ যদি তার 'পেরিফেরি' বা সীমা অতিক্রম না করে সহাবস্থান করতে পারে, তাহলে সেই দেশে গণতন্ত্র, উন্নয়ন কর্মসূচি, সুশাসন, জবাবদিহিতা সব কিছুই সমান্তরালভাবে এগিয়ে যায়। তবে বিশেষ করে শাসকদলের স্বার্থ কখনো যদি সরকার ও রাষ্ট্রের স্বার্থকে অতিক্রম করে, তখন সে দেশকে টানাপড়েনের মধ্যে পড়তে হবেই। এ ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময় দেখা যায় সরকার নিজ দলের অনেক অনৈতিক অনাকাঙ্ক্ষিত ও আগ্রাসী ভূমিকার সাথে আপস করে ফেলে। তখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে উপরে রাখতে পারে না। কোনো সন্দেহ নেই, তখন গোটা রাষ্ট্রাচার নানামুখী সঙ্কট-দ্বন্দ্বের মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি এখন সেই দ্বন্দ্বের মুখো-মুখি হচ্ছে কি না, ভেবে দেখা দরকার। তবে এমন জনশ্রুতি রয়েছে যে, আমাদের রাষ্ট্রের তিন শাখা- আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ স্বরূপে বিকশিত হতে পারছে না। তাই চতুর্দিকে নানা ব্যত্যয় লক্ষ করা যাচ্ছে। আর এটি অতি অবশ্যই এই রাষ্ট্রের অসুস্থ হয়ে পড়ার লক্ষণও।

বিচার বিভাগ নিয়ে কোনো কথা বলা খুব স্পর্শকাতর বিষয়। এ নিয়ে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। তবে আমরা যতটুকু বুঝি ও অতীতে যা দেখেছি, বিচার বিভাগ সবসময় রাজনৈতিক বিষয় এড়িয়ে চলতে পছন্দ করে। অতি সম্প্রতি জাতীয় পার্টির একটি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ঘটনা আদালতের পবিত্র দোরগোড়ায় পৌঁছে ছিল। সেখান থেকে প্রথমে যে সিদ্ধান্ত এসেছিল; তাতে শাসকদল হয়তো পুলকিত-উৎফুল্ল হয়। পরে আবার ভিন্ন সিদ্ধান্ত আসায় তারা নিরাশ হতে পারে। পক্ষান্তরে জাতীয় পার্টির একাংশ প্রথমে হতাশ হয় এবং পরে আশাবাদী হয়েছে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু শাসকদল তো নাছোড়বান্দা। এ লেখা যখন তৈরি হচ্ছে তখন পর্যন্ত নতুন কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। তবে শাসকদলের এমন পুলকিত ও নিরাশ হওয়াকে কেউ স্বাভাবিক বলে মনে করেন না। এর অবশ্যই কিন্তু আছে।

এ দিকে অনেক কথাই এখন রাজনৈতিক অঙ্গনে চাউর রয়েছে যে, শাসন বিভাগ অনেক স্থানেই তাদের সীমানা অতিক্রম করে এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য শাখায় অনাবশ্যক নাক গলায়। এটিকে অনেকেই কর্তৃত্বপরায়ণতা বলে বিবেচনা করছেন। তাদের নিজস্ব বলয়, সেখানে তাদের যোগ্যতা সক্ষমতা নিয়ে অনবরত নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়ে আছে। বিশেষ করে দেশের অর্থনীতি এখন যে শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেটি একান্তই সরকারের ভুল পদক্ষেপের জের বলেই খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদদের সুচিন্তিত অভিমত। সে কারণে এখন রাষ্ট্রকে দ্বারে দ্বারে সাহায্যের জন্য ঘুরতে হচ্ছে। কিন্তু সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর সেটিকে তিল থেকে তাল করে দেখিয়ে বাহবা নেয়ার এক অদ্ভুত প্রয়াস চালানো হচ্ছে। এ কথাও বলা হচ্ছে যে, অমুক দেশ চেষ্টা করেও সাহায্য পায়নি, আমরা পেয়েছি। কিন্তু ঋণ করে ঘি খাওয়ার মধ্যে কি কোনো গৌরব আছে! চিন্তার বিষয়, তেমন বোধ বিবেচনা কি হারিয়ে ফেলা হয়েছে। আরো দুর্ভাগ্যের কথা হলো, দেশের নিরন্ন মানুষের ঘাড়েই এই ঋণ পরিশোধের বোঝা চাপানো হলো, সেটিই মোদ্দাকথা। যেকোনো সরকার আজ আছে কাল নেই। কিন্তু সেই সব সাধারণ মানুষ যাদের এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তারও তো থেকেই যাবে। ধরে নিই আজকের সংসদের সবাই জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধি। তাই সেখানে কথা বলেই তো এই সিদ্ধান্ত নেয়া যেত। কিন্তু তা তো হয়নি, দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সবাইকে অন্ধকারে রেখে এমন সিদ্ধান্তই হলো। প্রশ্ন হচ্ছে, কার তেলে কে কই ভাজে। দারিদ্র্য থেকে উত্তরণ অবশ্যই গৌরবের ও সাফল্যের কথা, কিন্তু দারিদ্র্য নিয়ে বড়াই করার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব বা সম্মান নেই। এ দিকে মানুষকে দারিদ্র্য জয়ের বহু কল্পকাহিনী শোনানো হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে সব লবডঙ্কা। স্মরণ করা যেতে পারে অনেক দেশেই মূল্যস্ফীতির কারণে সাধারণকে বিশেষ সহায়তা দিতে সরকার এগিয়ে আসে। কিন্তু গত ১৫ বছরে আমাদের দেশে এমন সহায়তার কথা একবারও শোনা যায়নি। পক্ষান্তরে সম্প্রতি কয়েক দফা গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে মানুষকে বারবার অর্থনৈতিক চাপে ফেলতে কুণ্ঠাবোধ করেনি প্রশাসন। কেউ হয়তো বলতে পারেন ওএমএস কর্মসূচির মাধ্যমে কিছু সাশ্রয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। এখানে আমাদের বিনীত আরজ, রাজধানীর বাইরে ওএমএস নিয়ে কী হচ্ছে আমরা জানি না। আর ঢাকাতেও আমরা পুরো শহর চষেও বেড়াইনি। সে জন্য এ ক্ষেত্রে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। তবে সংবাদপত্রসেবী হিসেবে পত্রিকার পাতায় চোখ রাখা আমাদের নিত্যদিনের নিয়মিত অভ্যাস। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ওএমএস নিয়ে যত খবর এ পর্যন্ত পড়েছি, তাতে কখনো এমন কিছু পড়ার সৌভাগ্য হয়নি,



যাকে খুব ইতিবাচক বলা চলে। যেমন অতি প্রত্যুষ থেকে হাজারো মানুষ ওএমএস থেকে মাত্র কিছু নির্ধারিত পণ্য কেনার জন্য দীর্ঘ সারিতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। কখন যে ওএমএসের ট্রাক আসবে সেই অপেক্ষায়। কখনো কখনো বহু অপেক্ষার পর সূর্য মধ্যগগন স্পর্শ করলে ট্রাক আসে। কিন্তু সবার ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত পণ্য কেনা সম্ভব হয় না। লাইনের অর্ধেক মানুষই পণ্য কিনতে পারে না। কারণটা হচ্ছে, পণ্য ফুরিয়ে যাওয়া। তাই বহু মানুষ দিনমান দাঁড়িয়ে থেকে খালি হাতে ঘরে ফেরেন। কোনো দিন ওএমএসের ট্রাকও আসে না মানুষকে অযথা অপেক্ষা করে চলে যেতে হয়। তা ছাড়া এত বড় ঢাকা শহর যেখানে প্রায় দুই কোটির মতো মানুষের বাস। সেখানে কয়টি ট্রাক আর ওএমএসের পণ্য বিক্রির জন্য আসে। আমরা এখন একবারে হালের প্রকাশিত একটি জাতীয় দৈনিকের খবর থেকে ওএমএস-বিষয়ক একটি প্রতিবেদনের কিছু কথা তুলে ধরতে চাই। সেই প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, 'ভোরে ওএমএস যুদ্ধ'। সেখানেও খবরের কিছু মূল পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছিল। সেখানে যেমন তুলে ধরা হয়, 'লাইনে দাঁড়াতে কেউ টুল, কেউ পাতেন ইট।' 'ট্রাক আসতেই শুরু ঠেলাঠেলি (জনাধিক্যের কারণে)', 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ ছাত্রও সারিতে' (এর ব্যাখ্যা হলো- এই যুবক অবশ্যই নিম্নবিত্তের যুবক নয়, এখন মধ্যবিত্তের ঘরের চরম অভাব) 'খালিহাতে ফিরে যান অনেকে'। এসবের বিস্তারিত বর্ণনা ছিল খবরে। কিন্তু এই নিবন্ধের জন্য পত্রিকায় যতটুকু স্পেস বরাদ্দ তাতে পুরো বা আংশিকভাবেও সেই প্রতিবেদন ধরানোর সুযোগ নেই। তাই সংক্ষেপে কিছু মোদ্দাকথা বলেই শেষ করব। এটি আসলে এখন জীবনের বাস্তবতা, তাকে কেউ গ্লানি ও আশাভঙ্গের বিষয় বলতে পারেন। আরো বলতে পারেন প্রশাসনের দেয়া প্রতিশ্রুতি ও প্রাপ্তির কী আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

এ দিকে শিল্পাঞ্চল থেকে করুণ আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। জ্বালানির এমন মূল্যস্ফীতির কারণে আজ আর কোনোভাবেই দেশের শিল্প বাঁচানো যাবে না। শিল্প যদি ধ্বংস হয়ে যায় দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদও ধসে পড়বে। লাখ লাখ শ্রমজীবী মানুষ পরিবার-পরিজন নিয়ে পথে দাঁড়াতে বাধ্য হবে। আর অন্য দিকে আমদানি-বাণিজ্যের পরিসর বৃদ্ধির জন্য প্রশাসনের ওপর আরো চাপ সৃষ্টি হবে। এখন কোনো জরুরি পণ্য আমদানির জন্যও বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু দেশের শিল্প ধ্বংস হলে আমদানি-বাণিজ্যের ওপরও আরো চাপ পড়বে। কেননা জরুরি পণ্যের উৎপাদন হ্রাস পেলে তার চাহিদা পূরণের জন্য আমদানির ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখন অতি জরুরি পণ্যও আমদানি করতে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে না। এখন পণ্যের সঙ্কটজনিত কারণে সেইসব পণ্যের মূল্য স্বাভাবিকভাবেই ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। সে ক্ষেত্রে ভোগান্তিটা বাড়বে এককভাবে সাধারণ মানুষের।

এখন তেল-গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির পেছনে কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ঋণদানের পূর্ব শর্ত হিসাবে সব কিছুর ওপর ভর্তুকি তুলে নিতে হবে। তার জন্য এখন দাম বাড়ানো অপরিহার্য ছিল। এটা হতেই পারে, কিন্তু বাড়তি মূল্য দেয়ার জন্য সাধারণ মানুষের আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধির কোনো প্রচেষ্টাই করা যায়নি। যাই হোক, অর্থলগ্নিকারী সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অনেক আগেই কিন্তু পরামর্শ দেয়া হয়েছিল নানা ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের জন্য কিন্তু প্রশাসন তাতে তেমন গা করেনি। সেই সময় থেকে সংস্কারের কথা ভাবা এবং জনগণের সঙ্গতি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সমান্তরালভাবে চলত। তাহলে আজ মানুষকে এমন বিপদে পড়তে হতো না। এসব আসলে প্রশাসনের অদূরদর্শিতারই অভাবই তুলে ধরছে। তা ছাড়া জ্বালানি খাতেও যে অব্যাহত অপচয় সে ব্যাপারে প্রশাসন একেবারে নির্জীব। অথচ এখানে দক্ষতা বৃদ্ধি করে অপচয় কমিয়ে মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় করা যেতে পারত। অপচয়ের একটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে, যা প্রশাসনের অদক্ষতাকে আরো প্রকটভাবে চিত্রিত করছে। সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবরের শিরোনাম হচ্ছে, ওবায়দুল কাদের বলেন, সড়কের অবস্থা ছেঁড়া কাঁথার মতো। সেই খবরের অংশবিশেষ উদ্ধৃতি করা হলে মানুষ বুঝতে পারবে কোথায় কোন কারণে সেতুমন্ত্রী এ কথা বলেছেন। প্রকল্প শেষ হওয়ার আগেই সড়কগুলোর বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, 'নবীনগর-চন্দ্রা চার লেনের সড়ক এক বছর না যেতেই ছেঁড়া কাঁথার মতো জোড়াতালির অবস্থা। এই ফোর লেন দিয়ে কী হবে। এত টাকার অপচয়।' কাল শেষে এ কথা বলে এখন আর কী লাভ। যখন তদারকির দরকার ছিল, তখন কে কোথায় ছিলেন? এ তো মাত্র একটি উদাহরণ, এমন অপচয়ের হাজারও উদাহরণ সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। এখন বিষাদের সুরে কথা বলে বা অনুতাপ করে কী লাভ। এসব অপচয় রোধ করতে না পারা কি অদক্ষতার প্রমাণ নয়!

মুক্তিযোদ্ধার কোমরে রাজনৈতিক রশি

॥ মোশতাক আহমেদ ॥

হতে পারেন তিনি একজন বিরোধী দলের কর্মী। কিন্তু তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা, যাঁদের নামের আগে আমরা সম্মানসূচক 'বীর' শব্দটা ব্যবহার করে থাকি। বয়সও ষাটের কোঠা ছাড়িয়ে সত্তুরে ছুঁয়েছে। এই মানুষটিকে হাতকড়া আর কোমরে রশি বেঁধে আদালতে তোলা হয়েছে। অপরাধ, বর্তমান সময়ে বহুল ব্যবহৃত শব্দ সেই 'নাশকতা'। এটা প্রমাণে কথিত অপরাধীর রাজনৈতিক পরিচয়ই যথেষ্ট। বলছি নরসিংদীর শিবপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু ছালেক রিকাবদারের কথা। গত ১১ ফেব্রুয়ারি তাঁকে কোমরে রশি বেঁধে আদালতে হাজির করা হয়। আগের দিন তাঁকে তাঁর বাড়ির সামনে থেকে গ্রেপ্তার করে শিবপুর থানা পুলিশ। আদালত তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠান। (সমকাল, ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৩)। যদিও পরবর্তী সময়ে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এবং আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতিসহ অনেকেই এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। কেবল নিন্দা জানানোর মধ্য দিয়ে এটিকে শেষ করে দিলে জাতির জন্য তা হয়ে থাকবে এক অমোচনীয় কলঙ্কের সাক্ষী।

যেদিন এই বীর মুক্তিযোদ্ধার কোমরে রশি বেঁধে আদালতে নেওয়ার ছবি প্রকাশিত হলো, সেদিনই দেশের সবক'টি জাতীয় দৈনিকে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আরও একটি খবর ছাপা হয়েছে। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নির্মিত আবাসন প্রকল্পের হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ভিক্ষা করবে, রিকশা চালাবে এটা হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী এ দেশের কোটি মানুষের মনের কথা এতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হলো সুন্দর আবাসন আর পেটে ভাতের সঙ্গে যদি কোমরে রশি বাঁধা থাকে তাহলে সেই আবাসন কি একজন মুক্তিযোদ্ধার সম্মান নিশ্চিত করতে পারে?

আমি নিশ্চিত এ ঘটনাটি যদি সরকারদলীয় কারও সঙ্গে ঘটত তাহলে এতক্ষণে একে স্বাধীনতাবিরোধীদের ষড়যন্ত্র বলে তোলপাড় শুরু হয়ে যেত। বিবেচ্য ক্ষেত্রে এর কোনো সুযোগ নেই। কারণ, বর্তমান সময়ে উপজেলা বা থানা পর্যায়ে যেসব পুলিশ সদস্য কর্মরত আছেন তাদের প্রায় সবারই নিয়োগ হয়েছে আওয়ামী লীগের আমলেই। সে ক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে, যে পুলিশ সদস্যটি একজন মুক্তিযোদ্ধার কোমরে রশি বেঁধেছেন তিনিও আওয়ামী আমলেরই নিয়োগপ্রাপ্ত এবং স্বাধীনতাবিরোধী পক্ষের কেউ নন। তাহলে এমনটি কেন হলো? জবাব একটাই- কথিত অপরাধী বিরোধীদলীয় কর্মী বা সমর্থক। তাই তাঁর ক্ষেত্রে চেতনার মানদণ্ডও ভিন্ন। বিরোধী দলের কেউ যদি মুক্তিযোদ্ধাও হন, তাঁর ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রযোজ্য নয়।

তাইতো দেখি সরকারি দলের কেউ যদি কোনো অপরাধ করে তাহলে সে থানার ওসির সঙ্গে বসে খানাপিনা করলেও পুলিশ তাঁকে খুঁজে পায় না। এমনই এক খবর বেরিয়েছিল গত বছর মার্চ মাসে কক্সবাজারের চকরিয়া থানার ওসির বিরুদ্ধে। খবর মতে, এক হত্যাচেষ্টা মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামিকে নিয়ে তিনি কেক কেটে নিজের জন্মদিন উদযাপন করেছিলেন। অথচ পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছিল যে, আসামিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। (চ্যানেল টোয়েন্টিফোর, ১৭ মার্চ, ২০২২)। এমনতর ঘটনার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাবে, যেখানে আসামি পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ পুলিশ তাদের ধরছে না। বলাবাহুল্য এসবই সরকারদলীয় বা দলীয় সমর্থকদের বেলাতে প্রযোজ্য, বিরোধীদের বেলায় নয়। বিরোধীদলীয় কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উঠলে তাঁকে না পেলে তাঁর পরিবারের নিরপরাধ সদস্যদের পর্যন্ত থানায় ধরে নিয়ে যাওয়ার উদাহরণ রয়েছে।

আমি বলছি না- একজন মুক্তিযোদ্ধা যদি কোনো অপরাধ করে তাহলে তাঁর বিচার হবে না। বিচার অবশ্যই হবে এবং হতে হবে। কিন্তু কারও বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিচার শুরু হওয়ার আগেই যদি তাঁকে কোমরে রশি বেঁধে ঘোরানো হয়, তাহলে জাতির কাছে তা মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে কী বার্তা দেবে? একজন মুক্তিযোদ্ধার কোমরে রশি বাঁধার আগে আমাদের নীতিনির্ধারকদের বিষয়টি একবার ভেবে দেখা দরকার ছিল।

যেদিন এই বীর মুক্তিযোদ্ধার কোমরে রশি বেঁধে আদালতে নেওয়ার ছবি প্রকাশিত হলো, সেদিনই দেশের সবক'টি জাতীয় দৈনিকে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আরও একটি খবর ছাপা হয়েছে। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নির্মিত আবাসন প্রকল্পের হস্তান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ভিক্ষা করবে, রিকশা চালাবে এটা হতে পারে না।

এ ক্ষেত্রে আরও একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য। তা হলো- সবাই জানি বর্তমানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। তাদের ভাতা বাড়ানো হয়েছে, আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাদের সন্তানদের চাকরির জন্য কোটা করে দেওয়া হয়েছে- এমন আরও অনেক আছে। মাত্র একজনের কোমরের রশি যে সরকারের সব ভালো কাজকে ম্লান করে দিয়েছে- এ কথা কি তারা বুঝতে পারছেন?

আমি বিশ্বাস করতে চাই- এই যে একজন পুলিশ সদস্য একজন মুক্তিযোদ্ধার কোমরে রশি বেঁধেছে, তার নির্দেশ সরকারের ঊর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তার কাছ থেকে আসেনি। হতে পারে সে অতিউৎসাহী হয়েই কাজটি করেছে। বর্তমানে আমাদের প্রশাসনে এ রকম অনেক অতিউৎসাহী রয়েছে, যারা তাদের অপকর্ম ঢাকা কিংবা ভালো পোস্টিং বা চাকরিতে বাড়তি সুযোগসুবিধা পাওয়ার আশায় রাজনৈতিক কর্মীর মতো আচরণ করছে। অন্যদিকে সরকারও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখাসহ নানাবিধ বোধগম্য কারণে এই অতিউৎসাহীদের কর্মকাণ্ডকে নীরবে মেনে নিচ্ছে। এতে করে আখেরে যে সরকারেরই ক্ষতি হচ্ছে, তা তারা বুঝতে পারছে না। যাক, কল্পকাহিনির রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এক কাহিনি দিয়েই লেখাটা শেষ করতে চাই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একবার পেয়াদাকে ডেকে বললেন, ওহে ভজহরি ব্যাপারীকে একবার ডেকে আনবি তো। পেয়াদা ব্যাপারীকে একেবারে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাজসভায় হাজির করল। এদিকে ভজহরির ওপর নানা কারণে রাজসভার ভাঁড় গোপাল খুব চটে ছিল। তাই পেয়াদা তাকে রাজসভায় বেঁধে এনেছে দেখে গোপাল খুব খুশি হলো। রাজা কিন্তু পেয়াদার ওপর চটে গিয়ে বললেন, আমি ভজহরিকে ডেকে আনতে বললুম, আর তুই কিনা একেবারে বেঁধে নিয়ে এলি? তোকে আমি বরখাস্ত করব। পেয়াদা কাঁদতে কাঁদতে বলল, আর করব না হুজুর। এবারের মতো বেয়াদপি মাপ করুন।

গোপাল পেয়াদার পক্ষ নিয়ে ওকালতি করে মোলায়েম স্বরে বললে, হুজুর একে বরখাস্ত করবেন না- এ হচ্ছে জাত পেয়াদা। পেয়াদারা ধরে আনতে বললে বেঁধেই আনে। যদি জাত পেয়াদা না হতো সে কখনোই বেঁধে আনত না। কথাটা ঠিক কিনা এবার মহারাজ আপনি বিবেচনা করে দেখুন। গোপালের কথায় রাজা হেসে ফেললেন এবং অতি করিৎকর্মা পেয়াদাকে ক্ষমা করে দিলেন সেবারের মতো। আমাদের প্রশাসনেও এমন অনেক পেয়াদা রয়েছে। আরও রয়েছে রক্ষাকর্তা গোপাল ভাঁড়। এদের ব্যাপারে সতর্ক না হলে সরকারের ক্ষতি বৈ লাভ হবে না কখনও।

লেখক: কলাম লেখক, জাতিসংঘের সাবেক কর্মকর্তা





২১ ফেব্রুয়ারীকে মাদার ল্যাংগুয়েজ ডে

(প্রথম পাতার পর)

একটি রেজুলেশন গহীত হয়েছে। (রেজুলেশন ০৪৭৪)। এই জেুলেশনের কো-স্পন্সর ছিলেন ব্রুকলীন থেকে নির্বাচিত বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত শাহানা হানিফ। রেজুলেশনটি স্পন্সর করে সিটি কাউন্সিলের 'কমিটি অন কালচারাল এ্যাফেয়ার্স ও লাইব্রেরীজ এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারগ্রুপ রিলেশন্স'। এই রেজুলেশনের অন্য স্পন্সররা হলেন কাউন্সিল সদস্য যথাক্রমে টিফানি ক্যাভান, জুলি ওয়ান, কৃস্টাল হাডসন, শেখর কৃষ্ণান, এরিক ডাইনোউইটজ, নাতাশা উইলিয়ামস, চি ওসি, অ্যালেক্স এ্যাভাইলস, ক্রিস্টোফার মার্টি, ফারাহ লুইস, জুলি মেনিন, পিয়েরিনা এ্যানা স্যানচেজ, কারলিনা রিভেরা, মারজোরি ভেলাজকুয়েজ ও জেমস জিনারো। রেজুলেশনে বলা হয়, ২১ ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্ক সিটিতে 'মাদার ল্যাংয়েজ ডে' হিসাবে পালিত হবে। বাংলাদেশী বাঙালী কমিউনিটির কাছে বাংলা ভাষার প্রতি যে গুরুত্ব তাকে সম্মান প্রদর্শন করাই এই ঘোষণা দেয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। পাশাপাশি নিউইয়র্ক সিটিতে যে কালচারাল ডাইভারসিটি বা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র রয়েছে তাকে উর্ধে তুলে ধরা।

এদিকে সিটি কাউন্সিলে অন্য সদস্যদের সহযোগিতায় রেজ্যুলেশনটি গৃহীত হওয়ার পর নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত মুসলিম-নারী কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, বাঙালীর মাতৃভাষা দিবসকে শ্রদ্ধাভরে উদযাপনের রেজ্যুলেশনটি গৃহীত হওয়ায় প্রথম বাংলাদেশী সিটি কাউন্সিলওম্যান হিসেবে আমি অভিভূত, উৎফুল্ল এবং আনন্দিত। এটি নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের কেনসিংটন থেকে লসএঞ্জেলেস পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় বসবাসরত সকল বাংলাদেশীর বিজয়। বাঙালীর ভাষার অধিকারের প্রশ্নে বাংলাদেশী কমিউনিটি যে সর্বদা ঐক্যবদ্ধ-এটা তারই বহিঃপ্রকাশ। সকল বাঙালীর প্রতিনিধিত্ব করার দুর্লভ সুযোগ পেয়ে আমি গৌরববোধ করছি।

ব্রঙ্কস থেকে নির্বাচিত রেজ্যুলেশনের অপর স্পন্সর সিটি কাউন্সিলওম্যান আমান্দা ফারিয়াস বলেন, নিউইয়র্ক সিটিতে ৮ শতাধিক ভাষার মানুষের বাস করছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি ভাষার মানুষ বাস করেন কুইন্সে। কুইন্সের চেয়ে অধিক ভাষার মানুষ বিশ্বের আর কোন এলাকায় নেই। এমনি অবস্থায় আমাদের নিজ নিজ মাতৃভাষাকে যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এতদসত্বেও এই বহুজাতিক এই সিটির বর্ণিল বৈশিষ্ট অটুট রাখতে আমান্দা ফারিয়াস বলেন, এই বিজয়কে উদযাপনের জন্যে আমার নির্বাচনী এলাকা ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার ২০ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় 'মাতৃভাষা দিবস'র র‍্যালি হবে। এই র‍্যালী সফল করতে তিনি সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানান।

অপরদিকে 'মাদার ল্যাংয়েজ ডে' সংক্রান্ত রেজ্যুলেশন পাসের সময় বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, 'সাউথ এশিয়ান আমেরিকান ফান্ড ফর এডুকেশন, স্কলারশিপ এ্যান্ড ট্রেনিং' তথা স্যাফেস্টের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মাজেদা উদ্দিন, সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম-মুক্তিযুদ্ধ'৭১ এর যুক্তরাষ্ট্র শাখার নারী বিষয়ক সম্পাদক ও বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতনের অধ্যক্ষ সবিতা দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সিটি হলে ছিলেন। রেজুলেশনটি পাশে সমর্থন প্রদানের জন্যে তারা কাউন্সিলম্যানদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। অপরদিকে অর্গানাইজেশন অব বাংলাদেশী আমেরিকান্স-এর সভাপতি হাসান আলী এক বিবৃতিতে বলেছেন, ব্রঙ্কসের পার্চেস্টারের কাউন্সিলওম্যান আমান্দা ফারিয়াস ও কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ সহ ১৭ জন কাউন্সিলম্যান সংশ্লিস্ট বিলের স্পন্সর করেন। নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠায় ১৯৯৪ সালে প্রথম কাজ আরম্ভ করেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট এমএ কাইয়ুম, হাসান আলী ও দেওয়ান আকমল চৌধুরী। সর্বশেষ সকল কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্টদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্ক সিটিতে অবশেষে বাংলা ভাষা সরকারী ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে। এজন্য সংশ্লিস্ট সবাইকে অভিনন্দন।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘে ২১ ফেব্রুয়ারীকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করলেও নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে তার স্বীকৃতি এলো এই প্রথম। এরফলে সিটির পার্কে স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাও দূর হতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। নিউইয়র্ক সিটিতে ৩ লাখের অধিক বাংলাদেশী বাস করলেও এখন পর্যন্ত স্থায়ী একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। অথচ সিটিতে একটি স্থানীয় শহীদ মিনার নির্মাণ দীর্ঘ দিনের দাবী।.

জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিটের

(প্রথম পাতার পর)

৭৩ স্ট্রিট (৩৭ এভিনিউ থেকে ব্রডওয়ে পর্যন্ত) রাস্তাটির নাম হলো 'বাংলাদেশ ষ্ট্রিট'। ডিপার্টমেন্ট অব পার্ক এবং ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশনের সহায়তায় আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ স্ট্রীটের সাইন বসানো হবে। পাশ হওয়া এই বি-লটির নম্বর হচ্ছে আইএনটি ৮৯৭।

পাশাপাশি সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণানের আরেক প্রস্তাবে এলমহার্স্টের কুইন্স বুলেভার্ড ও ৫৫ রোডের কর্ণারটির নামকরণও বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত আসিফ রহমানের নামে করা হলো 'আসিফ রহমান ওয়ে'। বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সিটির ১২৯টি স্ট্রিটের নতুন নামকরণকৃত স্ট্রীটগুলোর মধ্যে 'আসিফ রহমান ওয়ে' একটি। ২০০৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী আসিফ রহমান কুইন্স বুলোভার্ডের সার্ভিস রোডের ওপর বাই সাইকেল যোগে চলাচলের সময় দূর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন।

এদিকে জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিটের নাম 'বাংলাদেশ স্ট্রীট' হওয়ার স্থানীয় বাংলাদেশী ব্যবসায়ী সহ কমিউনিটিতে আনন্দ বিরাজ করছে। অনেকেই এজন্য সংশ্লিস্টদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। সুবিধামত সময়ে সিটি প্রশাসন 'বাংলাদেশ স্ট্রীট' সাইবোর্ড টাঙ্গাবে।

তুরস্কে ভূমিকম্পে নিহত সংখ্যা ৪৫ হাজারের

(প্রথম পাতার পর)

তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গতকাল দেশটির দক্ষিণ হাতায় প্রদেশের ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি শিশুসহ তিনজনকে উদ্ধার করা হয়। ওই অঞ্চলে দু'টি ভয়াবহ ভূমিকম্পের প্রথম আঘাতের ২৯৬ ঘণ্টারও বেশি সময় পরে এমন অলৌকিক উদ্ধারকাজ সম্পন্ন হয়। খবর : আনাদোলু এজেন্সি, টিআরটি ওয়ার্ল্ড ও আলজাজিরার।

এরই মধ্যে ভয়াবহ এ দুর্যোগে নিহতের সংখ্যা ৪৫ হাজার ছাড়িয়েছে বলে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা জানিয়েছে। শনিবার (১৮ ফেব্রুয়ারী) এ তথ্য প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে শুধু তুরস্কেই নিহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৩৯ হাজার ৬৭২। অন্য দিকে সিরিয়া সরকার ও জাতিসঙ্ঘের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সিরিয়ার অংশে এই ভূমিকম্পের ফলে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার ৮০০'র বেশি। তুরস্কে গত ১০০ বছরের মধ্যে এটা সবচেয়ে মারাত্মক ভূমিকম্প।

অন্য দিকে তুরস্কের স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, 'প্রাথমিকভাবে কানাতলি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ধ্বংসাবশেষ থেকে বাবা-মা এবং তাদের ১২ বছরের শিশুকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। পরে শিশুটির মৃত্যু হয়। সামির মোহাম্মদ আকর এবং তার স্ত্রী রাগদাকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। ওই দম্পতির আরো দুই সন্তানও একই ধ্বংসস্তূপে প্রাণ হারায়। গত ৬ ফেব্রুয়ারি মারাত্মক ভূমিকম্পের ১৩তম দিনে একটি অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল আন্তাকিয়া জেলায় ওই ধসে পড়া ওই ভবনের ধ্বংসাবশেষ থেকে বেঁচে যাওয়া এ ব্যক্তিদের বের করে আনা হয়।

৭.৭ ও ৭.৬ মাত্রার ওই ভূমিকম্পগুলো দেশটির কাহরামানমারাস প্রদেশকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছে। তবে তুরস্কের আরো ১০ প্রদেশ ও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রদেশগুলো হলো : আদানা, আদিয়ামান, দিয়ারবাকির, হাতায়, গাজিয়ানটেপ, মালটিয়া, কিলিস, ওসমানিয়ে, এলাজিগ ও সানলিউরফা। ভূমিকম্পে এক কোটি ৩০ লাখেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সিরিয়া ও লেবাননসহ এই অঞ্চলের বেশ কয়েকটি দেশ ১০ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে তুরস্কে আঘাত করা শক্তিশালী কম্পন অনুভব করে।

তুর্কি দুর্যোগ ও জরুরি ব্যবস্থাপনা প্রেসিডেন্সি (আফাদ) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বর্তমানে উদ্ধার অভিযানে দুই লাখ ৬৪ হাজার ৩৮৯ জনেরও বেশি কর্মী মাঠে কাজ করছে। আফাদ জানিয়েছে, ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত অঞ্চল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩৮,০৪৪ জনকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে তুরস্কের সাথে সংহতি প্রকাশ করে বিশ্বজুড়ে সমবেদনা জানানো হচ্ছে। অনেক দেশ উদ্ধারকারী দল এবং সহায়তা পাঠিয়েছে।

দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ৬৭টি দেশের পাঁচ হাজার ৭৫৩ জন বিদেশী কর্মী দুর্যোগকবলিত অঞ্চলে কাজ করছে। তুর্কি কর্তৃপক্ষ আরো জানিয়েছে, '১০১টি দেশ এ পর্যন্ত সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে এবং আরো দু'টি দেশ উদ্ধারকারী দল পাঠাবে বলে আশা করা হচ্ছে।'

৩০ হাজার বাড়ি বানাবে তুরস্ক : জোড়া ভূমিকম্প থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য আগামী মাসে ব্যাপকভাবে বাড়ি নির্মাণ শুরু করবে তুরস্ক। এরই মধ্যে ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত প্রদেশে নতুন বসতি স্থাপনের এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এরদোগান সরকার। দেশটি জানিয়েছে, ৩০ হাজার বাড়ি নির্মাণ করা হবে। তুরস্কের পরিবেশ, নগরায়ণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মুরাত কুরুম শুক্রবার ভূমিকম্প পরবর্তী পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরুর বিষয়ে বলেন, নির্মাণকাজ মার্চের মধ্যে শুরু হবে।

কুরুম বলেন, নতুন নির্মাণের জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। নতুন ভবনগুলো তিন থেকে চার তলার বেশি হবে না এবং পরিকল্পনা করা হবে স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও রীতিনীতি অনুযায়ী। কুরুম আরো বলেন, তুরস্ক, শতাব্দীর বিপর্যয়কর ভূমিকম্পে ক্ষতির মূল্যায়ন চালিয়ে যাচ্ছে। প্রায় সাত হাজার ৩২৮ জন বিশেষজ্ঞ ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে নিয়োজিত রয়েছেন। এ পর্যন্ত তারা ছয় লাখ ৮৪ হাজার ভবনের প্রায় ৩০ লাখ অ্যাপার্টমেন্ট পরিদর্শন করেছেন।

মন্ত্রী বলেন, ৯০ হাজার ৬০৯টি ভবনের মধ্যে তিন লাখ ৪৫ হাজার অ্যাপার্টমেন্ট হয় সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, অথবা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা জরুরিভাবে ভেঙে ফেলা প্রয়োজন।

ঘানার ফুটবলার আতসুর লাশ উদ্ধার : ভূমিকম্পে নিখোঁজ হওয়া ঘানা ও চেলসির সাবেক ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ান আতসুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে গতকাল বেন স্পোর্টস ও নিউজ স্ট্রেট টাইমস এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

ভূমিকম্পের এক দিন পর তাকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে গুঞ্জন ওঠে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ঘানার রাষ্ট্রদূতসহ বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে জানায় ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে আতসুকে। তবে শেষ পর্যন্ত সংবাদটি মিথ্যা প্রমাণ হয়। আতসুর ম্যানেজার মুরাত উজুনমেহমেত গতকাল বার্তা সংস্থাডিএইচএ'কে বলেন, তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ হাতায়ে ধ্বংসস্তূপের নিচে তার লাশ পাওয়া গেছে। মুরাত আরো বলেন, আমরা তার প্রাণহীন দেহে পৌঁছেছি। তার জিনিসপত্র এখন সরানো হচ্ছে। তার ফোনও পাওয়া গেছে।

চিনির সাথে হৃদ রোগের যোগসূত্র

(প্রথম পাতার পর)

রোগের মধ্যে লিঙ্কগুলি কার্বোহাইড্রেট খাওয়ার পরিমাণের পরিবর্তে তার মানের উপর নিভর্র করে। সর্বশেষ গবেষণার লেখকরা ইউকে বায়োব্যাঙ্কে অংশগ্রহণকারী ১ লক্ষ ১০ হাজার জনেরও বেশি লোকের খাদ্য এবং স্বাস্থ্যের ডেটা মূল্যায়ন করেছেন। পাশাপাশি ২০০৬ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে যুক্তরাজ্যভিত্তিক ৫ লক্ষ ৩ হাজার প্রাপ্ত বয়স্কদের ডেটা সংগ্রহ করা হয়। নতুন গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা দুই থেকে পাঁচটি ২৪-ঘন্টা অনলাইন খাদ্যতালিকাগত মূল্যায়নে অংশ নিয়েছিলেন, প্রতি ২৪ ঘন্টা সময়রে মধ্যে তাদের খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণের বিষয়ে জানাতে একাধিকবার লগিং করতে হতো।

নয় বছরেরও বেশি ফলোআপের পর, গবেষকরা দেখেছেন- কার্বোহাইড্রেট গ্রহণের মোট পরিমাণের ওপর কার্ডিওভাসকুলার রোগ সম্পর্কিত নয়। কিন্তু যখন তারা বিশেষণ করেন যে কীভাবে শর্করা খাওয়ার ধরন এবং উৎসের উপর নিভর্র করে ফলাফলগুলি ভিন্ন হয়, তখন তারা দেখতে পান যে উচ্চমাত্রার চিনি গ্রহণ কার্ডিওভাসকুলার রোগের উচ্চ ঝুঁকি বাড়ায়। কিছু অংশগ্রহণকারী যত বেশি শর্করা গ্রহণ করেছেন তাদের কার্ডিওভাসকুলার রোগ, হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি তত বেশি ছিল।

ইউএস ন্যাশনাল হার্ট, লাং অ্যান্ড বাড ইনস্টিটিউটের মতে, সমস্ত হৃদরোগই কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ, এটি হার্টের সাথে সংযুক্ত রক্তনালীগুলিকে প্রভাবিত করে। স্ট্রোক, জন্মগত হার্টের ত্রুটি এবং পেরিফেরাল ধমনী রোগ সবই একপ্রকার কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ। শর্করা বেশি গ্রহণ ট্রাইগি-সারাইডের উচ্চ ঘনত্বের সাথেও সম্পৃক্ত। এটি চর্বিযুক্ত খাবার, মাখন, তেল থেকে আসে। হেলথ মিডিয়া ইনোভেশনের পরিচালক এবং স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিনের পেডিয়াট্রিক্সের ক্লিনিকাল সহকারী অধ্যাপক ডাঃ মায়া অ্যাডাম বলেছেন উচ্চ ট্রাইগিসারাইড মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে ১৫০ মিলিগ্রামের বেশি হলে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এই অধ্যয়নটি স্বাস্থ্যের ওপর কার্বোহাইড্রেটের প্রভাব সম্পর্কে জানতে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে। গবেষণার মূল বিষয়বস্ত হলো সমস্ত কার্বোহাইড্রেট সমানভাবে তৈরি করা হয় না। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি আরভিং মেডিক্যালের কার্ডিওলজি বিভাগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক ব্রুক আগার-ওয়াল বলেন -চঅতিরিক্ত চিনি খাওয়া শরীরে প্রদাহ বাড়াতে পারে এবং এটি হৃদপিণ্ড ও রক্তনালীর উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। শর্করা প্রায়শই প্রক্রিয়াজাত খাবারে পাওয়া যায়, যার পুষ্টিগুণ কম থাকে এবং এটি অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে শরীরে অতিরিক্ত ক্যালোরি বাড়তে পারে, যার ফলে স্থূলতা, হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে।ঃ কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি কমাতে প্রক্রিয়াজাত খাবারের বদলে গবেষকরা শর্করামুক্ত প্রাকৃতিক ফল এবং শাকসবজি খাবার পরামর্শ দিচ্ছেন। অ্যাডাম যোগ করেছেন, ঃপুরো খাবারের কার্বোহাইড্রেটগুলি সরল শর্করাতে ভেঙে যেতে বেশি সময় নেয় এবং তাদের একটি অংশ হলো ফাইবার যাকে একেবারে ভেঙে ফেলা যায় না। এর মানে হলো যে, প্রক্রিয়াজাত নয় এমন শস্য রক্তে শর্করার স্পাইক সৃষ্টি করে না। রক্তে শর্করার স্পাইকগুলি ইনসুলিন স্পাইককে ট্রিগার করে, যা আমাদের রক্তের গুকোজকে অস্থিতিশীল করতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে। পাশাপাশি পুরো কার্বোহাইড্রেটের ফাইবার একটি ঞঅভ্যন্ত রীণ ক্রাবারচ হিসাবে কাজ করে যখন এটি পাচনতন্ত্রের মধ্য দিয়ে যায়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, সুস্থ থাকার জন্য আমাদের ডায়েটে এইঞভাল কার্বোহাইড্রেট এর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রয়োজন। এফডিএ অনুসারে, মোট ফাইবার গ্রহণের পরিমাণ দৈনিক কমপক্ষে ২৫ গ্রাম হওয়া উচিত।

জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির জরুরী বিভাগের চিকিৎসক এবং জনস্বাস্থ্যের অধ্যাপক ডঃ লিয়ানা ওয়েন সিএনএন -কে বলেছেন ঞসচেতনতা হল আপনার বিনামূল্যে শর্করা গ্রহণ কমানোর প্রথম পদক্ষেপ, তাই খাবার কেনাকাটা করার সময় পুষ্টির পরিমাপগুলি দেখুন। অনেক সময়, লোকেরা ক্যালোরি বিহীন বা চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ না করার বিষয়ে চিন্তা করে, কিন্তু তারা চিনি থেকে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সচেতন নাও হতে পারে। যখন আমরা প্যাকেটজাত খাবার কিনি এমনকি যে গুলোকে আমরা রুটি, স্বাদযুক্ত দই বা মশলাদারের খাবারের মতো মিষ্টি বলে মনে করি না - এই খাবারগুলিতেও সাধারণত প্রচুর পরিমাণে চিনি থাকে। গবেষকরা পরামর্শ দিচ্ছেন যে - চিনিযুক্ত পানীয় কমিয়ে ফলের টুকরো দিয়ে মিষ্টি করা পানীয় পান করুন। ডেজার্টের জন্য কেক, কুকিজ বা আইসক্রিমের পরিবর্তে তাজা বা হিমায়িত ফল টেবিলে রাখুন। উচ্চতর ফাইবারযুক্ত খাবারগুলি আপনাকে আরও বেশিদিন সক্ষম থাকতে সাহায্য করতে পারে।

অ্যাডাম বলেন, বাড়িতে রান্না করা এবং বেক করা খাবার আপনার খাদ্যতালিকায় চিনি কমানোর অন্যতম সেরা উপায়। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, শর্করা প্রতিদিন ৬% এর কম ক্যালোরি তৈরি করে। পাশাপাশি গবেষকদের পরামর্শ শুধুমাত্র কম চিনি খেলেই ভালো থাকা যায় না, সেইসঙ্গে প্রয়োজন পর্যাপ্ত ঘুম। প্রতি রাতে অন্তত সাত থেকে আট ঘণ্টা ভালো ঘুম হলে আপনি এবং আপনার শরীর দুটোই ফিট থাকবে।

সূত্র : সিএনএন

ভূমিকম্পে জন্য কী

(প্রথম পাতার পর)

বিষয়টিকে। তুরস্কের নগর পরিকল্পনাবিদ ও ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূমিকম্প-প্রবণ অঞ্চলে বিল্ডিং কোড না মেনে বহু ভবন নির্মাণ করায় এই পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি হয়েছে।

১৯৯৯ সালে তুরস্কে বড় ধরনের একটি ভূমিকম্প হয়। ওই ভূমিকম্পের পর তুরস্কের সরকার ভূমিকম্প মোকাবেলায় তহবিল গঠনসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল। কিন্তু সে সময় যারা নিয়ম না মেনে ভবন তৈরি করেছিল, তাদের শাস্তির আওতায় না এনে অল্প কিছু জরিমানা করে ছেড়ে দেয়া হয়। যার ফলে প্রায় ৬০ লাখ ভবন অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে যায়। সরকারের এই দুর্নীতি আর অনিয়মের ফলেই সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে ব্যাপক আকারে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশেও বাণিজ্যিক বা আবাসিক ভবন নির্মাণে অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ নতুন কোনো বিষয় নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই ভবন তৈরির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অনিয়মের অভিযোগ উঠে থাকে। বাংলাদেশে ভবন তৈরি জাতীয় বিল্ডিং কোড অনুসরণ না করা, ভবনের নকশা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন বা অঞ্চল পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ না নেয়ার মতো নানা অনিয়মের চিত্র উঠে আসে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ২০২০ সালের এক গবেষণায়।

বাংলাদেশের ভূতত্ত্ববিদ ও নগর পরিকল্পনাবিদরা মনে করছেন, বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে এখানকার ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি তুরস্কের মতো বা তার চেয়ে বেশি হতে পারে। আর এই ক্ষয়ক্ষতির পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হবে অপরিকল্পিতভাবে তৈরি করা ভবন।

কতটা ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে?

বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে এমন এক জায়গায় অবস্থিত যেখানে যেকোনো সময় আট বা তার চেয়ে বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে মনে করেন ভূতত্ত্ববিদ ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈয়দ হুমায়ুন আখতার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ অবজারভেটরির সাবেক এই পরিচালক ও তার সহ গবেষকরা প্রায় দুই যুগ ধরে যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এই অঞ্চলে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করছেন। তাদের গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশের ডাউকি ফল্টে আট দশমিক দুই মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তবে এই ভূমিকম্প ঠিক কোন সময়ে হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

'সিলেট থেকে কক্সবাজারের পাহাড়ি অঞ্চলের নিচে যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত হয়েছে, সেখানে যেকোনো সময় আট মাত্রার বেশি ভূমিকম্প হতে পারে। এই ভূমিকম্প আজও হতে পারে, আবার একশ' বছর পরও হতে পারে। যত সময় যাবে, সঞ্চিত শক্তি বাড়তে থাকবে।

তাদের গবেষণা প্রতিবেদন ২০১৬ সালে বিজ্ঞানবিষয়ক জার্নাল 'নেচার'-এ প্রকাশিত হয়। ওই গবেষণায় উঠে আসে বাংলাদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

এই গবেষকের অনুমান, বাংলাদেশে ভূমিকম্প হলে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বেশি হবে অপরিকল্পিতভাবে তৈরি ভবন, ভূমিকম্প প্রতিরোধী ভবন তৈরিতে উদাসীনতা, ভূমিকম্প নিয়ে সচেতনতা ও প্রস্তুতির অভাবের কারণে।

আখতার বলেন, সিলেট থেকে কক্সবাজারের পাহাড়ি অঞ্চল পর্যন্ত বাংলাদেশের নিচে যে ফল্টলাইন আছে, সেই এলাকায় আট মাত্রার বেশি ভূমিকম্প হলে ক্ষয়ক্ষতি তুরস্কের চেয়ে ভয়াবহ মাত্রায় হবে। তার গবেষণার হিসাব অনুযায়ী, ভূমিকম্পে ঢাকা মেট্রোপলিটনের এক শতাংশ ভবনও যদি ধ্বংস হয় তাহলে ৬,০০০ ভবন বিধ্বস্ত হবে। যার ফলে অন্তত তিন লাখ মানুষ সরাসরি হতাহত হবেন। আর অপরিকল্পিতভাবে তৈরি শহরে ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার ও সেবার কাজ পরিচালনা বাধাগ্রস্ত হওয়ায় আরো বহু মানুষের জীবনে ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC

MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL

Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট

সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps | Scrum Master & Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY



কানাডায় ৩ শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনায় হাইকমিশনের শোক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কানাডার টরন্টোতে বাংলাদেশী তিন শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে কানাডায় অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা এবং আহত শিক্ষার্থীর দ্রুত সুস্থতা কামনাও করেছে হাইকমিশন। শনিবার (১৮ ফেব্রুয়ারী) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ শোক প্রকাশ করা হয়।



শোকবার্তায় উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা দুর্ঘটনার কবলে পড়ার পর পরই তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি শিক্ষার্থীদের পরিবারকে দ্রুত বিষয়টি জানানো হয়। গুরুতর আহত শিক্ষার্থীকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে আইসিইউতে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, বলা হয় বিবৃতিতে।

হাইকমিশন আরও জানিয়েছে, নিহত শিক্ষার্থীদের লাশ পরিবারের কাছে দ্রুত হস্তান্তরের জন্য বাংলাদেশ এয়ার-লাইনসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারী তাদের লাশ বাংলাদেশে পাঠানো হবে।

উল্লেখ্য, গত ১৩ ফেব্রুয়ারী সোমবার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ১১টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে চারজন শিক্ষার্থী ছিলেন। তারা সবাই বাংলাদেশী। এদের মধ্যে শাহরিয়ার খান, অ্যাঞ্জেলা বারৈ, আরিয়ান দীপ্ত নামে তিনজন নিহত হন। অপরজন নিবিড় কুমার গুরুতর আহতাবস্থায় আইসিইউতে চিকিৎসাধীন আছেন। তিনি কণ্ঠশিল্পী কুমার বিশ্বজিতের ছেলে।

ইউএসবিসিসিআই'র বাংলাদেশ চাপ্টারের কো-অর্ডিনেটর সুজন

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (ইউএসবিসি-সআই)-এর কার্যালয়ে সম্প্রতি দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা সাক্ষরের মাধ্যমে ইউএসবিসিসিআই'র বাংলাদেশ চাপ্টারের কো-অর্ডিনেটর নিযুক্ত হলেন এনামুল কবির সুজন। এ সময় ইউএসবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট মোঃ লিটন আহমেদ, পরিচালক শেখ ফরহাদ ও এক্সপো কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ বদরুদ্দোজা সাগর উপস্থিত ছিলেন। ইউএসবিসিসিআই হলো যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত প্রথম সারির একটি ট্রেডবডি বা সংস্থা, যা বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশে আমেরিকান ব্যবসার সমৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য কাজ করে থাকে। এছাড়াও ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের চাহিদা পূরণে সংস্থাটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন এবং একটি উদ্যোক্তা পরিবেশ তৈরি করা 'ইউএসবিসি-সআই'-এর অন্যতম লক্ষ্য। তথ্য, সহায়তা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উৎসব, ব্যবসায়িক রেফারেল, বিনিয়োগ পরিবেশ, নেটওয়ার্কিং, সামাজিকীকরণ এবং আরও অনেক কিছুর উৎস এই ব্যবসায়িক সংগঠনটি। যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রসারিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্যে এই সম্পর্ক স্থিতিস্থাপক প্রমাণিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সমর্থন করে ইন্দো-প্যাসিফিক শান্তি, স্থিতিশীলতার একটি অঞ্চল এবং ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির স্থান হিসেবে। উভয় দেশের বৈশ্বিক নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উন্নয়নে স্বার্থ রয়েছে বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং সংযোগের মাধ্যমে। এরই ধারাবাহিকতায় ইউএসবিসি-সআই'র সকল কার্যক্রম ও প্রতিনিধিত্বের জন্য বাংলাদেশ চাপ্টারের কো-অর্ডিনেটর নিযুক্ত হলেন এনামুল কবির সুজন। এছাড়া এনামুল কবির সুজন তার স্বনামখ্যাত প্রতিষ্ঠান রূপকথা প্রোডাকশন, যুক্তরাষ্ট্রে এলএলসি কোম্পানি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইউএসবিসি-সআই'র সদস্য পদ লাভ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

sunman express
global money transfer
Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services.
Fast, Secure & Reliable Remittance
আরো একধাপ এগিয়ে
UCB
SUNMAN GLOBAL EXPRESS CORP. partnership with UNITED COMMERCIAL BANK PLC
TOTAL BRANCHES 223
ATM 353
SUB BRANCHES 140
UCB UNITED COMMERCIAL BANK LIMITED
UPAY WALLET HOLDER 7 MILLION
AGENT BANKING OUTLETS 249
1 LAC ATM CRM 661
3% Incentive UCBL Cash
Pickup transaction (2.5%+.50Extra)
NO FEES
Cash Pickup
Bank Deposit
Mobile Wallet
bKash
উপায়
Remittance Partner
Agrani Bank Limited
Uttara Bank Limited
SBAC Bank Limited
JAMUNABANK
DHAKABANK LIMITED EXCELLENCE IN BANKING
aibl Al-Arafah Islami Bank Limited
Southeast Bank Limited
SIBL Social Islami Bank Limited
UNITED COMMERCIAL BANK LIMITED | UCB
Sunman Global Express Corp.
Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services.
HEAD OFFICE
3714 73rd Street (Suite-201),
Jackson Heights, NY-11372
Phone: 718-505-2224
JACKSON HEIGHTS BRANCH
37-17 74th Street (1st FL)
Jackson Heights, NY-11372
Phone: 718-565-5052
JAMAICA BRANCH
167-05 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Phone: 718-297-3443
ASTORIA BRANCH
29-24 36 Avenue
L.I.C, NY- 11106
Phone: 718-729-0600
www.sunmanexpress.com

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩



একুশ

অমর

বাংলাদেশির অর্জনের দিন

আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য



তারিখ : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, সোমবার

সময় : সন্ধ্যা ৫টা থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১টা

গুলশান টেরেস, উডসাইড, নিউইয়র্ক



বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ
প্রেসিডেন্ট এণ্ড সিইও
৬৪৬-৬৭৯-০৯৬৬
netlake111@gmail.com
বাংলা সিভিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্

“নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতির প্রতি সম্মান, অস্তিত্বের মর্যাদা
মানুষ মানুষের জন্য দেশপ্রেম স্বদেশের জন্য
মানুষের জন্য দরদী সেবা, আমাদের অঙ্গীকার
বাঙালির জন্য বাঙালির সেবা, মানুষ মানুষের জন্য
সবকিছুর শুরু ও শেষ, বাংলাদেশ
পৃথিবীতে ভালোবাসা ছাড়া কোনো যত্ন নেই”

International Performance



টনি ডায়েস প্রিয়া ডায়েস ঋতাজা ব্যনার্জি কানিজ দীপ্তি



Sociedad Molas de Panama
Johana Gonzalez PANAMA
Shantal Murril PERU
Karol Mendez DOMINICAN REPUBLIC

জয় বাংলা জয় বাংলাদেশ

জয় বাংলাদেশ ইনক

BANGLA COPAP

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
888-212-3237



ফুটে ওঠে শহীদ মিনার
মতিন বৈরাগী

সবগুলো রঙ ছিল তার ব্যাগে
সবগুলো পেনসিল কেটে কেটে শার্পনার নিশ্চুপ
আমার নাতনি আঁকছে ছবি
মা তার বলছে আঁকো ২১ ফেব্রুয়ারী,
আঁকো দেখি শহীদ মিনার
কন্যা তার আঁকে পাখি, আঁকে নাও, আঁকে সবুজ
তার মা বলে কি আঁকছো তুমি?
আঁকো শহীদ মিনার।

সে আঁকে অক্ষর, অ কার আ কার
তারপর বসায় 'ম' হয়ে যায় 'মা'
মা বলে আঁকো শহীদ মিনার।

আঁকে আর আঁকিবুকি করে আর তাকায় মায়ের দিকে
তার চোখ কালো তার মুখে নতুন আলো
তার হাত ছুঁয়ে থাকে চূড়ায়
ফুটে ওঠে শহীদ মিনার।

ভাষা
দুলাল সরকার

আমি এমন ভাষা দেখিনি যে এনে দেয় স্বাধীনতা
যার গায় হাজার তারার আলো, সূর্যের আভা লাল
দেখিনি এমন রূপ হরিনীর গায়ে চিত্রের কারুকাজ,
দেখিনি এমন ভাষা শেখায় যে কণ্ঠ- এত আবেগের
সোনাঝুরি মন হৃদয় প্রকাশে মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ;

দেখিনি চোখের ঠোঁটে এত ঝিলমিল- এত ঝিঁ ঝিঁ ডাক
পুণ্যভূমির সোঁদা মাটি ঘ্রাণ,গ্রীবার টান
এত অবলীলা- গণ জাগরণে সহায়ক, জীবনের তাপে
এতটা ভূমিকা দেখিনি কোথাও মাথা উঁচু করে পথ চলা;

আর কোথা এত রবীন্দ্রনাথ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'
'বিষের বাঁশির' আকর্ষণ-বার বার ফিরে আসবার
রূপসী বাংলার এমন কবির ধানসিঁড়ি বাসনা প্রকাশ,
এমন মায়ের মত অনুভূতি প্রকাশের প্রগাঢ় গভীর ছায়া
এতো রক্তের মাঝে ডুবে গিয়ে অভিমান প্রকাশের
সীমাহীন আকুলতা সারা গায়ে বিদ্রোহ সুর বাঁধা।

অবিশ্রান্ত রক্ত বৃষ্টি
রবিউল রতন

প্রভাত থেকেই সমুদ্র উত্তাল
ভাষার গ্রেনেড ছুঁয়েছিল,
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল; রক্ত বসন্তে
নিস্তব্ধ কালো পথ! বোনের কান্না
মায়ের নির্বাক চোখে
কষ্টের আগুন!

বুলেট বিদ্ধ ক্ষতবিক্ষত লাল টি-সার্ট!
হরিৎ পাতার বুক ছুঁয়ে ঝরছিল
অবিশ্রান্ত রক্ত বৃষ্টি,
বাতাসের ঠোঁটে- মনভাঙা গানের কোলাজ
সমুদ্রে সমুদ্রে রক্ত ঢেউ,

পথে ঝঞ্ঝা উল্কার বহর
বুকে বুকে রক্তঝরা কোলাহল,
ক্ষতবিক্ষত বুকের গানে বেদনার বর্ণমালা।

পতনের শেষ সিঁড়িতে
নাসির আহমেদ

মানব তুমিতো সৃষ্টির সেরা ছিলে হে
সহ্যের শেষ সীমানা ছাড়িয়ে আজকে
অধঃপতনের শেষসিঁড়ি পার হচ্ছো
তাইতো তোমার দুর্যোগ এত চরমে!

লুঠপাট আর হিংস্রতা দিয়ে পূর্ণ
করেছো তোমার লোভের সকল পাত্র
হিমালয়-সম অন্যায় অবিচারে আজ
চাপা পড়ে গেছে মানবতা আর ন্যায়বোধ।

পরাশক্তির মারণাস্ত্রের মহড়া
যুদ্ধবিমান, পরমাণু বোমা, ধ্বংসের
নষ্টকাষ্টে মানবতা কেঁদে মরলে
কী করে সহ্য করবেন মহাস্রষ্টা!

সহ্যশক্তি হারিয়ে হয়তো আজকে
ধ্বংস-শপথ নিয়েছেন নিজে স্রষ্টা
নতুন পৃথিবী গড়বেন তিনি তবে কি!
না হলে এমন মৃত্যুর বিভীষিকা হয়?

অনাহার আর ভোগ- লিপ্সার দ্বন্দ্বে
দুনিয়া যখন বৈপরীত্যে ধুঁকছে
তখন পৃথিবী কী করে থাকবে শান্ত
ধ্বংসের বাঁশি বাজবেই ক্রুর ছন্দে।

ধর্মের নামে হানাহানি খুন-ঝরানো
মধ্যযুগীয় রাজকীয় লাম্পট্যে
যখন অন্ধ ভোগ-লিপ্সায় মত্ত
তখন কী করে পুরনো পৃথিবী টিকবে!

হয়তো নতুন পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে
অসহায় করে তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে
অদৃশ্য এক ভাইরাসে কত শক্তি!
তুমি তার কাছে খুবই সামান্য, তুচ্ছ।

কালো অক্ষর ও ফুলের মৃত্যু
খসরু পারভেজ

১.
ক্যালেন্ডারে চোখ রাখতেই ইংরেজি অক্ষরে লেখা
লাল তারিখ থেকে চুইয়ে পড়ে কয়েক ফোঁটা তাজা রক্ত।
সেই রক্ত ছুঁয়ে জ্বলজ্বল করে ওঠে কালো অক্ষরে লেখা আটই ফাল্গুন।
হায়, কালো অক্ষর! তুমি কেমন করে ঘুমিয়ে থাকো বিস্মৃতির পালঙ্কে!
লাল অক্ষরের নীচে এত ক্ষুদ্র তুমি আমি পুরুলেন্সের চশমাতেও তোমাকে মিলাতে পারি না।
একমাত্র রক্তে ভিজে গেলেই তুমি জ্বলে ওঠো!

২.
প্রতিদিন আমি ফুলের মৃত্যু দেখি।
প্রতিটি আনন্দ, প্রতিটি শোক ও ভক্তির বেদিমূলে
ফুলকে খুন করা হয়।
ফুলকে খুন করে আমরা ভালোবাসা কিনি।

তোমরা যখন রাত্রি বারোটা এক মিনিটে
তোমাদের শ্রদ্ধা, রাজনীতি, অভিনয়, স্বার্থের নির্যাস
ফুলের শরীরে মিশিয়ে ঢেকে দাও শহীদ মিনারের সিঁড়িগুলো;
তখন আমি দেখি সাদা-কালো-রঙিন ব্যানার-ফেস্টুনের আড়ালে
মুখ লুকিয়ে ফুলের সন্তানেরা কাঁদে।
কারা যেন ফুলের রক্তমাখা ইট দিয়ে আমার বুকের উপর গেঁথেদিয়ে যায়
এক নতুন শহীদ মিনার।

ঋণের খেলাপি আমি
ফারুক মাহমুদ

'ঋণের খেলাপি আমি' এ-কথা স্বীকারে
আমার কোনো অনিহা নেই

চক্রবৃদ্ধি হার
তবু, ঋণ পরিশোধে মনোতাড়া পাই না কখনো
উপরন্তু, ঋণগ্রস্ত হতে পারাতেই
শিশুর হাসির মতো আনন্দিত থাকি

ঋণের সকল উৎস, বলা যায় যথেষ্ট উদার
কোনো আবেদন নয়, তদবিরের প্রয়োজন নেই
ঋণের পেছেনে ঋণ এসে হেসে ভিড় করে থাকে

ভূপ্রকৃতির সকল অঙ্গ
সমুদয় প্রাণী
দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়
যেমন বাতাস,
কুসুমের ঘ্রাণ...
আরো আরো সকলের কাছে
আমি রোজ ঋণী হতে থাকি

আরো একটি স্বতঃস্ফূর্ত ঋণের কথা
বলা আবশ্যক
'ঋণদাতাদের সকলেই
আমার সঙ্গে বাংলা ভাষায়
কথা বলে থাকে'

ভিজে যায় কবিতার খাতা
এবি ছিদ্দিক

ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে 'ক' ব্যঞ্জনটি খুঁজছি
হারিয়ে যাওয়া মার্বেল খুঁজার মতো
আর ক-যেনো অভিমানি যুবতী

অশ্রুসিক্ত চোখে যেমন দাঁড়িয়ে থাকে নির্যাতিতরা
দু'ঠোঁটে কলম কামড়ে ধরে চোখ দু'টি মেলে রাখি।
ক'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে দিনলিপিতে
যে ব্যঞ্জন চর্যাপদ হতে বহু জনপদ, রাজ্য জয় করে
ত্রিমাত্রিক সময়ের কাব্যকে উর্বরতা দিয়েছে
শত রক্তের তপ্ত নদী পেরিয়ে আমাকে শান্তি দিয়েছে
তার চোখেই বেদনার জলধারা!

মুহূর্তেই ক হতে অভিমানে খসে পড়ে-
আর জ এর নির্গত জলে ম্লানহয় আমার কবিতা
বারবার ভিজে যায়- আমার কবিতার খাতা

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549



ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হলিউড অ্যাকশন তারকা ব্রুস উইলিস

বিনোদন ডেস্ক: বছরখানেক আগেই অভিনয়কে বিদায় জানিয়েছিলেন। সেসময় জানানো হয় অ্যাফেসিয়ার কারণে এই সিদ্ধান্ত। এবার জানা গেল, 'ফ্রন্টোটেমপোরাল ডিমেনশিয়ায়' আক্রান্ত হলিউডের জনপ্রিয় অ্যাকশন তারকা ব্রুস উইলিস। গত ১৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার খোদ উইলিসের পরিবার এই কথা ঘোষণা করে বিবৃতি দিয়েছে।

ঘোষণায় বলা হয়, '২০২২ সালেই জানিয়েছিলাম, অ্যাফেসিয়ায় ভুগছেন ব্রুস। সেই সমস্যা আরও বেড়েছে। হালে চিকিৎসকেরা নির্দিষ্ট একটি রোগও ধরতে পেরেছেন যার নাম ফ্রন্টোটেমপোরাল ডিমেনশিয়া।'

'ফ্রন্টোটেমপোরাল ডিমেনশিয়া' বা এফটিডি এমন এক ধরনের সমস্যা যার ধাক্কায় একাধিক অসুখ দেখা দিতে পারে। সহজ কথায়, এর ফলে মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল ও টেমপোরাল লোব সঙ্কুচিত হতে থাকে। সাধারণত এতে মস্তিষ্কের এমন এক অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলে আক্রান্তের আচরণ, ব্যক্তিত্ব এবং ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা প্রভাবিত হয়।

ব্রুসের পরিবার যে বিবৃতি দিয়েছে তাতেও সেই ভোগান্তির কথা স্পষ্ট। বলা হয়েছে, 'দুর্ভাগ্যবশত, কথা বলায় সমস্যা ছাড়াও আরও একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে ব্রুসকে। গোটা বিষয়টি খুবই কষ্টকর। শুধু একটি জিনিসই নিশ্চিন্ত করছে।

তবে আশঙ্কার ব্যাপার হলো, ব্রুস উইলিসের যে রোগ ধরা পড়েছে তার সে অর্থে সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। পরিবারের পক্ষ থেকেও সেকথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে একই সঙ্গে এটিও স্পষ্ট যে হাল ছাড়তে রাজি নন কেউই। শুধু বর্তমান স্ত্রী এমা হেমিং উইলিস নন, ব্রুসের পাশে দাঁড়িয়েছেন তার প্রাক্তন স্ত্রী ও হলিউড তারকা ডেমি মুর।

অভিনেতার এমন কঠিন সময়ে এগিয়ে এসেছেন পাঁচ সন্তানও। সকলে মিলেই ওই বিবৃতি প্রকাশ করেন। তারপর থেকে সমর্থনের বন্যা সোশ্যাল মিডিয়ায়। 'ব্রেকিং ব্যাড' তারকা অ্যারন পল যেমন ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'তোমাকে খুব ভালোবাসি বন্ধু। তোমার ও তোমার সুন্দর পরিবারের জন্য অনেকটা ভালোবাসা।'

'জুমানজি' খ্যাত বনি হান্ট লেখেন, 'প্রিয় ডেমি, ব্রুস এবং তোমাদের সকলের জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা।'

সূত্র: বিবিসি

দুষ্টু বাচ্চাদের লিডার মিথিলা

বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলা; যিনি মিথিলা নামেই সমধিক পরিচিত। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অনেক চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গেছে তাকে। তার অভিনীত অনেক চরিত্রই হয়েছে জনপ্রিয়। তবে এবার তার প্রথম শিশুতোষ সিনেমায় অভিনয়। সম্প্রতি শিশুতোষ সিনেমাতে দুষ্টু বাচ্চাদের লিডার নেলী খালা চরিত্রে অভিনয় করেছেন এই অভিনেত্রী। এ বছরই সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।



এ সিনেমায় অভিনয় আরও করছেন চিত্রনায়ক ইমন। শাহরিয়ার কবিরের লেখা 'নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড়' উপন্যাস অবলম্বনে একই নামে নির্মিত হচ্ছে সিনেমাটি। পরিচালনা করছেন লুবনা শারমিন। বর্তমানে এফডিসিতে সিনেমার শেষ ভাগের শুটিং চলছে। দ্রুত কাজ শেষ করে চলতি বছরেই প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি মুক্তি দিতে চান নির্মাতা।

'নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড়' সিনেমায় নেলী খালা চরিত্রে অভিনয় করা প্রসঙ্গে মিথিলা বলেন, সবাই জানে আমি শিশুদের নিয়ে কাজ করি। ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনালের আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্টের প্রধান হিসেবে রয়েছি। এ বিষয়ে পিএইচডিও করছি। তাই শিশু-কিশোরদের নিয়ে তৈরি এই সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হওয়া। আর একটি কারণ আছে, সেটি হলো, সিনেমাটি তৈরি হচ্ছে শাহরিয়ার কবিরের বিখ্যাত উপন্যাস থেকে।

নিজের চরিত্র নিয়ে মিথিলা বলেন, 'সিনেমাটি মূলত শিশু-কিশোরদের নিয়ে। তারাই এ সিনেমার মূল চরিত্র। নেলী খালা হয়ে আমি তাদের সঙ্গ দিয়েছি। নেলী খালা আসলে দুষ্টু বাচ্চাদের লিডার। অনেক ভার্সেটাইল, একসঙ্গে অনেক ধরনের কাজ করে সে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একজন মানুষ। ব্যক্তিগতভাবে আমিও দৃঢ়চেতা, মানসিকভাবে শক্তিশালী। সে হিসেবে চরিত্রটা আমার সঙ্গে যায়। পরিচালকও বিশ্বাস করেছেন এ চরিত্রটা আমি ঠিকঠাক করতে পারব।' উপন্যাসের চরিত্র পর্দায় ফুটিয়ে তোলাটা অনেক চ্যালেঞ্জিং মনে করেন মিথিলা। তবে নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন বলে জানান তিনি।

স্বামীর সামনেই ডিক্যাপ্রিওর সঙ্গে খোলামেলা দৃশ্যে কেট

বিনোদন ডেস্ক: কেট উইন্সলেট এবং ডিক্যাপ্রিও ২০০৮ সালে স্যাম মেন্ডেস পরিচালিত রোমান্টিক 'রেভোলিউশনারি রোড' মুভিতে অভিনয় করার জন্য দ্বিতীয়বার মিলিত হন। এর আগে ১৯৯৭ সালে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা জেমস ক্যামেরনের 'টাইটানিক' সিনেমায় কাজ করেছিলেন। মূলত দুজনই এ সিনেমার মাধ্যমে তারা রাতারাতি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।



পরিচালক স্যাম মেন্ডেস হলেন কেট উইন্সলেটের সাবেক স্বামী। গত ১০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার কেট উইন্সলেট জেমস ক্যামেরনের ২৫তম বিবাহবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে 'দ্য মিরর'কে বলেন- 'রেভুলিউশনারি রোড' মুভিতে আমার স্বামীর সামনে ডিক্যাপ্রিওর সঙ্গে খোলামেলা দৃশ্যগুলো ধারণ করতে খুব বিব্রত লাগছিল। ডিক্যাপ্রিও আমাকে স্বাভাবিক হওয়ার জন্য অনেক সাহায্য করেছে এবং আমার স্বামীও বিষয়টি সহজভাবে নিয়েছিল।

'দ্য মিরর'কে ডিক্যাপ্রিও বলেন, আমরা সক্রিয়ভাবে আবারো একসঙ্গে কিছু করার জন্য খুঁজছিলাম। সেই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছি; যার অনুভূতি এখনো কল্পনায় মাঝে মাঝে ভেসে আসে।

ডিক্যাপ্রিও আরও বলেন যে, আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠ বন্ধন ছিল; যা কাজটি করার ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করেছে। আমাদের মধ্যে অবশ্যই একটি স্বাচ্ছন্দ্যের স্তর রয়েছে, যেটা দিয়ে আমরা অভিনয়ের মাধ্যমে পরস্পরকে চ্যালেঞ্জ করি। এ মুভিতে সাহসী দৃশ্যে অভিনয় করে আমরা সফল হয়ে বিভিন্ন পুরস্কারও অর্জন করেছি।

অন্যদিকে বিচ্ছেদের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে এই অভিনেত্রী বলেন, ২০১০ সালে স্যামের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয় এবং আমাদের একটি সন্তান রয়েছে। আমরা দুজনেই আমাদের সন্তানকে অনেক ভালোবাসি এবং কোনো দ্বন্দ্ব ছাড়াই তাকে ভাগাভাগি করে লালন-পালন করছি।



হঠাৎ বিয়ের খবর দিয়ে চমকে দিলেন স্বরা

মালহোত্রার পর এবার বিয়ে করেছেন বলিউড অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর। গত ১৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হঠাৎ টুইটারে বিয়ের খবর দিয়ে চমকে দেন স্বরা। এদিন ঘোষণা দিলেও গত ৬ জানুয়ারী রাজনৈতিক কর্মী ফাহাদ আহমেদকে কোর্ট ম্যারেজের মাধ্যমে বিয়ে করেন 'বীরে ডি ওয়েডিং' অভিনেত্রী। শুধু বিয়ের খবরই নয়, টুইটারে কোর্ট ম্যারেজের বেশকিছু ছবিও পোস্ট করেছেন স্বরা ভাস্কর।

টুইটারে শেয়ার করা ভিডিওতে কীভাবে তারা প্রেমের পড়েছেন, তার চম্বক অংশ তুলে ধরেন স্বরা। টুইটারে স্বরা লিখেছেন, 'অনেক সময় আমরা এমন কিছু খুঁজি, আমরা ভালোবাসা খুঁজছিলাম, পেলাম বন্ধুত্ব। তারপর একে অপরকে খুঁজে পেলাম। আমার মনে তোমাকে স্বাগত ফাহাদ। এখানে অনেক শোরগোল কিন্তু এই মন তোমার।'

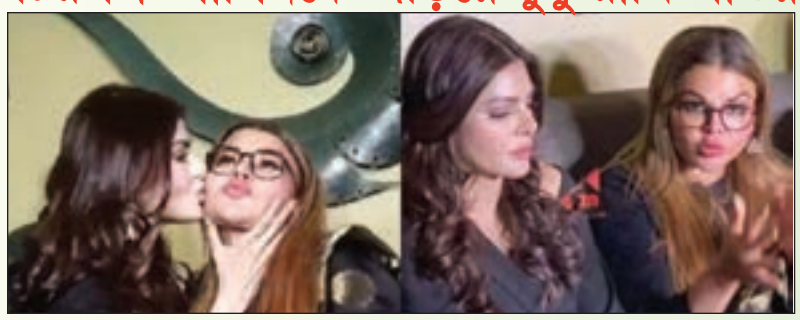
স্বরার পোস্ট শেয়ার করে ফাহাদ লিখেছেন, 'কখনো ভাবিনি শোরগোলও এতটা সুন্দর হতে পারে। আমার হাত ধরার জন্য ধন্যবাদ।'

স্বরার স্বামী ফাহাদ আহমেদ সমাজবাদী পার্টির যুব নেতা। জানা গেছে, একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তাদের প্রথম দেখা। রাজপথের মিছিল থেকে সেই সম্পর্ক এখন পরিণয়ে রূপ নিয়েছে।

চিরশত্রু শার্লিনকে জড়িয়ে চুমু রাখি সাওয়ান্তের!

বিনোদন ডেস্ক: বলিউডের দুই 'ড্রামা কুইন' বলিউড অভিনেত্রী রাখি সাওয়ান্ত ও শার্লিন চোপড়া একে অপরের চরম শত্রু। সম্প্রতি মি'টু অভিযোগে রাখির নামে থানায় অভিযোগ করেছিলেন শার্লিন। এর পর আবার রাখির বরের পক্ষ নিয়ে শার্লিন দিন কয়েক আগেই বলেছিলেন, এ দুজনকে নিয়ে কীই বা বলব! তবে আদিলের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মনে হয়েছে ছেলেটা বুদ্ধিমান। কীভাবে এ ঝামেলায় ফেঁসে গেল কে জানে!

তবে সব ভুলে এক হলেন রাখি ও শার্লিন। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে রাখি বলেন, 'শার্লিন আমার অনেক পুরনো বন্ধু, মানছি আমাদের মধ্যে মাঝে তিক্ততা তৈরি হয়েছিল। তবে আমি আমার বোনের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' এ কথা বলার পরই শার্লিনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে দেখা যায় রাখিকে। তাকে বোন বলায় শার্লিন মজা করে রাখিকে প্রশ্ন করেন– 'ছোট বোন নাকি বড় বোন? ছোট বোন তো?' রাখি বলেন সমবয়সী।



শার্লিন বলেন, 'কিছু দিন আগে রাখি আমায় বলেন, উনি খুশি নন। আমি বললাম, আপনি স্বপ্নের রাজপুত্র পেয়েছেন, তা হলে অখুশি কেন? তার পরই জানতে পারি, আসলে সেই রাজপুত্র সব থেকে বড় প্রতারক। যে মানুষকে বোকা বানায়, প্রতারণা করে। রাখির মুখে শুনলাম, কিছু দিন আগে মহীশূরের একজন ইরানি মেয়ে ওর ফাঁদে পড়েছিল, যার ওপর আদিল যৌন নির্যাতন চালায়। শুনে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়।'

প্রসঙ্গত স্বামী আদিল খানের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন রাখি। গ্রেফতারের পর বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন আদিল।



দেশের স্বার্থে লোভনীয় প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন তাসকিন

স্পোর্টস ডেস্ক: পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) খেলার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন তাসকিন আহমেদ। মুলতান সুলতানস তাকে তিন ম্যাচের জন্য খেলার প্রস্তাব দিয়েছিল।

কিন্তু ১ মার্চ ঘরের মাঠে শুরু হতে যাওয়া ইংল্যান্ড সিরিজের কথা মাথায় রেখে পিএসএলের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন দেশের গতিময় পেসার তাসকিন।

এর আগে জাতীয় দলে খেলার কারণে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী লিগ আইপিএলে খেলার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাসকিন।

বিপিএলের সদ্য শেষ হওয়া আসরের শেষদিকে চোট-াক্রান্ত হওয়া তাসকিন এখন অনেকটাই সুস্থ। কিন্তু ইংল্যান্ড সিরিজের আগে কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে রাজি নন তিনি। যে কারণে মুলতান সুলতানসের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।

শনিবার মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে তাসকিন বলেন, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আমাদের সিরিজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে আমি মুলতান সুলতানসের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি। কারণ পিএসএলে খেলে যদি চোটাক্রান্ত হই তাহলে জাতীয় দলে খেলা মিস হয়ে যাবে। এতে আমার খারাপ লাগবে। তাই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়ায় কোনো অক্ষেপ নেই।

বিপিএলের এবারের আসরে এলিমিনেটর ম্যাচে রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে হেরে বিদায় নেয় সাকিব আল হাসানের নেতৃত্বাধীন ফরচুন বরিশাল। ফাইনালের আগে বরিশাল বিদায় নেওয়ায় অধিনায়ক সাকিব চলে যান পাকিস্তানে, তিনি পাকিস্তান সফরে পেশোয়ার জালমির দলে আছেন।

সৌদি ক্লাবের হয়ে প্রথম যে অর্জন রোনাল্ডোর

স্পোর্টস ডেস্ক: নিজে গোল করতে পারেননি। সতীর্থকে দিয়ে গোল করালেন। সৌদি আরবের আল নাসরের হয়ে প্রথম অ্যাসিস্ট রোনাল্ডোর। শুক্রবার রাতে আল নাসরে ২-১ গোলে হারাল আল তাউনকে। আব্দুলরহমান ঘারিবকে দিয়ে গোল করালেন রোনাল্ডো।

মাঝমাঠে দুদলের খেলোয়াড়রা বল দখলের লড়াই করছিলেন। এমন সময় এক সতীর্থের গায়ে লেগে বল আসে রোনাল্ডোর কাছে। পর্তুগিজ তারকা আগেই দেখেছিলেন বিপক্ষের অর্ধে দাঁড়িয়ে ঘারিব। রোনাল্ডো বল না ধরে চলতি বলে ক্রস করেন ঘারিবের উদ্দেশে। সৌদি উইঙ্গার বল ধরে এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে গোলকিপারের বাঁ দিক দিয়ে গোল করেন।



টেনিস ছেড়ে ক্রিকেটে সানিয়া মির্জা!



স্পোর্টস ডেস্ক: ভারতের টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা গ্র্যান্ডস্লাম থেকে অবসর নিয়েছেন আগেই। এ মাসেই দুবাই ওপেন খেলে টেনিস থেকে অবসর নেবেন। তবে খেলা থেকে অবসর নিচ্ছেন না তিনি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর (আরসিবি) নারী দলের ক্রিকেট পরামর্শদাতা হিসাবে যোগ দিতে চলেছেন তিনি। আর-সিবির তরফে এ খবর জানা গেছে।

আরসিবি টিভিতে বলেছেন, প্রস্তাব পেয়ে প্রথমে কিছুটা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তবে এখন বেশ উত্তেজিত। আমি ছোট মেয়েদের বোঝাতে চাই যে, খেলাধুলাকে পেশা হিসাবে বেছে নেওয়া যায়। আগামী প্রজন্মকে নিজেদের ওপর বিশ্বাস করতে শেখাব এবং বলব সামনে যত বাধাই আসুক না কেন, তা পেরিয়ে নিজের স্বপ্নপূরণ করা যায়।

তার কথায়, ছোট মেয়েদের সঙ্গে সবার আগে মানসিক ব্যাপারে কথা বলতে চাই। দীর্ঘ ২০ বছর টেনিস খেলে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। আশা করি তাই দিয়ে ওদের মানসিকভাবে চাঙ্গা করে তুলতে পারব এবং আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে পারব। একা মেয়ে হিসাবে এতদিন ধরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে টেনিস খেলতে গিয়ে একাকীত্ব তৈরি হয়েছে। তার থেকেও বেশি ছিল প্রত্যাশার চাপ। সেই ব্যাপারগুলো কীভাবে সামলাতে হয় সেটি শেখাতে চাই।



করাচির ব্যর্থতায় ওয়াসিমকে রমিজের খোঁচা

স্পোর্টস ডেস্ক: পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) করাচি কিংসের ভাগ্য ঘুরাতে হলে তাদের ম্যানেজমেন্ট এবং পরামর্শদাতাদের পরিবর্তন করতে হবে বলে মনে করেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার রমিজ রাজা। করাচির এ ব্যর্থতার দায় পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ওয়াসিম আকরামকে দিচ্ছেন রমিজ। খবর ক্রিকেট পাকিস্তানের।

পিএসএলের চতুর্থ আসর থেকে ওয়াসিম আকরাম করাচি কিংসের সভাপতি। তিনি দলটির বোলিং মেন্টর হিসেবেও কাজ করছেন। স্থানীয় একটি টিভি চ্যানেলকে রাজা বলেছেন, 'করাচি কিংসকে তাদের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং পরামর্শদাতা পরিবর্তন করতে হবে। কারণ তারা বেশ কয়েক বছর ধরে একই ব্যবস্থাপনার সঙ্গে আছে। কিছু স্থানে তাদের পরিবর্তন আনা দরকার।'

করাচি ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে শনিবার টুর্নামেন্টের প্রথম জয় পেয়েও পাওয়া হয়নি করাচির। কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্সের বিপক্ষে তাদের ছয় রানে পরাজয়ের পর এ আসরে টানা তৃতীয় হারের সম্মুখীন হয়েছে তারা।

গত পিএসএল থেকেই করাচির ব্যর্থতা শুরু হয়। ১০ ম্যাচ খেলে ১ ম্যাচ জিতে তলানিতে থেকে পয়েন্ট তালিকার শেষে থেকে গত মৌসুম শেষ করে করাচি। সেই ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে এই মৌসুমেও। হ্যাটট্রিক ম্যাচ হেরে পিএসএলের অষ্টম মৌসুম শুরু করেছে ইমাদ-ওয়াসিমের দল।





বাংলাদেশ নটরডেম এলামনাই নর্থ আমেরিকা'র আন্তর্জাতিক সম্মেলন ৭ অক্টোবর

ফিলাডেলফিয়া: বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাক্তন নটরডেমিয়ানদের নিয়ে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্মেলন। আগামী ৭ অক্টোবর শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে এই সম্মেলনের আয়োজন করতে যাচ্ছে উত্তর আমেরিকার নটরডেম কলেজ এলামনাই। আয়োজিত সম্মেলনটি সফল করতে স্থানীয় সময় গত ১৩ ফেব্রুয়ারী সোমবার উত্তর আমেরিকা নটরডেম কলেজ এলামনাই সম্মেলন কমিটির এক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্মেলনটি সফল করার লক্ষ্যে করণীয় পদক্ষেপগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কনভেনশনের আহবায়ক জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত জনপ্রিয় উপস্থাপক, প্রাক্তন নটরডেমিয়ান ডা. মোঃ মোহাম্মদ নাকিবউদ্দিন। সভা সঞ্চালনা করেন উত্তর আমেরিকার নটরডেম কলেজ এলামনাই-এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট ড. ইবরুল চৌধুরী। সভার মডারেটর ছিলেন সচিব আনোয়ার আজিম।

এসময় চীফ কো-অর্ডিনেটর রিপন সাহা সংগঠনের পূর্বের কর্মকান্ডের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। দলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে থেকে স্থপতি মোহাম্মদ আলামিনকে বাংলাদেশের সমন্বয়ক, ডা. জাকি আজম সিকদারকে কানাডার সমন্বয়ক নির্বাচিত করা হয়।

সভায় মাহমুদ চৌধুরী, সৈয়দ হক রানা, কামরুল হাসান, ইফতেখার আহমেদ, নাইমুর রহমান, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র আমেরিকার সমন্বয়ক আশরাফ হাসান বুলবুল, কাইহান সিদ্দিকী, আশফাক আহমেদ, ড. জামিল আহমেদ, রুমন প্রধান ডা. সামিউল হাসান বাবু এবং ড. আসলাম খলিলসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাক্তন নটরডেমিয়ানরা অংশ নেন।

সম্মেলনটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাক্তন নটরডেমিয়ান এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মিলন মেলায় পরিণত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন আলোচকরা।

ইতিমধ্যে নটরডেম কলেজের প্রিন্সিপাল ফাদার হেমন্ত, নটরডেম ক্লাব প্রেসিডেন্ট ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) রেফায়েত উল্লাহ এর সাথে স্বশরিরে দেখা করে সম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন উত্তর আমেরিকার নটরডেম কলেজ এলামনাই-এর প্রেসিডেন্ট ড. ইবরুল চৌধুরী।

সম্মেলনে অংশগ্রহন করতে আগ্রহী সবাইকে Bangladesh Notre Dame Alumni North America (BNDANA)-এর ওয়েব সাইট https://www.bndana.org এ নিবন্ধন এবং হোটেল বুকিং করতে উত্তর আমেরিকার নটরডেম কলেজ অ্যালামনাই সম্মেলন কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া জরুরী প্রয়োজনে (২৬৭) ২৫৫-৫৬০৫ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

প্রতিবাদ সভায় হাজী রহমান-চান্দু

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর জাল

নিউইয়র্ক: জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার এক প্রতিবাদ সভা গত ১৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় জ্যাকসন হাইটস্থ ঢাকা গার্ডেন রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা হাজী আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন জাপার সিনিয়র সহ সভাপতি জসিম চৌধুরী, সহ সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুর করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক ওসমান চৌধুরী, যুব বিষয়ক সম্পাদক শফি আলম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন।



সভায় বলা হয়: গত ১৫ ফেব্রুয়ারী আবদুর নূর বড় ভূইয়াগণ জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় মাননীয় চেয়ারম্যান জি এম কাদের সাহেবের স্বাক্ষর জাল করে যুক্তরাষ্ট্র শাখা জাতীয় পার্টির একটি নতুন কমিটি প্রকাশ করেন, ভূইয়াগণ ২০২২ সালে টাকার বিনিময়ে একটি সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি ৯০ দিনের মধ্যে সম্মেলন করার কথা বলে, সেই কমিটি ৯০ দিন অতিবাহিত করে ২৭৫ দিন পর পত্রিকা, ফেইজবুকে নির্বাচনের সময়, তারিখ ও মনোনয়ন ফি দেখতে পাই, কিন্তু কোন নির্বাচন কমিশন নেই, ভূইয়া নিজে নির্বাচন কমিশন, আহ্বায়ক, সভাপতি প্রার্থী, আমরা ভূইয়াকে বিশেষভাবে অনুরোধ করি একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করুন, নতুন সদস্য সংগ্রহ করুন, পুরাতন সকল সদস্য নবায়ন করুন, তারপর সকলে গ্রণনযোগ্য একটি সুন্দর ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন, তিনি আমাদের কোন কর্ণপাত না করে শুধুমাত্র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে বহিরাগত ও হোম কেয়ার মালিকদের নিয়ে জাতীয় পার্টির সম্মেলন করেন, সেই সম্মেলন আমরা জাতীয় পার্টির নিবেদিত প্রাণ ও ত্যাগী কর্মী প্রত্যাখ্যান করেন, কোন রিসিপ্ট ছাড়া আহ্বায়ক প্রার্থী নমিনেশন ফি গ্রহণ করেন, তা আইনে মানি লংডারিং জনিত অপরাধ। প্রকাশিত কমিটির বিষয় ঢাকা কেন্দ্রীয় অফিস মহাসচিব জনাব মুজিবুল হক চুন্নু সাহেবের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি এই কমিটির বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানান। কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মোঃ মাহমুদ, চেয়ারম্যান-এর পিএস তৈয়ব সাহেবের সাথে যোগাযোগ করলে তারা বলেন স্যার কোন কমিটি অনুমোদন করে নি, কারণ চেয়ারম্যান এর উপর মহামান্য হাইকোর্ট কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কমিটিতে মহাসচিব এর কোন সুপারিশ নেই বা স্বাক্ষর নেই। জাতীয় পার্টির সিনিয়র নেতাদের বাদ দিয়ে নতুন জুনিয়রের নাম দেখা যায়। সিনিয়র-জুনিয়র কোন ভেদাবেদ নেই। এই সাক্ষর জাল, সিনিয়র নেতৃবৃন্দকে অপমান করে পার্টির গঠণতন্ত্রের পরিপন্থী কমিটির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অতি দ্রুত সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত জানানো হবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

কানাডায় ভয়াবহ সড়ক দূর্ঘটনায় ৩ বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর মৃত্যু

(শেষের পাতার পর)



দূর্ঘটনায় আরিয়ান আলম দীপ্ত, শাহরিয়ার খান ও অ্যাঞ্জেলা বারৈ নামের ৩ বাংলাদেশী শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এই দূর্ঘটনায় নিবিড় কুমার (২১) নামক আরেক ছাত্র মারাত্মক আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। সে বাংলাদেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ এর পুত্র। দূর্ঘটনার এই খবর কানাডা ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম সিবিসি নিউজ গুরুত্বেও সাথে প্রচার করে। এই ঘটনায় উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশী কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কানাডার পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গাড়ির আরোহী দুইজন ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং তৃতীয় জন হাসপাতালে নেয়ার পর মঙ্গলবার সকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। গাড়ীর চালক আহত নিবিড় কুমারের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সিবিসি নিউজ-এর খবওে বলা হয়, অন্টারিও প্রদেশের দুন্দাস পশ্চিম হাইওয়েতে এই দূর্ঘটনা ঘটে।

একটি টুইট বার্তায় অন্টারিওর প্রাদেশিক পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় পড়া ওই গাড়িটিতে থাকা চার জনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। তারা বাংলাদেশ থেকে স্টাডি পারমিট বা স্টুডেন্ট ভিসায় টরন্টোতে বসবাস করছিলেন। দুর্ঘটনায় ২০ বছর বয়সী এক তরুণ ও এক তরুণী এবং ১৭ বছর বয়সী এক কিশোর মারা গেছে। আর চালকের আসনে থাকা ২১ বছর বয়সী একজন গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। হতাহতদের পরিবারকে দুর্ঘটনার বিষয়টি জানানো হয়েছে।

কানাডা'র বাংলা সাপ্তাহিক ও টিভি চ্যানেল 'দেশে-বিদেশে' সম্পাদক নজরুল মিন্টু জানান, নিহত ও আহত ৪ জনই আন্তর্জাতিক ষ্টুডেন্ট হিসেবে টরন্টোতে বসবাস করতেন। তাদের বয়স আনুমানিক ১৭ থেকে ২১ হবে। এই দূর্ঘনার খবর পেয়ে সঙ্গীত শিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ সস্ত্রীক ঢাকা থেকে কানাডা এসে সন্তানের দেখবাল করছেন।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, নিহতদের মরদেহ বাংলাদেশে প্রেরণের উদ্যোগ চলছে।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।

নোটারী পাবলিক

ফ্যাক্স সার্ভিস

রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।

রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্ভীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিসিনারি ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ/নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1881
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

প্রত্যাশার হতাশা

॥ রিন্টু আনোয়ার ॥

দেশে এখন আশা-নিরাশা, আলো-অন্ধকার, সঙ্কট-সম্ভাবনা সবই বড় আপেক্ষিক হয়ে গেছে। তা অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষাসহ মৌলিক-যৌগিক সব সেক্টরেই। একটু আশার আলো দেখা দিলেই অন্ধকার ধেয়ে আসে অথবা অন্ধকার টেনে আনা হয়। যা সম্ভাবনা হয়ে দেখা দেয় তা-ই শঙ্কা হয়ে নেমে আসে। একবারে বাংলা প্রবাদ 'যাহা লাউ-তাহাই কদু, যাহা বায়ান্ন তাহাই তিপ্পান্নর মতো। স্বাধীনতার পূর্বাপর থেকে এ ধারাতেই এগিয়ে যাচ্ছে বা টিকে আছে বাংলাদেশ।

দীর্ঘ এ সময়ে কত সম্ভাবনাই না এসেছে আমাদের সামনে। কত আশাই না দেখানো হয়েছে। তা দেখতে দেখতে ওই দিনের শিশুটি কৈশোর পেরিয়ে যৌবন শেষ করে বার্ধক্যে। শিশু-কিশোরদের পাঠ্য থেকে শুরু করে যাবতীয় পাঠ-পঠন নষ্টের সব আয়োজন আমরা করে রেখেছি। জীবনের বাঁকে এরপরই যৌবনকাল। জীবনকে জীবন্ত করে রাখতে, সমাজ-সংসারকে সতেজ করতে শ্রেষ্ঠ সময় যৌবনকাল। বিশ্বকবি তারুণ্যকে প্রকাশ করেছেন যৌবনের দূত হিসেবে। হজরত মুহাম্মদ (সা:), যিশুখ্রিষ্ট, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ যুগস্রষ্টা ধর্ম প্রবর্তকদের জীবনেও এ সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তারা যৌবনে জগত সংসারকে কিছু দেয়ার, দুঃখ জয়ের সাধনায় নিজেকে সমর্পণের মাধ্যমে সিদ্ধিলাভে সক্ষম হয়েছিলেন। যৌবনের অমিত শক্তিকে তাঁরা সুষ্ঠুভাবে শাসনে রেখে সাধনা করেছিলেন বলে এ কালজয়ী সাফল্য কৃতিত্ব এসেছিল। আমাদের বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বেগম রোকেয়া, সুকান্ত ভট্টাচার্য, জসীমউদ্দীন, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদের মতো কবি-সাহিত্যিকদের অমর সৃষ্টিগুলোও যৌবন জীবনে। সেখানে আজ বড় শূন্যতা। নানা পারিপার্শ্বিকতায় যৌবন বরবাদ হচ্ছে অগুনতি মানুষের। তারা জড়িয়ে পড়ছে নানা মন্দ কাজে। এত তাদের কর্মজীবন কর্মমুখর নয়। শেষতক বার্ধক্যে ভাবনাচিন্তা, ভুল স্বীকার, আফসোসে ইহ-লীলা সাঙ্গ।

হতাশার বিপরীতে আশা, আলোর বিপরীতে অন্ধকার, ভালোর উল্টো দিকে মন্দ থাকবে- তা কিছুটা জাগতিক নিয়মই। প্রকৃতিরও ব্যাকরণ। তাই বলে বাংলাদেশে এ বিপরীতের বৈপরীত্য যে মাত্রায়, তাকে আদৌ প্রাকৃতিক বলা যায় কি না, তা মোটাদাগের প্রশ্ন। দুয়ে দুয়ে যোগ করলে চার হওয়ার মতো বিষয়েও আমরা এক হতে পারি না। এর আগে-পিছে, যদি, কিন্তু, তবে ধরনের কত কথা যুক্ত হয়ে যায়। রাজনীতি অর্থনীতি এমনকি মৃত্যুর মতো ধ্রুব সত্য নিয়েও মত-দ্বিমত তৈরি হতে সময় লাগছে না। জন্ম-মৃত্যুকেও করে ফেলা হয়েছে ঘোষণার বিষয়। সনদ প্রশ্নে জন্মতারিখ আগপিছ হওয়ার সংস্কৃতি আমাদের আছে। বিশেষ কারো সায় না থাকলে মৃত্যু ঘোষণাও পিছিয়ে দেয়ার সংস্কৃতিতেও আমরা মাথা দিয়ে ফেলেছি। আর বাকি থাকল কী?

আমাদের এ দৈন্যের বীজটা কোথায় রোপিত? পুরোটাই সামাজিক না চারিত্রিক? না রাজনৈতিক? এ নিয়ে তর্ক হতে পারে। কিন্তু নিষ্পত্তি বা ফয়সালা মেলা কঠিন। কারণ এ ট্রেনটি এখন পুরোদমে চলমান। চেন টেনে যেখানে সেখানে ট্রেন থামানোর মতো শক্ত হাতের কোনো লক্ষণ নেই। এক কথায় বা এক বাক্যে কোনো ফয়সালা টানা কঠিন করে দিয়েছে ধাবমান ট্রেনটি। এখানে পক্ষ বা মহলের শেষ নেই। সবাই শক্তিমান। যার যার সিদ্ধান্তে অটল। কেউ অবুঝ নন। ভক্ত-সমর্থকও প্রচুর তাদের। দেশ ভীষণ ভালো চলছে- এ দাবির প্রতি সমর্থক গুনে শেষ করার মতো নয়। সব শেষ, দেশ বলতে আর কিছু নেই-এ মতের পক্ষেও বহু মানুষ। এ সংস্কৃতির মূল বীজটি পোতা আছে রাজনীতির উঠোনে। দু-একবার ব্যত্যয় ঘটলেও দেশে পাঁচ বছর অন্তর রাজনৈতিক সঙ্কট আসে। কিছু ঘটনা-দুর্ঘটনা যোগ হয়। এরপর একটা ফয়সালা আসে। কারো কাছে এটি গণতন্ত্রের বিজয়, কারো কাছে গণতন্ত্রের সর্বনাশ। ভেতরে-ভেতরে আবার রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্রেরে সংজ্ঞা বদলায়। পরিবর্তিত সংজ্ঞায় নিজেরা গণতন্ত্রের বিজয় হাতাতে চায়। খোলাসা করে বললে গণতন্ত্র, জয়, পরাজয়, উন্নয়ন-অবনতি সবকিছুর সংজ্ঞা-ব্যাখ্যা নিজেদের মতো। সাফল্যের সঙ্গে তারা মানুষকেও নিজেদের বুঝে শামিল করে নিতে পেরেছে। সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় তাদের জন্য যতই সীমাবদ্ধতা থাকুক, নিজেদের সুবিধা আদায়ে চেষ্টা তারা এক রত্তিও কম করেন না। সহিংসতা-আতঙ্ক তাদের কৌশল। কখনো কখনো অতিমাত্রায় সহিংসতার বিষয়টি থাকে উভয় দলের জন্যই নির্বাচনী লড়াইয়ের কৌশল হিসেবে।

আর নির্বাচনী রাজনীতির যুগ শুরু হওয়ার পর থেকে কোনো দলই পুনর্নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় যেতে না পারার সংস্কৃতি চলছিল। প্রতিটি নির্বাচনেই ক্ষমতাসীন দলের কর্মকাণ্ড এমন ছিল যে, ভোটাররা বিরোধী দলকে ক্ষমতায় গিয়ে ভালো কিছু করে দেখানোর একটি সুযোগ দিতে উন্মুখ হয়ে থাকেন। সেই সংস্কৃতি ভেঙে দিয়েছে বর্তমান ক্ষমতাসীনরা। দু'বার নয়, টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় তারা। চতুর্থবারের আয়োজনও পাকাপোক্ত। সঙ্কট আরো জটিলতর এখানেই। দেশ কর্তৃত্ববাদী শাসনে থাকবে না গণতান্ত্রিক পথ খুঁজে পাবে তা বলার অবস্থা নেই। আর 'বলতে' না পারারই জের হচ্ছে, দেশটির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অন্তঃসারশূন্য হয়ে যাওয়া। দেশী-বিদেশী নানা মহল থেকে বলা হচ্ছে, দেশের চলমান সঙ্কটের বীজটি লুকানো মত প্রকাশ তথা ভোটাধিকার না থাকার মধ্যে। বিগত সঙ্কট মুহূর্তগুলোতে সরকারি দলটি সবসময়ই ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয় এবং বিরোধীরা ক্ষমতায় আসে। এর ফলে সঙ্কট না কাটলেও কিছুটা ভারসাম্য এসেছে। আপাতত সাদা চোখে সেই সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

আমাদের এ দৈন্যের বীজটা কোথায় রোপিত? পুরোটাই সামাজিক না চারিত্রিক? না রাজনৈতিক? এ নিয়ে তর্ক হতে পারে। কিন্তু নিষ্পত্তি বা ফয়সালা মেলা কঠিন। কারণ এ ট্রেনটি এখন পুরোদমে চলমান। চেন টেনে যেখানে সেখানে ট্রেন থামানোর মতো শক্ত হাতের কোনো লক্ষণ নেই। এক কথায় বা এক বাক্যে কোনো ফয়সালা টানা কঠিন করে দিয়েছে ধাবমান ট্রেনটি।

এ অনিশ্চয়তা-হতাশা এবং বিরোধ এখন আর দলে-দলে নয়। ব্যবসাবাণিজ্য, প্রতিষ্ঠান এমনকি সমাজের স্তরে স্তরেও। কোনো বিষয়েই এক হতে না পারা, যার যার সুবিধা মতো কথা বলা। সাদাকে সাদা না বলে লাভ-লোকসান দৃষ্টে কালো বলা, দরকার হলে হলুদ-লাল বলেও মত দেয়া। এ মন-মনন শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত সবার মধ্যেই কম-বেশি সংক্রমিত। সব কিছুতেই এমন বিরোধ আমাদের সম্ভাবনাকে সমস্যায় নিয়ে ঠেকাচ্ছে। আবার সঙ্কটকে সঙ্কট না বলে সম্ভাবনা বলে প্রতিষ্ঠা করে ছাড়া হচ্ছে। এর সাকুল্য ফলাফলে বাংলাদেশের অবস্থা শ্রীলঙ্কার চেয়ে খারাপ হয়ে গেছে বলার লোক আছে। দেশ সিঙ্গাপুরের চেয়েও উন্নত হয়ে গেছে বলার লোকও প্রচুর। আমাদের গ্রামগুলো এখন শহর হয়ে গেছে বলে মত আছে। আবার গ্রামসহ গোটা দেশ বস্তি হয়ে যাচ্ছে এমন মতও আছে। যার যার যুক্তির সঙ্গে তথ্যও আছে। উপমা আর গল্পের ঝুড়ি তো আছেই।

বাঙালি ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তের জন্ম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রে জন্ম নেয়া জমিদারি প্রথার হাত ধরে। বড় ও ছোট অনেক জমিদারি ও নানান ধরনের সত্তের ওপর ভিত্তি করে এ গ্রামীণ মধ্যবিত্তের কাঠামো গড়ে ওঠে। বাংলার এ গ্রামীণ মধ্যবিত্ত অনেক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। জমিদারি প্রথার আনুষ্ঠানিক বিলোপের আগেই তার অবক্ষয়, শরিকান-াজনিত খণ্ডবিখণ্ড হওয়া এবং শক্তিহীনতা বাংলার গ্রামাঞ্চলে রায়ত নামে পরিচিত অংশকে ক্রমেই শক্তিশালী করতে থাকে। মুদ্রা অর্থনীতি ক্রমেই বিস্তৃত হয়েছে। ১৯৪৭ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস এক অর্থে বলা যায় গ্রামীণ রায়ত শ্রেণীরই উত্থানের ইতিহাস। ১৯৫০ দশকের শুরুতে জমিদারির আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি রায়তদের ক্ষমতাকে আরো বিপুল করে তোলে বিপুল পরিমাণ জমিদারিকে অবমুক্ত করে দিয়ে। এগুলোর একটা বড় অংশ রায়তদেরই মালিকানায় চলে আসে। বাংলাদেশের গ্রামীণ রায়ত শ্রেণীর এ আর্থিক শক্তিমত্তা কমবেশি ৯০ দশক পর্যন্ত টিকে ছিল। এরপর ফরমেট বদলেছে। বিভিন্ন এলাকায় জমিদারি-রাজত্ব চলছে নতুন ফরমেটে। নির্দিষ্ট কয়েক ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রিক রাজত্ব গ্রাম-থেকে শহর, পাড়া-মহল্লা নয়; অফিস-আদালতেও গড়িয়েছে। মানুষও তা গ্রহণ করেছে। অথবা সয়ে চলছে। এর মধ্য দিয়ে গোটা সামাজিকতায় ভর করেছে সংস্কৃতিটি।

৭০, ৮০ ও ৯০ দশকজুড়ে গোটা দুনিয়ার সাথে আমরাও এগিয়েছি। গড় আয়ু বেড়েছে, পায়ে জুতো উঠেছে, শরীরে অন্তর্বাসও। কিন্তু তুলনায় বসলে হিসাবটা গোলমাল হয়ে যায়। ভিয়েতনাম বা মালয়েশিয়ার তুলনায় এখন আমরা বহু পেছনে তো বটেই, অতি সম্প্রতি আমাদের চেয়ে খুব খারাপ দশায় থাকা বহু দেশেরও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর রূপান্তর আমাদের চেয়ে অনেক গুণ বেশি ঘটেছে। আত্মতুষ্ট থাকতে চাইলে ভারতের কয়েকটি প্রদেশ কেবল সান্ত্বনা দিতে পারে। এ কারণেই অগ্রগতিটা মাপতে হবে প্রথমত, আমাদের সম্ভাবনার সঙ্গে : কত সম্পদ তৈরি করে আমরা কতটুকু অর্জন করেছি। কিংবা, কত সম্পদ তৈরির সম্ভাবনা আমরা দুর্নীতি, অপচয় আর গোঁয়ার্তুমির কারণে নষ্ট করেছি। দ্বিতীয় মাপটা হলো আমাদের কাছাকাছি বা আমাদের চেয়ে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করা। এ তুলনা করতে যাওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ। কারো কাছে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সিঙ্গাপুরের সঙ্গে তুলনা করার বড়াই, কারো কাছে শ্রীলঙ্কা, কঙ্গো, উগান্ডার চেয়েও মন্দ প্রমাণের তথ্য-সাবুদ। কারো শঙ্কা, কারো কাছে সম্ভাবনার। কারো প্রত্যাশা কারো কাছে হতাশার। আবার অন্যের ক্ষতি করে নিজের সুখ নিশ্চিত করে তা গোটা জাতিকে মানতে বাধ্য করার রাজতান্ত্রিক শক্তিও আছে।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনহেড ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
সাধারণ স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

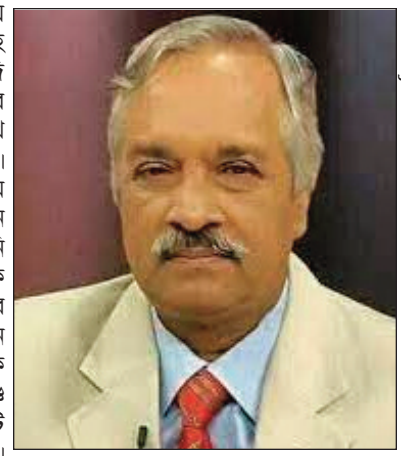
All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

নীরব সাক্ষী ক্রনোবার্গ দুর্গ

॥ জয়নুল আবেদীন ॥

২৮ এপ্রিল ২০২২, রমজান মাস। সকাল সকাল বের হই। আগের রাতে লন্ডন থেকে আসে আনিকা (নাতনী)। সফরসঙ্গী সেও। আজকে দেখার বিষয় ক্রনোবার্গের দুই দুর্গ। প্রথম দুর্গটি বাসার কাছে। ১৫-২০ মিনিটের হাঁ-াটাপথ। আমি, মল্লিকা ও আনিকা হেঁটে রওনা হই। বিশাল লেক ও টেলিবর্গ দুর্গ দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। বিকেলে গাড়ি করে নিয়ে আসবে মেয়েজামাই নাঈম। নিয়ে যাবে ক্রনোবার্গ দুর্গে। খালি রাস্তা। দুয়েক মিনিট পরপর দুয়েকজন সাইকেল আরোহী ছাড়া লোকজন নেই বললেই চলে। দূর থেকে নজর কাড়ে ইমারতের কয়েকটি সুউচ্চ চূড়া। যেদিন লিনিয়াস বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেছি, সেদিনও কয়েকবার নজরে পড়েছিল। ইমারতটির নাম টেলিবর্গ ক্যাসেল। পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ ভ্যাক্সজোর টেলিবর্গ ক্যাসেল (Teleborgh Castle). লিনিয়াস ইউনিভার্সিটি এলাকা, সুইডেনের ভ্যাক্সজো শহরের কেন্দ্র থেকে চার-পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে ট্রমেন লেকের কাছে অবস্থিত। শতাধিক একর জমিজুড়ে অসমতল মাঠ। মাঠের উঁচু অংশে পাথরের পাহাড়। পাথরের পাহারের প্রকান্ড একটি প্রস্তরখন্ডের উপর অসাধারণ নির্মাণশৈলীতে পাথরের উপর পাথর বিছিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে ইমারত। মিসরের পিরামিডের মতো, প্রথম বিস্ময়, ভারী পাথরের খন্ডগুলো উপরে উঠানো হয়েছে কী করে? দ্বিতীয় বিস্ময়, পাহাড়চূড়ায় বহুতল ভবনের পাইলিং করল কী করে? পাই-লিং, রড, ঢালাই ছাড়া এত উঁচু ইমারত দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? এই ভেবে কোনো কুলকিনারা পাই না মধ্যযুগীয় শৈলী সত্তার। বিভিন্ন উচ্চতায় ইমারতের চারটি চূড়া বহুদূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়। বহুতলবিশিষ্ট ইমারতের সামনে ঠিক মাঝখানে একটি সিঁড়ি। শতধাপ সিঁড়ির অর্ধেক ধাপের পর দুই পাশে দুই সিংহের ভাস্কর্য। সিঁড়িটি উঠে গেছে তৃতীয়তলা পর্যন্ত। সিঁড়ির শেষ মাথায় একটি মাত্র প্রবেশদ্বার। একমাত্র মূল প্রবেশদ্বার ছাড়া ভেতরে প্রবেশের সুযোগ নেই। শত বছরেও দুর্গে পাথরের রঙ অবিকৃত রয়েছে, ধরেনি শ্যাওলা, লাগেনি কোনো ময়লা। মোটা পাথরের নির্মিত একটিমাত্র তোরণ বা প্রবেশদ্বার দেখে সুরক্ষিত দুর্গের সাথে তুলনা করা চলে। মধ্যযুগে ক্রনোবার্গের এই এলাকা ড্যানিশদের হাতে বহুবার আক্রান্ত হয়েছিল। তাই দুর্গের বৈশিষ্ট্যে নির্মিত ইমারতটির আরেকটি পরিচয় টেলিবার্গ দুর্গ। এ দুর্গটি ১৯০০ সালে স্থপতি ফার্ম লিন্ডভাল ও বোক্লুন্ড নির্মাণ করেছিল। নির্মাণ করেছিলেন কাউন্ট ফ্রেডরিক বন্ডে (Bonde). অপূর্ব নির্মাণশৈলীর স্থাপনাটি বন্ডে তার স্ত্রী আনা কোসকুলের বিয়ের উপহার দিয়েছিলেন। ১৭ বছর পরে এ দম্পত্তি মারা গিয়েছিল। দুর্গটি একটি মেয়েদের স্কুল এবং ভাড়ার আবাসন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে ভ্যাক্সজো মিউনিসিটি পরিষদ আশপাশের পার্কসহ বন্ডে পরিবারের কাছ থেকে কিনে নেয়। আজ এটি প্রধানত এটি বিনোদন, বিয়ে, সম্মেলন ইত্যাদির কমিউনিটি সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। টেলিবার্গ ক্যাসেলটি লিনিয়াস বিশ্বদ্যালয়ের কাছাকাছি। লিনিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ও দুর্গের কিছু অংশ ব্যবহার করে। শতাধিক একর জমিজুড়ে অসমান মাঠকে মাঠ না বলে পার্ক বলা উচিত। অসমান মাঠের কিছু অংশে গাছ। শত বছরের পুরনো একেকটি গাছের উচ্চতা আকাশছোঁয়া। গাড়িসহ বাইরে আসা-যাওয়ার পথ। রাস্তার দু'পাশে চেনা-অচেনা নানা ফুল। অচেনা এক প্রকার ফুলগাছ দিয়ে বাগানের কাজও চলে; আবার নিরাপদ দেয়ালের কাজও চলে। মখমলের মতো নরম ঘাসের উপর খোলা আকাশ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে নির্মাণ করে রাখা হয়েছে বসার আসন। সারা দিন বসে কিংবা শুয়ে সময় পার করলেও কোনো বাধা নেই। অনেককে



দেখেছি, সপরিবারে খাবার নিয়ে এসে এখানে খেতে। কুকুরসহ শিশুরা মাঠে বল, ব্যাট ইত্যাদি নিয়ে খেলাধুলা করছে। পাথরের পাহাড়ে সরল পাইনের ছায়াপথে নিচে নামতে নামতে সামনে হ্রদ। শত একর আয়তনের হ্রদের নাম ট্রুমেন। টেলিবার্গ ক্যাসেলের পেছন ও বামদিকের ট্রুমেন হ্রদের পানি যেমন স্বচ্ছ তেমনি টলমলে, যাকে বাংলায় বলে কাকচক্ষু। হ্রদের চারপাশে সাইকেল পথ, মাঝখানে পাকা সেতু। সেতুটি যেখান থেকে শুরু সেখানে হ্রদের পাশে প্রকাণ্ড কয়েকটি পাথর। একেকটি পাথরের ওজন কয়েক শ' টন। পাথর কেটে নিচে নামার সিঁড়ি। সিঁড়িতে পা রেখে নামতে গেলে সামনের সমতল স্থানে বারবিকিউ চুলা। চুলার উপরে লোহার নেট, পাথরের উপর মোটা কাঠ বিছিয়ে বসার জায়গা। একপাশে কয়লা। দেখে মনে হবে এই মাত্র সবান্ধব করে গেছে বারবিকিউ। হ্রদের উপরে ব্রিজ, ব্রিজের উপর দিয়ে দলে দলে সাইকেল আরোহী নারী-পুরুষের চলাচল দেখতে দেখতে কখন যে পশ্চিম আকাশে সূর্য হেলে পড়েছে একটুও টের পাইনি।

ক্রনোবার্গ যেতে নাঈম গাড়ি নিয়ে আগেই হাজির। আধাঘণ্টা গাড়ি চালানোর পরে স্পিডব্রেকার। গাড়ির গতি কমে যায়। গতি কমতে নাঈম বলে-

-এখান থেকে শুরু ক্রনোবার্গের হ্রদ এলাকা। ঢাকার গুলশান-বনানীর মতো ক্রনোবার্গের অভিজাত ব্যক্তিরা হ্রদ এলাকায় বাস করেন।

হ্রদ এলাকায় আর কয়টি পরিবার বাস করতে পারবে? আমাদের গুলশানের বর্তমান আয়তন ১৭ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা দুই লক্ষাধিক। গুলশান লেকের পাশে বাস করে কয়েক হাজার পরিবার। ২০১৬ সালের হিসাব অনু-যায়ী, ঢাকা শহরে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করেন সাড়ে ৪৩ হাজার জন।

-ক্রনোবার্গের হ্রদের আয়তন ৫০ বর্গকিলোমিটার। সর্বোপরি এই হ্রদেই ক্রনোবার্গ দুর্গ। সুইডেনের হাজার বছর যুদ্ধের নীরব সাক্ষী ক্রনোবার্গ দুর্গ। ক্রনোবার্গ দুর্গের নামানুসারে প্রদেশের নাম হয়েছে ক্রনোবার্গ।

৫০ বর্গকিলোমিটার! হ্রদের আয়তন শুনে চোখ কপালে ওঠে। ভ্যাক্সজোর অভিজাত এলাকার ভেতর দিয়ে চলছি আমরা। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে বাগান। বাগানের পাশে দামি গাড়ি, স্পিডবোট ও ক্যারাভান (কাভার্ডভ্যানের মতো, যার ভেতরে থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে)। জলপথে ভ্রমণে স্পিডবোট আর স্থলপথে বেড়াতে ক্যারাভান। গাড়ির সাথে ক্যারাভান থাকলে সপরিবারে যেখানে ভ্রমণ করুক না কেন, থাকা-খাওয়ার চিন্তা করতে হয় না। বাড়ির পাশে ৫০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের হ্রদ। মন চাইলে হ্রদে স্পিডবোট ভাসিয়ে...। সুখ আর বিনোদনের জন্য আর কী চাই! হ্রদপাড়ের বাসিন্দাদের ছবির মতো ছোট ছোট বাড়িঘর দেখা শেষ হওয়ার আগেই আমাদের গাড়ি হ্রদের পশ্চিমপাড়ে থামে।

গাড়ি থেকে নেমে সবুজ ঘাসের জমি পার হয়ে হ্রদ। হ্রদ থেকে পাড়ে ওঠা-নামার ঘাট। শক্ত ও মোটা কাঠের নির্মিত ঘাট লম্বা হয়ে চলে গেছে হ্রদে। হ্রদের উপর ছোট ছোট দ্বীপ। দ্বীপের উপর বৃক্ষঘেরা বাড়ি। বাড়ির পেছনে আকাশের দিকচক্রবাল রেখায় হালকা কালো মেঘ। বিকেলের সোনারোদ পড়েছে দ্বীপের বাড়ি ও বৃক্ষের উপর। সোনালি রোদমাখা মায়াবী বাড়ির প্রতিচ্ছবি পড়েছে শান্ত পানির তলদেশে। মল্লিকা ও আনিকাসহ ঘাটের মাথায় দাঁড়িয়ে ওদের উদ্দেশে বলি, 'ভূস্বর্গ আছে বলে প্রায়ই শোনা যায়। যদি সত্যই ভূস্বর্গ থেকে থাকে, তবে এখানে সেই ভূস্বর্গ'। কাঠের ঘাট থেকে নেমে সাদা ফুলে ভরা ঘাসের উপর বসতে জীবনানন্দ দাশের কবিতার একটু এদিক-সেদিক করে আমার কণ্ঠ থেকে বের হয়ে আসে- 'তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও- আমি এই হ্রদের পারে র'য়ে যাব; দেখিব, প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো খেলা।' ইফতারের সময় সমাগত হওয়ায় আমার আর রয়ে যাওয়া হলো না। প্রায় ১৯ ঘণ্টা রোজা শেষে ইফতার। অন্য একদিন সকাল সকাল চলে আসব ক্রনোবার্গের হেলগাসজোন হ্রদে- এমন বাসনা নিয়ে সেদিনের মতো উঠতে হলো।

হেলগাসজোন হ্রদের প্রাকৃতির সৌন্দর্য, শান্ত পরিবেশ, বিনোদনের স্থান। নৌভ্রমণ, পাখি দর্শন, ফিশিং, হ্রদের দ্বীপ, দ্বীপের সবুজ গাছে আচ্ছাদিত বাড়িতে বৈকালিক সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্যসহ ক্রনোবার্গ ক্যাসেল ধ্বংসাবশেষ দর্শনে অনেক সময় নিয়ে আসতে হবে।

৪ মে সকালে বের হয়ে পড়ি। সকালে বের হওয়ার কারণ, অন্তর্জালে ক্রনোবার্গ দুর্গের ইতিহাস পড়ে ও দেখে আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল। রাস্তায় চলতে চলতে মল্লিকা বলে-

-আব্বা, আমরা প্রথম যাব কক্সবাজারের কলাতলী।

-কক্সবাজারের কলাতলী!

-কক্সবাজার সমুদ্রস্নানের সবচেয়ে ভালো জায়গা কলাতলী। হেলগাসজোন হ্রদে গোসলের জন্য উত্তম স্থানের নাম ইভাডল (ঊাবফধষ). ইভাডলকেই আমরা বলি কলাতলী। হেলগাসজোন হ্রদে অনেক সুন্দর, বড় ও সবচেয়ে জনপ্রিয় এলাকা ইভাডল। ইভাডলে আছে প্রায় ২০০ মিটার দীর্ঘ কক্সবাজারের মতো বালুকাময় সৈকত, একটি বড় সবুজ প্রান্তর, জাম্পিং টাওয়ার, খেলার মাঠ, বসার বেঞ্চ, শিশু কর্নার, খেলার রাইড, চেঞ্জিং রুম ও টয়লেট। রয়েছে বেশ কয়েকটি পার্কিং স্পেস। এখানে বারবিকিউ এলাকাও রয়েছে। সৈকতের পাশে রয়েছে রেস্টুরেন্ট, ক্যাম্পিং, হোস্টেল, গলফ ও ক্যাফেসহ অনেক কিছু। এখানে পাওয়া যায় নৌকা ভাড়া, ক্যানো ভাড়া, আছে গলফ কোর্স, অ্যাডভেঞ্চার গলফ, হাইকিং ট্রেইলস, ইনস, রেস্টুরেন্ট, হাইকিং হোম ও ক্যাম্পিং। প্রস্তুত রয়েছে বারবিকিউয়ের সরঞ্জামও। উন্নতমানের হোটেল, সেলফ-ক্যাটারিং কিচেন ও ব্রেকফাস্ট সার্ভিসসহ হোস্টেলটিও যা সারা বছর খোলা থাকে। শীত কমতে শুরু করেছে, ক'দিন পরে লোকে লোকারণ্য থাকবে এলাকাটি।

-শহরের মধ্যে হ্রদ, হ্রদের পানি আবার সাগরের পানির মতো হয় কী করে? আমাদের শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীর পানি পরিষ্কার রাখা সম্ভব হয় না। শহরের পাশে বয়ে যাওয়া নদীতে গোসল করা দূরের কথা, ছিটকে এসে শরীরে লাগলেও চামড়া চুলকায়, ঘা হয়।

-এই হ্রদের পানি সমুদ্রের পানির মতো লোনা নয়, পরিষ্কার ঠিকই। হ্রদের স্থানটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উপরে, তাই যেকোনো স্থানের পানি গড়িয়েও নামতে পারে না।

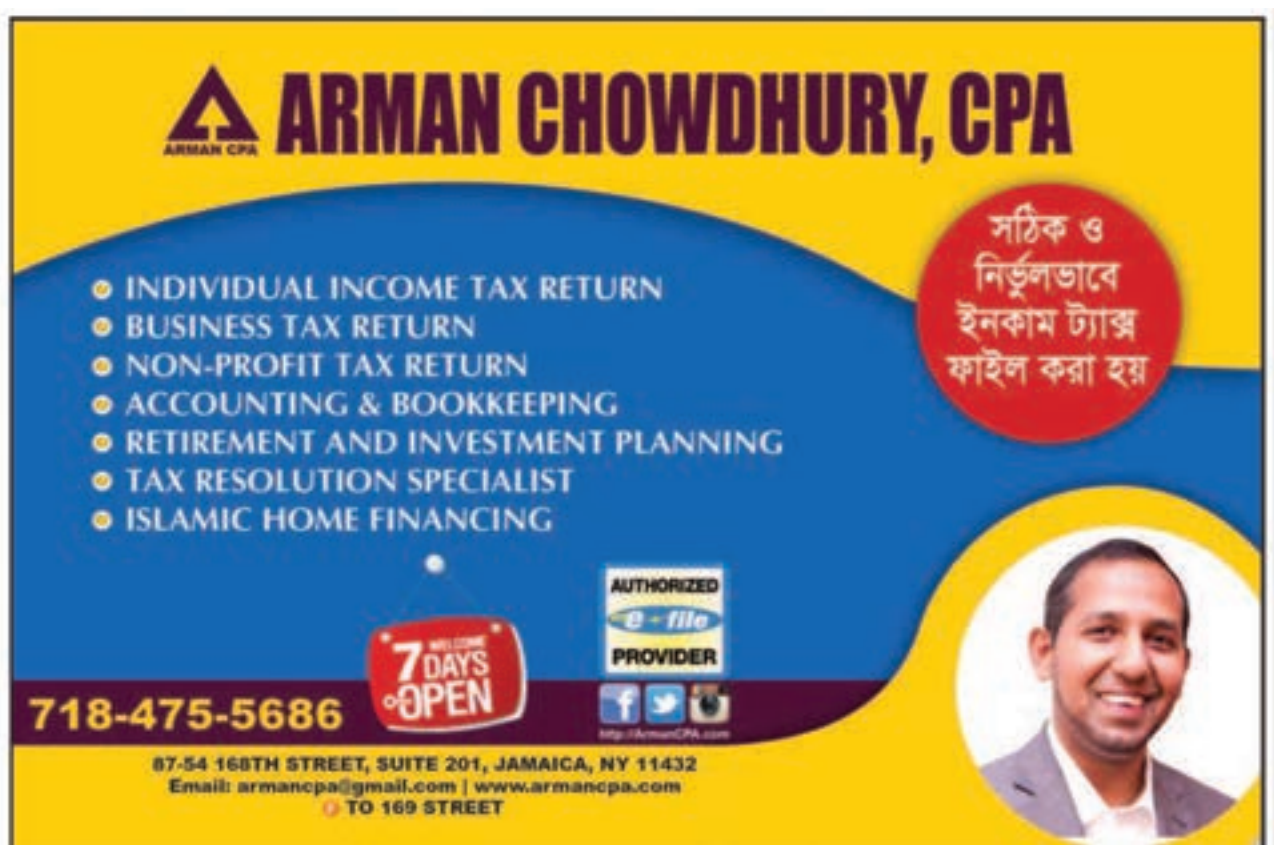
-এখানে দেখছি নদী-নালা, সাগরের চেয়ে উঁচু, ভূমধ্যসাগরের মতো এত বড় হ্রদ, পানির উৎস কী?

-কে বলে এখানে নদী নেই? বরফযুগে বরফে ঢেকেছিল নদী-হ্রদ-পাহাড়। বরফ গলতে শুরু করতে এসব দৃশ্যমান হতে শুরু করে। দৃশ্যমান হয় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৬২ মিটার উঁচু হ্রদটিও। উত্তরের মেরু এলাকার বরফগলা পানি দক্ষিণের সাগরে যেতে জন্ম হয় নদী-নালার। এখানকার বড় নদী মরুমসান (গড়ৎঁসংধহ))। এটি প্রায় ১৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ, যার মূলপ্রবাহ চলে গেছে বাল্টিক সাগরে। আর উপনদী পড়েছে এই হ্রদে। হ্রদে বার্ষিক গড় পানিপ্রবাহের পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে ৬ দশমিক ৮ কিউ-বিক মিটার। এই হ্রদের সাথে সংযোগ রয়েছে আরো পাঁচটি হ্রদের। হ্রদের নিজস্ব পানির উৎস বৃষ্টি, তুষার, গলে যাওয়া বরফ, স্রোত ও ভূগর্ভস্থ পানি।

লেখক: আইনজীবী ও কথাসাহিত্যিক

-কে বলে এখানে নদী নেই? বরফযুগে বরফে ঢেকেছিল নদী-হ্রদ-পাহাড়। বরফ গলতে শুরু করতে এসব দৃশ্যমান হতে শুরু করে। দৃশ্যমান হয় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৬২ মিটার উঁচু হ্রদটিও। উত্তরের মেরু এলাকার বরফগলা পানি দক্ষিণের সাগরে যেতে জন্ম হয় নদী-নালার। এখানকার বড় নদী মরুমসান (Morrumsan))। এটি প্রায় ১৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ, যার মূলপ্রবাহ চলে গেছে বাল্টিক সাগরে। আর উপনদী পড়েছে এই হ্রদে। হ্রদে বার্ষিক গড় পানিপ্রবাহের পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে ৬ দশমিক ৮ কিউবিক মিটার। এই হ্রদের সাথে সংযোগ রয়েছে আরো পাঁচটি হ্রদের। হ্রদের নিজস্ব পানির উৎস বৃষ্টি, তুষার, গলে যাওয়া বরফ, স্রোত ও ভূগর্ভস্থ পানি।







কবি তমিজ উদদীন লোদী'র নবম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত

(শেষের পাতার পর)

শিল্পী ধ্রুব এষ । মূল্য রাখা হয়েছে ৩০০ টাকা । বইটি মেলার প্রথম দিন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে অনন্যার প্যাভিলিয়ন ২৮-এ ।

কবি তমিজ উদদীন লোদী ১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারী সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার মাথিউরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । আশীর দশকের অন্যতম প্রধান কবি তমিজ উদ্‌ দীন লোদীর কবিতায় নিসর্গ, মানুষ ও তাঁর নানা অনুষঙ্গ যেমন তেমনি তিনি তুলে আনেন সমাজ ও মানুষের নানা অসঙ্গতি । তার অফুরন্ত সম্ভাবনার কথাও তিনি বিস্মিত হন না । বরং এক আশ্চর্য চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটান তাঁর কবিতায় । এইসব উজ্জ্বল, মানবিক অস্তিত্ব চেতনায় ঋদ্ধ এবং শিল্পসম্মতভাবে রূপায়িত হয় তাঁর কবিতা । তিনি পেশায় একজন প্রকৌশলী । দীর্ঘদিন বাংলাদেশ রেলওয়েতে কাজ করার পর তিনি স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছেন । বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরীতে প্রবাস জীবনযাপন করছেন । দায়িত্ব পালন করছেন সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সাহিত্য সম্পাদক পদে ।

রোববার লার্গোডিয়া এয়ারপোর্টে উবার ও লিফট ড্রাইভারদের ধর্মঘট

(শেষের পাতার পর)

এ সময়ে সংশ্লিস্ট ড্রাইভারগণ কোন যাত্রী পিক আপ করবে না । রুটি-রুজীর দাবীতে আহুত এই ধর্মঘট সফল করতে নিউইয়র্ক সিটির সকল উবার ও লিফট ড্রাইভারদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে । খবর ইউএনএ'র ।

সিটির জ্যাকসন হাইটসের একট রেষ্টুরেন্টে উল্লেখিত ধর্মঘট কর্মসূচীর বিষয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওর্য়াকারস এলায়েন্স-এর কর্মকর্তা ও ড্রাইভারগণ বিস্তারিত তুলে ধরেন । গত শুক্রবার ১৭ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে এনওয়াইটিডব্লিউএ'র এক্সিকিউটিভ ডাইক্টের ভৈরবী দেশাই, সংগঠনের কর্মকর্তা মোহাম্মদ টিপু, ড্রাইভার প্রতিনিধি লস্কর মইজুর জুয়েল, নুসরাত জাহান, জাবেদ তারিক, বিজু হায়দার ও আজিজুল হক ।

সংবাদ সম্মেলনে ভৈরবী দেশাই বলেন, সকল ড্রাইভারদের স্বার্থেই আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারী রোববার আহ্বান করা হয়েছে । আশরা করছি সকল ড্রাইভার এই ধর্মঘটে অংশ নেবে এবং অন্যান্য ড্রাইভারগণও এই যৌক্তিক আন্দোলনে সমর্থন জানাবে । তিনি বলেন, সিটিতে বিভিন্ন কোম্পানীর প্রায় এক লাখের মতো ড্রাইভার রয়েছে । আমরা ড্রাইভারদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করতে চাই । প্রশাসন ও কোম্পানীগুলোকে শক্তি প্রর্দশন করতে হবে, ড্রাইভারদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, ঐক্যবদ্ধ থাখতে হবে । তবেই না উবার ও লিফট কোম্পানী ড্রাইভারদের দাবি মেনে নেবে ।

মোহাম্মদ টিপু বলেন, এনওয়াইটিডব্লিউএ'র আন্দোলন বিফল হয়নি । আমরা অতীতেও নানা আন্দোলন করেছি এবং সফল হয়েছি । এবারও আমরা সফর হবো যদি সকলেই রোববারে ধর্মঘটে অংশ নেই ।

সংবাদ সম্মেলনে সংশ্লিস্টরা বলেন, উবার ও লিফট কোম্পানী কর্তৃক ড্রাইভার হয়রানি বেড়েই চলেছে । মালিক পক্ষ উবার ও লিফট ড্রাইভারের কষ্টার্জিত অর্থের শতকরা ৫০ থেকে ৫৫ ভাগ কমিশন হিসেবে কেটে নেয় । এতে ড্রাইভারদের কিক্ষুই থাকে না । ফলে অনেককেই মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে ।

লস্কর মইজুর জুয়েল বলেন, উবার ও লিফট ড্রাইভারদের ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে । যখন-তখন আমাদের কাছ থেকে উবার ও লিফট চালানোর অধিকার কেড়ে নেয়ো হচ্ছে । আত্মপক্ষ সর্মথনের সুযোগ নেই । ট্যাক্সি ও লিমোজিন কমিশন ভাড়া বৃদ্ধির নির্দেশ দিলেও আদালতে মামলা করে তা আটকে দেয়া হচ্ছে । ফলে আমরা আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি ।

এক প্রশ্নের উত্তরে নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা ড্রাইভারদের দাবী-দাওয়া নিয়ে সংশ্লিস্টদের সাথে বৈঠক করেছি, টিএলসি কর্তৃপক্ষের সাথে সভা করেছি । কিন্তু কোন লাভ হয়নি বলেই ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হয়েছি । অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তারা বলেন, এই ধর্মঘটে যাত্রীদের অসুবিধা হলেও আমাদের কিছু করার নেই, আমরা আশরা করছি সবার সহযোগিতা পাবো । আর যাত্রীদের সুবিধার্দে সিটি ও লাগোর্ডিয়া এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা করছেন বলে আমরা শুনেছি ।





২১শে ফেব্রুয়ারি



মোদের গরব মোদের আশা
আমরি বাংলা ভাষা

অমর একুশে ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ২০২৩

স্থানঃ জালালাবাদ ভবন
৩৬-০৭ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক
তারিখঃ ২০শে ফেব্রুয়ারি, সোমবার, সময়ঃ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা

অনুষ্ঠান সূচীঃ
অমর ২১শে'র আলোচনা ও স্মৃতিচারণ।
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আয়োজনেঃ সিলেট বিভাগীয় সংগঠনসমূহ

১.	সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক্	১৪.	বঙ্গবীর ওসমানী স্মৃতি পরিষদ
২.	সিলেট সদর সমিতি ইউএসএ ইনক্	১৫.	জকিগঞ্জ উপজেলা এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইনক্
৩.	বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি ইউ.এস.এ ইনক্	১৬.	এ.বি.এম মাল্টিমিডিয়া
৪.	নবীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউ.এস.এ ইনক্	১৭.	মৌলভীবাজার জেলা সমিতি ইউ এস.এ ইনক
৫.	সুনামগনৃজ সোসাইটি ইউ.এস.এ ইনক্	১৮.	আমেরিকান বাংলাদেশী বিজনেস এলায়েন্স (এ.বি.বি.এ)
৬.	মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইনক্	১৯.	বড়লেখা সোশ্যাল এন্ড কালচারাল এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইনক্
৭.	সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক্	২০.	জকিগঞ্জ সোসাইটি অব আমেরিকা ইনক্
৮.	সিলেট ক্লাব ইউএসএ	২১.	রাজনগর উপজেলা উন্নয়ন পরিষদ ইউএসএ ইনক্,
৯.	আজাদী সমাজ কল্যাণ সংগঠন	২২.	হবিগঞ্জ সোসাইটি ইনক্ ইউএসএ
১০.	জামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইউ.এস.এ ইনক্	২৩.	চুনারুঘাট এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক্
১১.	সিলেট বিভাগীয় আওয়ামী পরিবার	২৪.	মনুমিয়া স্মৃতি পরিষদ
১২.	যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ	২৫.	নিউইয়র্ক কাজী অফিস
১৩.	দক্ষিণ সুরমা থানা এসোসিয়েশন ইউ.এস.এ ইনক্	২৬.	মোহাম্মদী সেন্টার নিউইয়র্ক এবং (এন্টাই টেরোরিজম এওয়্যারনেস ইউনিট)

@durudmiah

আহ্বায়ক
ফজলুর রহমান
৭১৮-২০০-৯৫৯৬

সমন্বয়কারী
মইনুজ্জামান চৌধুরী
৭১৮-৭৯১-৩৩৭২

সদস্য সচীব
দরুদ মিয়া রনেল
৭১৮-৩৫০-৬১৩৭

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



জ্যামাইকায় বিএনপি'র আঞ্চলিক

(শেষের পাতার পর)

হটানোর বিকল্প নেই। তাই সরকারকে হটাতে শীঘ্রই বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করবে বিএনপি। এই কর্মসূচি সফল করতে দেশে ও প্রবাসে বিএনপি নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়েছেন তিনি।

নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির আঞ্চলিক কার্যালয়ে গত ১২ ফেব্রুয়ারী রোববার রাতে আয়োজিত এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন উপরোক্ত আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮৭তম জন্মদিন এবং যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি নেতা শহীদুল হক সিকদার।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, সাবেক যুগ্ম আহবায়ক মিজানুর রহমান ভূইয়া মিলন্টন, সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম ভূঁইয়া, বিএনপি নেতা সবুর আহমেদ, মোশাররফ হোসেন সবুজ, এবাদ চৌধুরী, যুবদলের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুল বাতিন, যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ।

সভায় ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন আরো বলেন, আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটে ক্ষমতায় আসেনি। ভবিষ্যতেও তারা জনগণের ভোটে ক্ষমতায় আসতে চায় না বলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধিনে নির্বাচন করতে ভয় পায়। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ছাড়া নির্বাচনে যাবে না বিএনপি।

জিল্লুর রহমান জিল্লু বিএনপি নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, সরকারকে হটাতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ঐক্যের বিকল্প নেই। তিনি বলেন, আমরা একাবদ্ধ আছি এবং আগামী দিনের সকল আন্দোলনে প্রবাস থেকে জোরালো ভূমিকা রাখা হবে।

উল্লেখ্য, শহীদুল হক সিকদারসহ কিছু নেতা-কর্মী নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির নেতৃত্ব মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছেন। তাদের এই অংশটি জ্যামাইকায় বিএনপির কার্যালয় স্থাপন করে। পরবর্তীতে সিনিয়র নেতারা এটিকে আঞ্চলিক কার্যালয় হিসাবে ঘোষণা দেন। কার্যালয়টির জায়গা দিয়েছেন বাড়ির মালিক শহীদুল হক সিকদার।

আরো উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে এলমাহার্স্টে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র অফিস এবং একটি গ্রন্থাগার উদ্বোধন করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই তার বিলুপ্ত ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রে দেশের কোন রাজনৈতিক দলের নিজস্ব কোন অফিস বা কার্যালয় নেই।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com



সিলেট সদর এসোসিয়েশনের লোগো ব্যবহারে বিধিনিষেধ

নিউইয়র্ক: সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনকের কার্যকরি পরিষদ, নবগঠিত উপদেষ্টা ও ট্রাস্টি পরিষদের যৌথ সভা ১৫ জানুয়ারী বুধবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার মতিন রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয় । সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মালেক খান (লায়েক)-এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আর.সি টিটোর পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ট্রাস্টি আব্দুল জব্বার খান মুরাদ, রিয়াজ উদ্দীন কামরান, উপদেষ্টা মোঃ মেহবুব, মামুন আহমেদ, সাবেক সহ সভাপতি মুকুল হক, শাহনেওয়াজ কোরেশী, কার্যকরি পরিষদের সহ সভাপতি জয়ন্ত কুমার চক্রবর্তী, শরিফুল খালিসদার, সহ সম্পাদক সামুন মাহমুদ, দপ্তর সম্পাদক অপু সিং, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক শামিম আহমদ সাহার প্রমুখ । সভায় বক্তারা সংগঠনের আগামী কর্মসুচি চুড়ান্ত করেন এবং যে বা যারা সংগঠনের অনুমতি ব্যতিরেক সংগঠনের লোগো ও নাম ব্যবহার করছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে মতামত দেন । -প্রেস বিজ্ঞপ্তি ।



মামলা-মোকদ্দমা সহ সংকট কাটিয়ে ইমেজ রক্ষার

(শেষের পাতার পর)

বাংলা মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে বাংলাদেশী কমিউনিটির আমব্রেলা সংগঠন হিসেবে সোসাইটিকে আমেরিকান সংগঠনের আদলে পরিণত করার উপরও গুরাত্বারোপ করা হয় । গত ১৩ ফেব্রুয়ারী সোমবার দুপুরে জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আব্দুর রব মিয়া । সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী । এরপর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন সভাপতি সভাপতি আব্দুর রব মিয়া । সভায় সোসাইটির বিগত দিনের বিভিন্ন কর্মকান্ডের কথা তুলে ধরেন সাবেক সভাপতি ও ট্রাষ্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান এম এ আজীজ । খবর ইউএ-নএ'র ।

সভায় প্রবীন সাংবাদিক, এখন সময় সম্পাদক কাজী শামসুল হক, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহ-সান, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, বর্ণমালা.কম সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক ঠিকানা'র ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আর্সিয়ানা চৌধুরী নাসরাত ও বার্তা শহীদুল ইসলাম, প্রবীণ সাংবাদিক জয়নাল আবেদীন, সাপ্তাহিক আজকাল-এর সনজীবন সরকার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি'র যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি এস এম সোলায়মান প্রমুখ তাদের মতামত ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন ।

সোসাইটির মতবিনিময় সভায় ট্রাষ্টি বোর্ডের অন্যান্য সদস্য যথাক্রমে আজিমুর রহমান বুরহান, ওয়াসী চৌধুরী ও মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল এবং কার্যকরী পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে মহিউদ্দিন নেওয়ান, ফারুক চৌধুরী, মোহাম্মদ নওশাদ হোসেন, আবুল কালাম ভূইয়া, মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, ডা. শাহ-নাজ আলম লিপি, আবুল বাসার ভূইয়া, মোহাম্মদ আখতার বাবুল, শাহ মিজানুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । সভা পরিচালানা করেন সোসাইটির প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ ।

প্রায় ৪০ বছর বয়সী বাংলাদেশ সোসাইটির আগামী দিনের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে আরো ১০০০ কবর ক্রয়, সংগঠনের ৫০ বছর পূর্তী উদযাপন, বাংলাদেশ ডে আয়োজন, আজীবন সদস্য সংগ্রহ, ইমেজ রক্ষা প্রভৃতি। সকল প্রবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ সোসাইটি তার লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হবে এমন প্রত্যাশা কর্মকর্তাদের । সভায় সোসাইটির কর্মকর্তারা মামলা-মোকদ্দামা সহ নানা সংকট কাটিয়ে উঠতে সোসাইটির কর্মকর্তারা মিডিয়ার সহযোগিতা চান ।

সভায় সোসাইটির উদ্যোগে কবর ক্রয়ের প্রকল্পের ফান্ড রেইজিং-এর অংশ হিসেবে শাহ জে চৌধুরী ৫০০০ ডলারের চেক সোসাইটির কর্তকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করেন ।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

অ্যালার্জিজনিত রোগের উপসর্গ ও করণীয়

(শেষের পাতার পর)

রোগ, রোগের চিকিৎসা কি ইত্যাদি ইত্যাদি। এসবের মধ্যে অ্যালার্জিজনিত সমস্যা নিয়া প্রায় অনেকেই জানতে চাই। অ্যালার্জিজনিত রোগকে হিস্টামিন বা মাস্ট সেল অ্যাক্টিভেশন সিন্ড্রোম বলা হয়। এই রোগ হলে শরীরের মাস্ট সেলগুলি থেকে খুব বেশি পরিমাণে রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ হয় যা অ্যালার্জির মতো উপসর্গ সৃষ্টি করে। মাস্ট সেল শরীরের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থাপনার অংশ। এই সেলগুলি সারা শরীরে পাওয়া যায়, বিশেষত অস্থি মজ্জা, ত্বক এবং খাদ্য, শ্বাস ও রক্তনালীগুলির চারপাশে। ওষুধ, খাদ্য, আবহাওয়ার পরিবর্তন (খুব শীত বা গরম), পরিবেশ দুষণ এবং পোকামাকড়ের কামড়সহ অ্যালার্জেনের সংস্পর্শে আসলে শরীরে চুলকানি, শ্লেষ্মা এবং প্রদাহসহ অ্যালার্জির লক্ষণ ও উপসর্গগুলি দেখা দেয়।

উপসর্গগুলি মৃদু থেকে প্রাণঘাতী পর্যন্ত হতে পারেঃ-

ত্বকে: চুলকানি, হাইপারমিয়া, ছত্রাক, ঘাম, ফুসকুড়ি; চোখে: চুলকানি, জ্বালা, লাল চোখ; নাকে: চুলকানি, হাচি, নাক দিয়ে পানি পড়া, নাক বন্ধ; মুখ ও গলায়: চুলকানি, জিহ্বা বা ঠোঁট ফুলে যাওয়া, গলা ফুলে যাওয়া; শ্বাসযন্ত্রে: কাশি, শ্বাস নিতে অসুবিধা, শ্বাসকষ্ট; হার্ট এবং রক্তনালীতে: নিম্ন রক্তচাপ, দ্রুত হার্টবিট; পেট ও অন্ত্রে: ক্যাম্প, বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া, পেটে ব্যথা, গ্যাস; স্নায়ুতন্ত্রে: মাথাব্যথা, বিভ্রান্তি, ক্লান্তি; গুরুতর ক্ষেত্রে অ্যানাফিল্যাকটিক হতে পারে। এই অবস্থার জরুরী চিকিৎসা প্রয়োজন।

গবেষকরা নিশ্চিত নন যে কি কারণে কিছু লোকের হিস্টামিন বা মাস্ট সেল অ্যাক্টিভেশন সিন্ড্রোম হয়। তবে KIT D816V জিনের মিউটেশন বা ওমউ কারনে হতে পারে। ইডিওপ্যাথিক হতে পারে মানে এর কারণ নির্ধারণ করা যায়নি। হিস্টামিন বা মাস্ট সেল অ্যাক্টিভেশন সিন্ড্রোমের বর্তমানে সম্পূর্ণ নিরাময়ের কোন চিকিৎসা নেই, তবে এই রোগের উপসর্গগুলি নিয়ন্ত্রণের উপায় আছে।

উপসর্গ নিয়ন্ত্রণের চিকিৎসা:

অ্যান্টিহিস্টামিনঃ Histacin, Benadryl, Cetirizine এবং loratadine - Type-1 হিস্টামিন রিসেপ্টর eKvi এবং Type-2 হিস্টামিন রিসেপ্টর eKvi Ranitidine এবং Famotidine। মন্টিলুকাস্ট ও জাফিরলুকাস্ট; অ্যাসপিরিন; কর্টিকোস্টেরয়েড; ওমালিজুমাব; অ্যানাফিল্যাকটিক শক হলে অ্যাড্রেনালিন ইনজেকশন।

উপরোক্ত চিকিৎসায় এই রোগ সম্পূর্ণ ভালো হয় না। ওষুধ খেলে রোগের উপসর্গগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। পাশাপাশি দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় পরিবর্তন আনলে মানে হিস্টামিন বেশি থাকা খাবার পরিহার করে কম হিস্টামিন থাকা খাবার খেলে ও নিয়ম মেনে চললে এই রোগ শতকরা ৭০ থেকে ৮০ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

হিস্টামিন বেশি থাকা খাবারের তালিকা:

এলকোহল, বিয়ার, হার্ড পনির, সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি মাছ, ঝিনুক, শাক, সসেজ, বেগুন, ইলিশ মাছ, গরুর মাংস ইত্যাদি।

হিস্টামিন কম থাকা খাবারের তালিকা:

দুগ্ধ (সোয়া ও কোকোনাট মিল্ক), গম, রাইস, ডাল, আপেল, পীচসহ কিছু ফল অ্যাসপারাগাস এবং ব্রকলিসহ কিছু সবজি এবং অনন্য খাদ্য।

তাই রোগীকে কম হিস্টামিন থাকা খাবার খেতে হবে, বেশি হিস্টামিন থাকা খাবার পরিহার করতে হবে। আর যাদের আবহাওয়ার পরিবর্তন (খুব শীত বা গরম) বা পরিবেশ দুষণে অ্যালার্জি হয়, তাদরকে আবহাওয়ার পরিবর্তন ও পরিবেশ দুষণের বিষয়টা মাথায় রেখে চলতে হবে। এসব পরিস্থিতিতে সাবধানে থাকতে হবে। প্রয়োজনে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে ও অ্যান্টিহিস্টামিন ওষুধ খেতে হবে।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

নারী ফুটবলারদের বেতন

(শেষের পাতার পর)

উদ্দিনের কাছে আবদার করার সুযোগ খুঁজছিলেন। সালাহউদ্দিন বললেন, 'ওরা বেতন বাড়ানোর কথা বলেছে। ৫০ হাজার টাকা বেতন চায়। ম্যাচ ফি চায়। সঙ্গে চায় দামি বুট। খাওয়ার মান আরো বাড়ানোর অনুরোধ করেছে।'

সালাহউদ্দিন বললেন, 'আমি মেয়েদের চাওয়াগুলো বুঝি। চাওয়াটা সঠিক। এই বাজারে যে টাকা দেওয়া হয়, তা হয় না। এসব খাতে ফিফা থেকে মেয়েদের জন্য বরাদ্দ থাকে না। আমি ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে জানিয়েছি।'

বাংলার মেয়েরা সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মেয়েদের চাওয়ার কাছে একমত সালাহউদ্দিন। কিন্তু সামর্থ্যের মধ্যে সবকিছু করতে চান তিনি। একটা পথ খোঁজার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অর্থের সংকুলান না হলে বাস্তবায়ন করাটাও যে কঠিন, সেটা বুঝতে পারছেন তিনি। তবে ৫০ হাজার টাকার বেতন নয়, সালাহউদ্দিন মনে করেন ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা বেতন হলে ভালো হয়। তিনি বলেন, 'আমি তো চাই ৫০ হাজারের বেশি দিতে। সেটা তো সম্ভব না। ওরা রেজাল্ট দিচ্ছে। আরো বেশি সুবিধা দিতে মন চায়।' বেতন নিয়ে চূড়ান্ত কিছু হয়নি। এটি নির্ভর করছে অর্থ সংস্থানের ওপর। ক্যাম্পের ৩০ সিনিয়র খেলোয়াড় এবং বাকি ৩০ জন খেলোয়াড়ের জন্য বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে বেতন দেওয়ার ভাবনা। আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেললে ম্যাচ ফি পাওয়া যায়। মেয়েদের এমন দাবি। ১০০ ডলার দাবি করেছে। উন্নত মানের বুট এবং উন্নত মানের খাবার। সালাহউদ্দিন বললেন, 'মেয়েদের এই চাওয়াগুলো পারফেক্ট। হান্ড্রেড পারসেন্ট সঠিক।' পাশে থাকা সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ বললেন, 'এখন জনপ্রতি ৭০০ টাকা খরচ হচ্ছে। এটা ১ হাজার ২০০ টাকায় উন্নতি করতে হয়।'

বিমানে ১০০ ভক্তকে

(শেষের পাতার পর)

প্রথম নয়, আগেও ভক্তদের এমন ব্যতিক্রম উপহার দিয়েছিলেন এই তারকা। ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, প্রতিবছরই ভক্তদের এমন ব্যতিক্রম উপহার দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানান বিজয় দেবারাকোন্ডা। এর আগে ৫০ জন ভক্তকে নিয়ে জওহরলাল নেহরু স্থাপত্য ও চারুকলা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তিনি। সেবারও ভোটের মাধ্যমে ভক্তদের নির্বাচন করেছিলেন তিনি। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। এবার পাঠালেন ১০০জন ভক্তকে।

বিজয় তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও শেয়ার করেন। সেখানে দেখা যায় বিমানে থাকা অভিনেতার ভক্তরা উল্লাস করছেন।

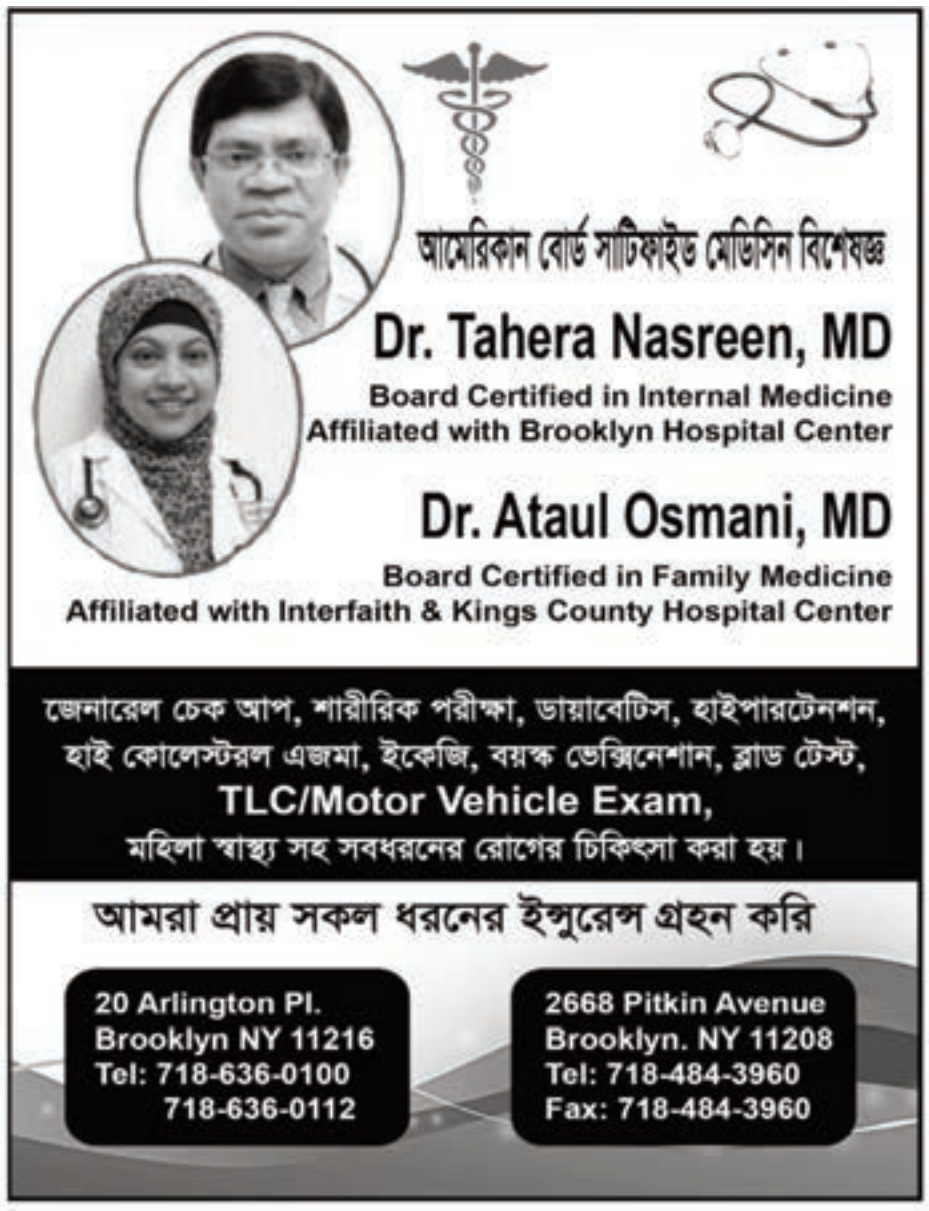
ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, 'আজ সকালে তারা তাদের ফ্লাইট থেকে আমাকে একটি ভিডিও পাঠিয়েছে। তারা পাহাড়ে যাচ্ছে। সারাদেশ থেকে ১০০ জন। আমি দারুণ খুশি।' আগামীতে আসছে বিজয় অভিনীত 'কুশি'। এই সিনেমায় তার সঙ্গে অভিনয় করছেন সামান্থা রুথ প্রভু। শিবা নির্ভানা পরিচালিত সিনেমাটি ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়ার কথা।

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course, 4 Hours Each Class, Total 32 Classes (4 days/week), Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course, 5 days/week, Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade, 8 weeks course, 3 Hrs./day, 4 days/week, Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারের পাশে রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একটি বেডরুম, বসার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুম। সাবওয়ে ই টেন। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০২-৭১৪২ অথবা ৫১৬-৪৮১-৭৮৪৩ ডি-০৫/১২

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ। ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭ অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিট-এ তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা শেয়ারে ভাড়া দেয়া হবে। বি. দ্রষ্টব্য: মহিলা অথবা ফ্যামিলি অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-১৫ ১৫৩ স্ট্রীটে চার বেডরুম, দুই বাথ রুম, ডাই-নিং সহ বড় কিচেনের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লক দূরত্বে ই ট্রেন আর দুই ব্লক দূরত্বে এফ ট্রেন সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৯৯-৯৬৯৮ (সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ১০টা) ডি-১৯/২৬

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

আবশ্যক

HELP WANTED

Seeking for an Office Assistant for Real Estate Company, Queens, NY. Must be fluent in English and Expert in Computer. Contact: Mr. Kamal. Ph: 917-523-4451. e-mail: mkskarn@gmail.com f-06/14

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯ ডি-০৫/১২

বেবীসিটার আবশ্যক

নিউইয়র্ক সিটির ফ্লাশিং-এ ১৮ মাসের বাচ্চা দেখার জন্য একজন বেবীসিটার আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯। ডি-০৫/১২

আবশ্যক

Law Office of Shiva Khanal, PC-এর জন্য লীগ্যাল এ্যাসিসটেন্ট/ প্যারালীগ্যাল (মিডটাউন) পদের জন্য পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে চৌকশ, দায়িত্ববান, পরিশ্রমী, স্বাধীনচেতা এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ভালোভাবে কথা বলা ও লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীর অগ্রাধিকার। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগ:
khanalaakash435@gmail.com
Contact Phone:
646-669-7202
ফে-১৩

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোটিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্ যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

NOTICE

Ibne Studios, LLC, filed Articles of Organization with the NY Secretary of State ("NYSOS"), on 12/06/2022. Office location: Queens County. NYSOS is designated as agent of the LLC upon whom process against it may be served. NYSOS shall mail copy of process to: 187-11 Wexford Terrace, 1st Floor, Jamaica, NY. Purpose: Any lawful purpose.
Please confirm receipt of this email and if you have any questions or concerns. Contact: Sanan Ibne. **Cell: 347-849-0006**

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-

TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. 1-06/14

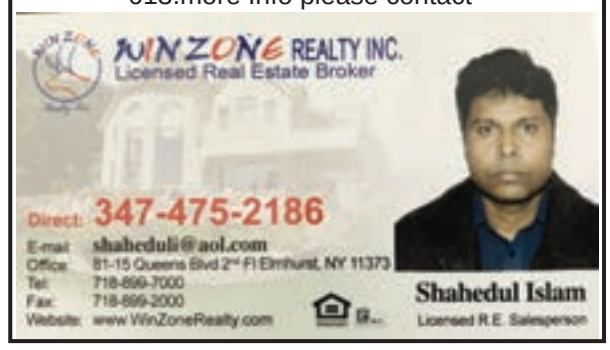
পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।

যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



জি এম কাদের কর্তৃক অনুমোদিত যুক্তরাষ্ট্র জাপা'র কমিটি

(শেষের পাতার পর)

চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের এমপি। গত ৫ ফেব্রুয়ারী রোববার তিনি এই অনুমোদন দিয়েছেন বলে জানান যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুন নূর বারভূঁইয়া ও সাধারণ সম্পাদক আসিফ বারী টুটুল। এক সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এই তথ্য জানান।

সিটির জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজা হলে গত ১৩ ফেব্রুয়ারী সোমবার বিকেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টিও সেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এসময় কেন্দ্রের অনুমোদিত চিঠি প্রদর্শন করে মোহাম্মদ আব্দুন নূর বারভূঁইয়া জানান, গত বছরের ৬ নভেম্বর রোববার অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সম্মেলনে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে পার্টির কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটে সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য এস এম ফয়সল চিশতি, উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য সহিদুর রহমান, উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। পরে নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের আলোচনার মাধ্যমে ১৩জনকে উপদেষ্টা ও ৯১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পার্টির চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো হয়।

তিনি জানান, বাংলাদেশে কিছু আইনগত জটিলতার কারণে পার্টির চেয়ারম্যান এতদিন যাবৎ যুক্তরাষ্ট জাতীয় পার্টির কমিটি অনুমোদন দিতে পারেননি। বর্তমানে আইনগত অসুবিধা না থাকায় গত ৫ ফেব্রুয়ারী রোববার যুক্তরাষ্ট জাতীয় পার্টির কমিটি অনুমোদন করা হয়।

আব্দুন নূর বারভূঁইয়া আরো জানান, দীর্ঘ অনেক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির কোনো সম্মেলন না হওয়ার কারণে সংগঠনের কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দিয়েছিলো। যার কারণে জাতীয় পার্টির অনেক ত্যাগী নেতা ও কর্মী নিরব ও নিষ্ক্রিয় ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির পুরনো গৌরব ফিরিয়ে এনে সংগঠনকে গণমুখী করার লক্ষ্যে এসব নেতা ও কর্মীর অনুরোধ এবং জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য আলমগীর সিকদার লোটন এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট সাকিব রহমানের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের এমপি যুক্তরাষ্ট জাতীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটি বাতিল করে আহবায়ক কমিটি অনুমোদন দেন। তাই যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির কমিটি নিয়ে আর বিভ্রান্তির কোন সুযোগ নেই।

আল্লাহ যার কল্যাণ চান

(শেষের পাতার পর)

জন্য যাদের অন্তর আল্লাহর উপদেশ বাণীতে আরো বেশী কঠোর হয়ে গিয়েছে। সে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ডুবে আছে।"(সুরা যুমার:২২) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ সংকীর্ণ করে দেন এবং এমনভাবে তাকে সংকুচিত করতে থাকেন যে, (ইসলামের কথা চিন্তা করতেই) তার মনে হতে থাকে যেন তার আত্ম আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। এভাবে আল্লাহ (সত্য থেকে দূরে পলায়ন ও সত্যের প্রতি ঘৃণার) আবিলতা ও অপবিত্রতা বেঈমানদের ওপর চাপিয়ে দেন।"(সুরা আন'আম:১২৫)

বক্ষ উন্মুক্ত: "শরহে সদর" অর্থ হচ্ছে উন্মুক্ত বক্ষ বা খোলা মন। বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেয়ার মানে হচ্ছে, ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে হৃদয়ে পূর্ণ নিসংশয়তা ও নিশ্চিয়তা সৃষ্টি করা এবং যাবতীয় সন্দেহ, সংশয় ও দোদুল্যমানতা দূর করে দেয়া। অর্থাৎ আল্লাহ যাদেরকে তাঁর নিদর্শন থেকে বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং ইসলামকে অকাট্য ও নির্ভুল সত্য বলে মেনে নেয়ার যোগ্যতা দিয়েছেন। কোন ব্যাপারে মানুষের বক্ষ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া মূলত: এমন একটি মানসিক অবস্থার নাম, যখন তার মনে উক্ত বিষয় সম্পর্কে কোন দুচিন্তা বা দ্বিধা-দ্বন্ধ কিংবা সংশয় থাকে না এবং কোন বিপদের আভাস বা কোন ক্ষতির আশংকাও তাকে ঐ বিষয় গ্রহণ করতে বাধা দিতে পারে না। বরং সে পূর্ণ মানসিক তৃপ্তির সাথে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এ জিনিসটি ন্যায় ও সত্য। তাই যাই ঘটুক না কেন আমাকে এর ওপরই চলতে হবে। এ ধরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন ব্যক্তি যখন ইসলামের পথ অবলম্বন করে তখন আল্লাহ ও রাসুলের সা: পক্ষ থেকে যে নির্দেশই আসে তা সে অনিচ্ছায় নয় খুশী ও আগ্রহের সাথে মেনে নেয়। কিতাব ও সুন্নাহ থেকে যে আকাঙ্গিদ ও ধ্যান ধারণা এবং যে নীতিমালা ও নিয়ম কানুন তার সামনে আসে তা সে এমনভাবে গ্রহণ করে যেন সেটাই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। কোন অবৈধ সুবিধা পরিত্যাগ করতে তার কোন অনুশোচনা হয় না। সে মনে করে ঐগুলো তার জন্য কল্যাণকর কিছু ছিল না। বরং তা ছিল ক্ষতি যা থেকে আল্লাহর অনুগ্রহে রক্ষা পেয়েছে। অনুরূপ ন্যায় ও সত্যের ওপর কায়েম থাকার কারণে তার যদি কোন ক্ষতি হয় তাহলে সে সেই জন্য আফসোস করে না, ঠা-া মাথায় বরদাশত করে এবং আল্লাহর পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিবর্তে তার কাছে ঐ ক্ষতি হালকা মনে হয়। বিপদাপদ আসলে তার এ একই অবস্থা হয়। সে মনে করে, আমার দ্বিতীয় কোন পথই নেই-এ বিপদ থেকে বাঁচার জন্য, যে পথ দিয়ে আমি বেরিয়ে যেতে পারি। আল্লাহর সরল সোজা পথ একটিই। আমাকে সর্বাবস্থায় ঐ পথেই চলতে হবে। বিপদ আসলে আসুক। আল কুরআনে এটিকে 'শরহে সদর" উন্মুক্ত বক্ষ বা খোলা মন বলা হয়েছে।

আর এ 'শরহে সদর" উন্মুক্ত বক্ষ বা খোলা মন লোকদের জন্য জ্ঞানের আলো হিসাবে আল্লাহর কিতাব ও রাসুলুল্লাহ সা: এর সুন্নাহ লাভ করে, যার উজ্জল আলোতে সে জীবন চলার অসংখ্য ছোট ছোট পথের মধ্যে কোন ন্যায় ও সত্যের সোজা রাস্তা তা প্রতি পদক্ষেপে স্পষ্ট দেখতে পায়।

আল্লাহ যার কল্যাণ চান সে ব্যক্তিকে তাওবার সুযোগ দান করেন। কারণ তার বক্ষ উন্মুক্ত করার পরেও শয়তানের প্ররোচনায় কোন সময় পা পিছলে গেলে এবং বিবেকের কষাঘাতে ফিরে এলে আল্লাহ তাকে গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর আল্লাহ চান তোমাদের তাওবা কবুল করতে।"(সুরা নিসা:২৭) এ সমস্ত ব্যক্তিদের আল্লাহ বিপদের সম্মুখীন করেও খাঁটি বান্দায় পরিণত করেন। আনাস রাধ হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর বান্দার কল্যানের ইচ্ছা করেন তখন দুনিয়ায় তাকে অতি তাড়াতাড়ি বিপদাপদের সম্মুখীন করেন। আর যখন তিনি কোন বান্দার অকল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন তার গোনাহের শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকেন। অবশেষে কিয়ামতের দিন তাকে এর পরিপূর্ণ শাস্তি প্রদান করেন। আর আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তখন তাদের তিনি পরীক্ষায় ফেলেন। যে তাতে সন্তুষ্ট তার জন্য (আল্লাহর) সন্তুষ্টি থাকে আর যে তাতে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য (আল্লাহর) অসন্তুষ্টি থাকে।'(তিরমিযি, মিশকাত)

আল্লাহ যাদের কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। যে জ্ঞানের আলোকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ সুস্পষ্ট দেখতে পায়। হালাল-হারাম, কল্যাণ-অকল্যাণ, আলো ও অন্ধকারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা টানতে পারেন। হযরত মু'আবিয়া রা: হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যার কর্য্যাণ চান, তাকে দ্বীনের প্রজ্ঞা দান করেন। আল্লাহই দানকারী আর আমি বন্টনকারী।(বুখারী ও মুসলিম) আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তিনি যাকে চান, হিকমত দান করেন। আর যে ব্যক্তি হিকমত লাভ করে সে আসলে বিরাট সম্পদ লাভ করেছে। এই কথা থেকে তেবলমাত্র তারাই শিক্ষা লাভ করে যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী।"(সুরা বাকারা:২৬৯)

হিকমত অর্থ হচ্ছে, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শক্তি। এখানে একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, হিকমতের সম্পদ যে ব্যক্তির কাছে থাকবে সে কখনো শয়তানের দেখানো পথে চলতে পারবে না। বরং সে আল্লাহর দেখানো প্রশস্ত পথ অবলম্বন করবে। শয়তানের সংকীর্ণমনা অনুসারীদের দৃষ্টিতে নিজের ধন-সম্পদ আঁকড়ে ধরে রাখা এবং সবসময় সম্পদ আহরণের নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কিন্তু যারা আল্লাহর কাছ থেকে অন্তরদৃষ্টি লাভ করেছে, তাদের মতে এটা নেহাত নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের মতে, মানুষ যা কিছু উপার্জন করবে, নিজের মাঝারী পর্যায়ের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর প্রাণ খুলে সৎকাজে ব্যয় করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আবু হুরায়রা রা: হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'আল্লাহ যখন কোন বান্দার কণ্যাণ চান তখন তার অন্তর ধনী করে দেন এবং তার অন্তরে তাকওয়া দান করেন। আর আল্লাহ যার অকল্যাণ চান তখন সামনে দরিদ্রতা ছড়িয়ে দেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান ও সহীহাহ)

এ ধরণের ব্যক্তিদের আল্লাহ ভালবাসেন বলেই তাকে নম্রতা, ভদ্রতা দান করেন। মৃত্যুর পূর্বে নেক আমল করার সুযোগ দান করেন। তাকে পবিত্র করেন। আনাস রা: হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সা: বলেন, 'আল্লাহ তা;আলা যখন তাঁর বান্দা সম্পর্কে কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন তাকে নেক আমল করতে দেন। বলা হলম আল্লাহর রাসুল! কিভাবে তিনি আমল করতে দেন? তিনি বলেন, মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাকে নেক আমলের তাওফিক দান করেন।(তিরমিযি ও মিশকাত)

আল্লাহ যাদের কল্যাণ চান তারা সকল অবস্থায় ধৈর্যধারণ করতে পারে। সুহায়েল রা: হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'মৃ'মিনের বিষয়টি বিস্ময়কর। তার যাবতীয় ব্যাপারই তার জন্য কল্যাণকর। এ বৈশিষ্ট মু'মিন ছাড়া অন্য কারো নেই। যদি তার সুখ-শান্তি আসে তবে সে শুকরিয়া আদায় করে, আর যদি দু:খ-মসিবত আসে তখন সবর করে। অতএব প্রত্যেকটিই তার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে।'(মুসলিম:২৯৯৯) ধৈর্যশীলদের প্রতিদান অপরিমিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"নি:সন্দেহে ধৈর্যশীলগণকে অঢেল পুরস্কার দেয়া হবে।"(সুরা যুমার: ১০) অর্থাৎ যারা আল্লাভীরুতা ও নেকীর পথে চলার ক্ষেত্রে সব রকম দু:খ-কষ্ট সহ্য করেছে কিন্তু ন্যায়ের পথ থেকে বিন্দুমাত্র সরে যায়নি। তাদের জন্য অপরিমিত পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রভুর কাছে।

সংকীর্ণ বক্ষ: এর দু'টি অবস্থা রয়েছে একটি হচ্ছে "দ্বীকে সদর" অর্থাৎ বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া, মন সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া। এ অবস্থায় মনের মধ্যে ন্যায় ও সত্য প্রবেশের কিছু না কিছু অবকাশ থাকে। দ্বিতীয়টি 'কাসওয়াতে ক্বালব' অর্থ মন কঠিন হয়ে যাওয়া। এই অবস্থায় মনের মধ্যে ন্যায় ও সত্য প্রবেশের কোন সুযোগই থাকে না। উল্লেখিত দ্বিতীয় অবস্থার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থাটি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন: যে ব্যক্তি এ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে তার জন্য সর্বাত্মক ধ্বংস। ন্যায় ও সত্যকে কোনভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় তাহলেও তার জন্য রক্ষা পাওয়ার কিছু না কিছু সম্ভবনা থাকে। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি হতে এ দ্বিতীয় বিষয়টি আপনা থেকেই প্রকাশ পায়। যারা রাসুলুল্লাহ সা: এর বিরোধীতায় জেদ ও হঠকারিতা করতে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং এ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছিল যে, কোনমতেই তাঁর কোন কথা মানবে না, আয়াতের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে সাবধান করা। তাদেরকে এ মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের এ জিদ ও হঠকারিতাকে অত্যন্ত গর্বের বিষয় মনে করে থাকো। কিন্তু আল্লাহর যিকর এবং অর পক্ষ থেকে আসা উপদেশ বাণী শুনে বিনম্র হওয়ার পরিবর্তে কেউ যদি আরো বেশী কঠোর হয়ে যায় তাহলে একটি মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় অযোগ্যতা ও দুর্ভাগ্য আর কিছুই নেই।

'দুই সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা থেকে কমিটি'

(শেষের পাতার পর)







হলেও সম্মেলনের উদ্বোধক ও সংগঠনের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গাজী মেজবাহুল হোসেন সাচ্চু ঘোষণা দিয়েছেন, 'আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা থেকে কমিটি আসবে।' তবে সেই কমিটিতে কারা থাকছেন সে সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি। তবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের দৌড়ঝাঁপে প্রায় এক ডজন নেতা রয়েছেন এবং তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বিতর্কিত নেতাও রয়েছেন বলে জানা গেছে।

নিউইয়র্কের উডসাইডের গুলশান টেরেসে গত ১২ ফেব্রুয়ারী রোববার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ও সংসদ সদস্য আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম। তিনি ঢাকা থেকে সম্মেলনে ভার্চুয়াল বক্তব্য দেন। একইভাবে প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক এ কে এম আফজালুর রহমান বাবু। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. মোহাম্মদ আলী মানিক, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আইরিন পারভীন, ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক নাজমুল আলম ভূঁইয়া জুয়েল, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সমন্বয়কারী হিন্দাল কাদির বাপ্পা, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক মহিউদ্দিন দেওয়ান, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সদস্য সচিব শেখ আতিকুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাখাওয়াত বিশ্বাস, কেন্দ্রীয় উপ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মো. ওহিদুজ্জামান লিটন, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য কামাল হোসেন রাকিব ও মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী পিনু, মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মমতাজ শাহনাজ।

যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নূরুজ্জামান সরদারের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সুবল দেবনাথের সঞ্চালনায় সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। তাদের উপস্থিতিতে তৈরি হয় এক উৎসবমুখর পরিবেশ। সম্মেলনে ফুলেল শুভেচ্ছায় নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দিত করা হয়।

সম্মেলনে আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশের পর এখন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। যারা বাংলাদেশ নিয়ে অপপ্রচার করছে তারাই এখন পিছিয়ে পড়ছে। তিনি স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা-কর্মীদের আওয়ামী লীগের সঙ্গে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, শেখ হাসিনার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। এখন আমাদের লক্ষ্য উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ। সেই লক্ষ্যে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার
সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // February 20 // 2023

র‍্যাংগস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা রউফ চৌধুরীর ইন্তেকাল

ঢাকা ডেস্ক: র‍্যাংগস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও মিডিয়া ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আবদুর রউফ চৌধুরী মারা গেছেন। শনিবার (১৮ ফেব্রুয়ারী) দুপুর ১২টার দিকে নিজ বাসভবনে তিনি শেষ ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। এক ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন তিনি। তারা হলেন রোমানা রউফ চৌধুরী, রোমো রউফ চৌধুরী ও সোহানা রউফ চৌধুরী। র‍্যানকন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফারহানা করিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন আব্দুর রউফ। গতকাল বাদ আসর গুলশান আজাদ মসজিদে মরহুমের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ এশা মুন্সীগঞ্জে পৈতৃক বাড়িতে দ্বিতীয় জানাজার পর তার দাফন সম্পন্ন হয়। রউফ চৌধুরী দেশের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। তিনি র‍্যাংগস গ্রুপ ও সি রিসোর্সেস গ্রুপের চেয়ারম্যান। একই সাথে তিনি ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের অন্যতম পরিচালক।

স্টার ফার্নিচারের ওজনপার্ক শাখার উদ্বোধন













(শেষের পাতার পর)

স্বাগত জানান প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম কর্ণধার রকি আলিয়ান। এসময় তার অপর তিন পার্টনার যথাক্রমে সাবরিনা খান, আতিক ইকবাল ও আইরিন সাদিয়া উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া মাহফিলের পর ফিতা কেটে স্টার ফার্নিচারের উদ্বোধন করা হয়। এছাড়াও কেক কাটা হয়।

অনুষ্ঠানের ফার্মাসিস্ট টিপু সুলতান, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি মো. আব্দুল মান্নান সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।





নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর প্রটোকল অফিসারের সৌজন্য সাক্ষাৎ

ঢাকা ডেস্ক: নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রটোকল অফিসার মো. আবু জাফর রাজু। শনিবার (১৮ ফেব্রুয়ারী) দুপুরে নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির বাসভবনে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় প্রটোকল অফিসার রাষ্ট্রপতিকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ও তার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়ে কুশল বিনিময় এবং তাকে সময় দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন আবু জাফর রাজুর পরিবার-পরিজন এবং সার্বিক বিষয়ে খোঁজখবর নেন এবং কুশল বিনিময় করেন।

ডা. বিএম আতিকুজ্জামান-এর

‘অরল্যান্ডোর চিঠি’ আসছে ঢাকার বইমেলায়

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় বসবাসকারী বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. বিএম আতিকুজ্জামান-এর প্রথম বই ‘অরল্যান্ডোর চিঠি’ ঢাকার বইমেলায় আসছে অমর ২১ ফেব্রুয়ারীতে। বইটি প্রকাশ করছে ‘মাতৃভাষা প্রকাশ’।

ডা. বিএম আতিকুজ্জামান জানান, আমি লিখতে ভালোবাসি। আমার লেখার অধিকাংশই সংগ্রহে নেই। গত কয়েক বছরে ‘অরল্যান্ডোর চিঠি’ নামের কলামে অনিয়মিতভাবে লিখেছি। আমার প্রতিদিনের ছোট ছোট অভিজ্ঞতার গল্প, ব্যক্তিগত আর পেশাগত জীবন যেখানে মিলেমিশে একাকার। লেখাগুলো বিভিন্ন মিডিয়ার প্রকাশিত হয়েছে। খবর ইউএনএ’র।

তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের প্রতি আমার প্রবল আগ্রহ। আর তাই আমার চারপাশের মানুষের জীবনের আপাত তুচ্ছ, সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্নার জলছবিগুলো কখনো সহজ, কখনো অস্থির, কখনো চিকিৎসকসুলভ নির্মোহভাবে আমার লেখায় এসেছে। আমার বন্ধুরা মনে করে আমার লেখা অত্যন্ত মানবিক। অনেকেই আমাকে উৎসাহিত করেছেন এ লেখাগুলো বই আকারে প্রকাশ করতে। তাঁদের ধন্যবাদ।

ডা. বিএম আতিকুজ্জামান জানান, ২১, ২২ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারীতে তিনি নিজে বইমেলায় ‘মাতৃভাষা প্রকাশ’-এ ষ্টলে (ষ্টল নং ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬) উপস্থিত থাকবেন। তিনি বইটি পড়বার আমন্ত্রণ জানান।



শুরুর ৫২ বছর পর পেলেন ডিগ্রি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পিএইচডি শুরু করার ৫০ বছরেরও বেশি সময় পর একজন শিক্ষার্থী তার ডক্টরেট ডিগ্রি পেলেন। ৭৬ বছর বয়সী ড. নিক অ্যাক্সটেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ পিটসবার্গে ১৯৭০ সালে গাণিতিক সমাজবিজ্ঞানের ওপর গবেষণা শুরু করেছিলেন। কিন্তু পাঁচ বছর পরেই তিনি যুক্তরাজ্যে পিএইচডি শেষ না করেই ফিরে আসেন।

ইউনিভার্সিটি অব ব্রিস্টল তার স্ত্রী ক্লেয়ার অ্যাক্সটেন এবং ১১ বছর বয়সী নাতনী ফ্রেয়ার সামনে তাকে পিএইচডি ডিগ্রিতে ভূষিত করে। তিনি মর্যাদাপূর্ণ ‘ফুলব্রাইট স্কলারশিপ’ পেলেও তার মতে তার গবেষণাটি ‘অত্যন্ত কঠিন’ ছিল। তিনি বলেন, ‘কিছু কিছু সমস্যা এতটাই জটিল যে জীবনের বড় একটা অংশ এগুলোর সমাধান করতেই চলে যাবে। এগুলো চিন্তা করতে লম্বা সময় দরকার। আর এটি করতে আমার ৫০ বছর সময় লেগেছে।’

ড. অ্যাক্সটেনের গবেষণা থেকে মানুষের আচরণ বোঝার নতুন এক তত্ত্ব বেরিয়ে এসেছে। প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা-চেতনার ওপর এই তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে। ড. অ্যাক্সটেনের বিশ্বাস অনুযায়ী, আচরণগত মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবার সম্ভাবনা আছে এই তত্ত্বের।

দুই সন্তান এবং চারজন নাতি-নাতনী নিয়ে ড. অ্যাক্সটেনের পরিবার। ১৯৬৭ সালে লিডসের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট শুরু করেছিলেন তিনি।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MBA CPA

কোম্পানী আমাদের ক্রীতদাস মনে করে-লস্কর : কর্মসূচী সফল করুন-ভৈরবী

রোববার লার্গোডিয়া এয়ারপোর্টে উবার ও লিফট ড্রাইভারদের ধর্মঘট



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): উবার ও লিফট ড্রাইভারদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ, মজুরী কম সহ নানা অভিযোগের প্রতিবাদে সংশ্লিস্ট ড্রাইভারগণ ১২ঘন্টার ধর্মঘট আহ্বান করেছেন। সকল ড্রাইভারদের স্বার্থ রক্ষায় গড়া সংগঠন নি-উইয়র্ক ট্যাক্সি ওর্য়াকারস এলায়েন্স (এনওয়াইটিডব্লিউএ)-এর সহযোগিতায় আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারী রোববার দুপুর ১২টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত সিটির লার্গোডিয়া এয়ারপোর্ট এলাকায় এই ধর্মঘট চলবে। **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**



সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সাথে সোসাইটির মতবিনিময়

মামলা-মোকদ্দমাসহ সংকট কাটিয়ে ইমেজ রক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি'র মামলা-মোকদ্দামা সহ নানা সংকট কাটিয়ে উঠে সোসাইটির ইমেজ রক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

সংবাদ সম্মেলনে ভূইয়া-টুটুল

জি এম কাদের কর্তৃক অনুমোদিত যুক্তরাষ্ট্র জাপা'র কমিটি



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মোহাম্মদ আব্দুন নূর বারভূঁইয়া এবং আসেফ বারী টুটুলের নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির পূর্ণাঙ্গ কমিটিকে অনুমোদন দিয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

স্টার ফার্নিচার ওজনপার্ক শাখার উদ্বোধন



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মালিকানাধীন স্টার ফার্নিচারের ওজনপার্ক শাখার উদ্বোধন হয়েছে। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী ছাড়াও বিদেশী অতিথিদের উপস্থিতিতে শুক্রবার (১৭ ফেব্রুয়ারী) বাদ জুম্মা বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিশাল এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। ১১৭৭ লিবার্টি এভিনিউস্থ এই শাখাটি প্রতিষ্ঠানটির ৫ম শাখা। অনুষ্ঠানের শুরুতে আগত অতিথিদের **(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)**

কবি তমিজ উদদীন লোদী'র নবম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আশীর দশকের অন্যতম প্রধান কবি তমিজ উদদীন লোদী'র নবম কাব্যগ্রন্থ 'নার্সিসাস কিংবা প্লেটোনিক' বেরিয়েছে একুশে বইমেলা ২০২৩-এ। বইটি বের করেছে ঢাকার বিখ্যাত প্রকাশনা 'অনন্যা'। আর বইটির প্রচ্ছদ করেছেন খ্যাতিমান **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৩৯পাতায়)**

বর্ণাঢ্য আয়োজনে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন

'দুই সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা থেকে কমিটি'

বিশেষ প্রতিনিধি: 'কমিটি ঘোষণা করবে কেন্দ্র' এমন সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন। একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা সহ যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি আর দলীয় নেনতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশে যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। কাউন্সিল শেষে তাৎক্ষণিক কমিটি না **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

কানাডায় সড়ক দূর্ঘটনায় ৩ বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর মৃত্যু

কণ্ঠশিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ এর পুত্রের উন্নতি



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কানাডার টরন্টো নগরীর অদূরে ৪২৭ হাইওয়ে ও ডানডাস ইন্টারসেকশনের সন্নিকটে সোমবার (১৩ ফেব্রুয়ারী) দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে এক ভয়াবহ ও মর্মান্তিক **(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)**



আল্লাহ যার কল্যাণ চান

জাফর আহমাদ

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তার অন্তরকে দীনের জন্য বা ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তির বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত আলোতে চলছে। ধ্বংস সে লোকদের **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

খেলার খবর

নারী ফুটবলারদের বেতন বাড়ানোর পরিকল্পনা

স্পোর্টস ডেস্ক: বাফুফের ক্যাম্পে থাকা নারী ফুটবলাররা তাদের বেতন বাড়ানোর আবদার করেছেন। গত কয়েক দিন ধরে ক্যাম্পে থাকা ফুটবলাররা বাফুফে সভাপতি কাজী সালাহ **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

হেলথ টিপস

অ্যালার্জিজনিত রোগের উপসর্গ ও করণীয়

ড. জাহিদুন্নবী দেওয়ান: চিকিৎসক হওয়ার কারনে প্রতিনিয়ত ফোন আসে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের কাছে থেকে পরামর্শ নেওয়ার জন্য যেমন- এটা কি ধরনের **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

বিনোদন

বিমানে ১০০ ভক্তকে ঘুরতে পাঠালেন নায়ক

বিনোদন ডেস্ক: দক্ষিণী জনপ্রিয় অভিনেতা বিজয় দেবরাকোন্ডা। সম্প্রতি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত ১০০ ভক্তকে নিজ খরচে ৪ দিনের জন্য মানালি ঘুরতে পাঠিয়েছেন। তবে এবারই **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**



GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যামাইকায় বিএনপি'র আঞ্চলিক কার্যালয়ে ব্যারিস্টার মাহবুব



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কেন্দ্রীয় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও সাবেক এমপি ব্যারিস্টার মাহ-বুব উদ্দিন খোকন বলেছেন, দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দেশের মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে হলে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারকে **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরাগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE., OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com